ইসলামী চরিত্র গঠনে অপরিহার্য উপাদানসমূহ (নাফসিয়্যাহ্)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

“অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে।

যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী এবং নম্র।

এবং যারা অনর্থক-নোংরা কথাবার্তায় নির্লিপ্ত।

এবং যারা যাকাত দান করে।

এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।

তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।

অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে।

এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

এবং যারা তাদের নামাযসমূহে যত্নবান।

তারাই হবে উত্তরাধিকারী।

উত্তরাধিকারী হবে শীতল ছায়াময় উদ্যানের (ফিরদাউস)। তথায় তারা চিরকাল থাকবে।”

[সূরা মু’মিনুন:১-১১]

সূচীপত্র

১. শারী'আহ্'র আনুগত্যে দ্রুত অগ্রসর হওয়া ৭

২. কুর'আন তেলাওয়াত বজায় রাখা ১১

৩. আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা ১৫

৪. আল্লাহ্'র জন্য কাউকে ভালবাসা এবং ঘৃণা করা ২০

৫. প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহ্'কে ভয় করা ৩০

৬. আল্লাহ্'র ভয়ে এবং স্মরণে ক্রন্দন করা ৩৫

৭. আল্লাহ্'র ব্যাপারে আশা রাখা এবং তার রহমত হতে নিরাশ না হওয়া ৩৮

৮. প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্য্য ধারণ করা এবং ঐশী সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ৪১

৯. দু'আ, আল্লাহ্'র স্মরণ, এবং মাগফিরাত কামনা করা ৪৭

১০. আল্লাহ্'র উপর ভরসা রাখা ও তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা ৫২

১১. সত্যের উপর অবিচলতা এবং দৃঢ়তা ৫৬

১২. মু'মিনদের প্রতি বিনয় এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর ৬৭

১৩. জান্নাতের আকাঙ্খা ও সৎকাজে প্রতিযোগিতা ৭৩

১৪. নৈতিকতার দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে যে সর্বোত্তম ৮৮

১৫. আলোচনার আদব ১৩৫

১৬. গুরাবাগণের উপর রহমত বর্ষিত হোক, লোকেরা যা বিকৃত করে ফেলেছে তারা তা সংশোধন করবে ১৪৭

ভূমিকা

মানুষের চরিত্র (shakhsiyyah) তার চিন্তা ('aqliyyah) ও কর্মের (nafsiyyah) সমন্বয়ে গঠিত। তার শারিরিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য দিকের এতে কোন ভূমিকা নেই - বরং এগুলো নিতান্তই বাহ্যিক বিষয়। সুতরাং মানব চরিত্র গঠনে এই দিকগুলোর কোন প্রাসঙ্গিকতা কিংবা প্রভাব রয়েছে এরূপ চিন্তা করা অর্থহীন।

কোন বিষয়বস্তুকে বুঝতে ব্যবহৃত প্রক্রিয়ার নাম চিন্তা ('aqliyyah); অর্থাৎ মানুষের মৌলিক বিশ্বাস এবং আস্থা হতে উৎসারিত মানদন্ডের আলোকে কোন একটি বিষয়বস্তু কিংবা বাস্তবতা সম্পর্কে মতামত বা রায় প্রদানের প্রক্রিয়া। যদি তার মতামত বা রায় প্রদানের প্রক্রিয়াটি ইসলামী আক্বীদার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তবে সে ইসলামী চিন্তার অধিকারী অন্যথায় সে ইসলামী চিন্তা ব্যাতীত অন্যকোন চিন্তার অধিকারী মানুষ।

মানুষের প্রবৃত্তি ও জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিটিই হচ্ছে তার কর্মের বা চরিত্রের ধরণ (nafsiyyah); অর্থাৎ তার মৌলিক বিশ্বাস এবং আস্থা হতে উৎসারিত মানদন্ডের আলোকে এই চাহিদাগুলোকে পূরণ করার পন্থা। যদি কেউ এই চাহিদাগুলোকে ইসলামী আক্বীদার ভিত্তিতে পূরণ করে তবে সে ইসলামী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি অন্যথায় সে ইসলাম ব্যাতীত অন্যকোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

যদি কারও চিন্তা এবং কর্ম একই মানদন্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তার চরিত্রটি হবে স্বাতন্ত্র্য এবং সুনিয়ন্ত্রিত। সুতরাং যখন কারও চিন্তা এবং কর্ম উভয়ের ভিত্তি হয় ইসলামী আক্বীদা তখন সে ইসলামী চরিত্রের অধিকারী। অন্যথায় তার চরিত্রটি হবে ইসলাম ব্যাতীত অন্যকিছু।

সুতরাং কেবল এটাই যথেষ্ট নয় যে একজন ব্যক্তি ইসলামী চিন্তার অধিকারী, যেকোন বিষয়কে বা কর্মকান্ডকে শারী'আহ্'র আলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, শারী'আহ্ প্রদত্ত হুকুম নিরূপণে সক্ষম, হালাল এবং হারাম সম্পর্কে জ্ঞানী এবং চিন্তা ও সচেতনতা দিক দিয়ে পরিণত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং হয়তো সে শক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম এবং বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাপারে বিচক্ষণ বিশ্লেষণ প্রদানেও সক্ষম। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট নয়, তার কর্ম বা আচরণের ধরণ অবশ্যই ইসলামী হতে হবে, অর্থাৎ সে তার প্রবৃত্তি ও জৈবিক চাহিদা পূরণে ইসলামকে অনুসরণ করে। সে নামায আদায় করে, রোযা রাখে, নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং হজ্জ পালন করে, হালালের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ও হারাম থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছানুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে প্রাণান্তকর চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, অর্থাৎ সে অর্পিত ফরয দায়িত্বসমূহ পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্'র নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করে এবং এমনকি আরও নৈকট্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্খায় নফল কাজসমূহ পালনে মনোযোগী হয়। বিভিন্ন ঘটনাবলীতে সে সঠিক এবং সত্যনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আল্লাহ্'র ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্'র ওয়াস্তেই কাউকে ঘৃণা করে, এবং মুগ্ধ ও ন্যায়পরায়ণ চরিত্রের দ্বারা মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে।

ঠিক একইভাবে ইসলামী চিন্তার অধিকারী না হয়ে শুধুমাত্র কর্ম বা আচরণের ধরণ ইসলামী হওয়াটাও যথেষ্ট নয়। অজ্ঞানতবশতঃ আল্লাহ্'র ইবাদত মানুষকে সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। কারণ অজ্ঞানতার কারণে সে হয়তো এমন দিনে রোযা রাখতে পারে যেদিন রোযা রাখা হারাম, এমন ওয়াক্তে নামায আদায় করতে পারে যখন তা মাকরুহ্। তার সামনে সংঘটিত কোন মুনকার দেখে জবাবদিহী এবং বাঁধা প্রদানের পরিবর্তে সে হয়তো বলে উঠতে পারে **'লা হাওলা ওয়া'লা কু'ওয়াতা ইল্লা বিল্লা'**। সুদের লেনদেন হতে উপার্জিত অর্থ দান-খয়রাতের মাধ্যমে আকণ্ঠ গুণাহ্'তে নিমজ্জিত থেকে সে হয়তো দাবি করতে পারে আমি আল্লাহ্'র নৈকট্য লাভ করছি। অন্যকথায়, খারাপ কাজ করে সে ভাববে আমি ভাল কাজ করছি। সুতরাং, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসূল (সাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত পথ ব্যাতিরেকে অন্যপথে প্রবৃত্তি ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে।

চরিত্র পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না যতক্ষণ না চিন্তা ইসলামী হয়। সুতরাং বাধ্যতামূলক বা ফরয হুকুমসমূহের ব্যাপারে সে জ্ঞান অর্জন করবে এবং শারী'আহ্ প্রদত্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে যতবেশী সম্ভব জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, তাতে আত্মনিয়োগ করবে। একই সময়ে, সে শুধু শারী'আহ্'র নিয়ম-কানুন জানার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না বরং তাকে শারী'আহ্'র নিয়ম-কানুনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল ইসলামী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। এসব হুকুমসমূহকে সে জীবনের সবক্ষেত্রে অর্থাৎ স্রষ্টার

সাথে, নিজের সাথে ও সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবে, এবং এমন পন্থায় যাতে আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন ও তার আমলকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

যখন কারও চিন্তা ও কর্ম ইসলাম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই কেবল তাকে ইসলামী চরিত্রের অধিকারী বলা যায়, যা তাকে একমাত্র আল্লাহ্'র ভয়ে ভীত সৎকর্মশীলদের কাতারে ধাবিত করে।

তবে তার মানে এটা নয় যে কোন বিচ্যুতি ঘটবে না। তবে এই বিচ্যুতিগুলো যদি স্বাভাবিক রীতি বা অভ্যাস না হয়ে শুধু হঠাৎ ব্যতিক্রম হয় তবে তা ইসলামী চরিত্রের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। কারণ মানুষ ফেরেশতা নয়। সে ভুল করতে পারে, ক্ষমা চাইতে পারে, অনুতপ্ত হতে পারে এবং যা শুধুমাত্র সঠিক তাই করতে পারে এবং করুণা, দয়া ও হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র প্রশংসাও করতে পারে।

একজন মুসলিম যতই তার ইসলামী জ্ঞানের পরিধিকে বৃদ্ধি করবে ততই তার চিন্তা উন্নত থেকে উন্নততর হবে, এবং তার চরিত্রকে উন্নত করার লক্ষ্যে যতবেশী সে মুস্তাহাব হুকুমসমূহ পালন করবে ততবেশী সে সর্বোচ্চ চারিত্রিক আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার দিকে ধাবিত হবে। এমনকি এই উন্নত হওয়ার এই প্রক্রিয়ায় সে এক বিন্দুতে স্থির থাকবে না বরং আরও উপরে উঠার নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। এটা তখনই সম্ভব যখন সে তার জীবনকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রন করবে এবং একজন বিশ্বাসী হিসেবে আখিরাত প্রাপ্তির আশায় সর্বশক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করবে। সে একদিকে যেমন মসজিদের মিহরাবের সাথে সংযুক্ত থাকবে ঠিক একইসময়ে সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বপ্রণেতা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র গোলাম হিসেবে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী সম্বলিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জিহাদের ময়দানের বীরযোদ্ধা হবে।

এ বইয়ে আমরা মুসলিমদের জন্য বিশেষতঃ দাওয়াহ্ বহনকারীদের জন্য ইসলামী চরিত্রের অপরিহার্য উপাদানসমূহকে উপস্থাপন করবো যাতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত দাওয়াহ্ বহনকারীগণের জিহ্বা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র জিকিরে সিক্ত থাকে, অন্তর আল্লাহ্'র ভয়ে ভীত থাকে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সৎকাজের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। সে কুর'আন তিলাওয়াত করে, সে অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)কে ভালবাসে, আল্লাহ্'র ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে ও আল্লাহ্'র ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহ্'র করুণার আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে, সে ধৈর্য্যশীল, আখেরাতে আল্লাহ্'র পুরষ্কারের আশা করে, আন্তরিক ও আল্লাহ্'র উপর ভরসা রাখে। সে সত্যের উপর সুউচ্চ পর্বতের ন্যায় অটল, মু'মিনদের প্রতি সদয়, বিনম্র এবং দয়ালু কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও কঠোর এবং আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি প্রাপ্তির রাস্তায় চলতে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ভয়ে ভীত নয়। সে উন্নত চরিত্রের অধিকারী, মিষ্টভাষী কিন্তু যুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ, সে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ প্রদান করে, সে দুনিয়ার জীবনে বসবাস ও কাজ করে কিন্তু তার চোখ সর্বদা জান্নাতের আকাঙ্খাতে ব্যাকুল থাকে, যার প্রশস্ততা জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত ব্যাপ্তি এবং যা শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমরা দাওয়াহ্ বহনকারীদেরকে বিশেষতঃ নবুয়্যতের আদলে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী জীবনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে তাদের বর্তমান বাস্তবতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। তারা আল্লাহ্'র শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিকূল পরিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং, যদি তারা দিনে এবং রাতে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্'র সান্নিধ্যে না থাকে, তাহলে কীভাবে তারা জীবনের কঠিনতর বিভিন্ন পথ পাড়ি দিবে? কীভাবে অভিষ্ট্য লক্ষ্যে পৌঁছবে? কীভাবে উন্নত থেকে উন্নততর স্থানে পৌঁছাবে? কীভাবে? কীভাবে?

পরিশেষে, দাওয়াহ্ বহনকারীদের জীবনে দু'টি আলোকিত হাদীসের প্রতিফলন ঘটাতে হবে, যা তাদের লক্ষ্য অর্জনে ও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের পথকে উদ্ভাসিত করবে:

প্রথমতঃ

"তোমাদের দ্বীনের শুরু নবুয়্যত এবং করুণা দিয়ে এবং অতঃপর নবুয়্যতের আদলে খিলাফত দিয়ে... অতঃপর আবার আসবে খিলাফত নুবয়্যতের আদলে।" এ হাদীসে আল্লাহ্'র ইচ্ছায় খিলাফত ফিরে আসার সুখবর রয়েছে। এটি প্রথম খিলাফতের মতোই ফিরে আসবে, খোলাফায়ে রাশেদীন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবীদেরটির মতো। যে ব্যক্তি তা ফিরে আসাকে দেখতে ব্যাকুল এবং তা দেখার তামান্না অন্তরে পোষণ করে, তাকে অবশ্যই এর জন্য একজন মু'মিন হিসেবে কাজ করতে হবে, নবী (সাঃ)-এর সাহাবীদের (রা.) মতো হওয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ

“আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন, যে আমার ওয়ালীকে (তাক্ব’ওয়াবান বান্দা) অপমান করলো, সে আমার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করলো। হে আদম সন্তান! আমার নির্দেশ পালনকারীর জন্য যা কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছি তা কখনওই তুমি পাবে না। আমার বান্দা নফল ইবাদত সম্পাদন করার মাধ্যমে নৈকট্য হাসিল করার চেষ্টা করবে যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর আমি তার হৃদয় হয়ে যাব, যা দিয়ে সে চিন্তা করবে, জিহ্বা হয়ে যাব যা দিয়ে সে কথা বলবে, চোখ হয়ে যাব যা দিয়ে সে দেখবে। সুতরাং সে যখন ডাকবে তখন আমি সে ডাকে সাড়া দেব, যখন সে কোন কিছু চাইবে তখন আমি তাকে তা প্রদান করব, যখন সাহায্য চাইবে তখন আমি সাহায্য করব এবং বান্দার কাজসমূহের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দীয় হল সৎ উপদেশ (নসীহা)।”

আল-তাবারানী কর্তৃক আল-কাবীর এ বর্ণিত।

এই হাদীসটি আল্লাহ্’র নৈকট্য লাভ ও তাঁর সাহায্য অন্বষণের মাধ্যমে কিভাবে তাঁর পক্ষ থেকে বিজয়, তাঁর সান্নিধ্য ও তাঁর সাহায্য পাওয়া যায় সেই পথ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বক্ষমতাবান; তিনি যাকে সহায়তা করেন কেউ তাকে অপমানিত করতে পারবে না, আর তিনি যাকে অপমানিত করেন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। যখন বান্দা তাকে ডাকেন তখন তিনি বান্দার খুব নিকটে পৌঁছে যান, যখন বান্দা তাঁর আনুগত্য করে তখন তিনি সাড়া দেন; তিনি অপ্রতিরোধ্য এবং বান্দার উপর সর্বাধিক দয়ালু এবং সব দিক দিয়ে অভাবমুক্ত।

সুতরাং, হে ভাইয়েরা! আল্লাহ্’র সন্তুষ্টি, তাঁর মাগফেরাত, জান্নাত, বিজয় ও উভয় জগতের সাফল্যের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হোন।

“এবং এই বিষয়ে প্রতিযোগীগণ প্রতিযোগীতা করুক।”[সূরা আল মুতাফ্ফীফীন:২৬]

২১ জুলহজ্ব, ১৪২৪ হিজরী
১২-০২-২০০৪ইং

১. শারী'আহ্'র আনুগত্যে দ্রুত অগ্রসর হওয়া

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"এবং তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হও- যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, যা নির্মিত হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।" [সূরা আলি ইমরান: ১৩৩]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ্'কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য।" [সূরা নূর:৫১-৫২]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" [সূরা আল আহ্যাব:৩৬]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"কিন্তু না, আপনার রবের শপথ, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় আপনাকে বিচারক হিসাবে মেনে নেয়, এবং কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।" [সূরা নিসা:৬৫]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব সম্পন্ন ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।" [সূরা আত-তাহ্রীম:৬]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ঠ হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন: এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অত:পর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।" [সূরা ত্বাহা:১২৩-১২৬]

রাসূলুল্লাহ্(সা:) বলেন:

"ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তোমরা সৎকাজে আত্মনিয়োগ করো। এ বিপর্যয় তোমাদেরকে অন্ধকার রাতের মতো গ্রাস করে নেবে। কোন ব্যক্তির ভোর হবে মু'মিন অবস্থায় আর সন্ধা হবে কাফির অবস্থায়। আর তার সন্ধা হবে মু'মিন অবস্থায় সকাল হবে কাফির অবস্থায়। মানুষ দুনিয়ার সামান্যতম স্বার্থের বিনিময়ে নিজের দ্বীনকে বিকিয়ে দিবে"। [সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান, ২১৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় ও তৎপরবর্তী সময়ের মুসলিমগণ আল্লাহ্'র ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রচন্ড গতিতে ছুটে যেতেন। উম্মাহ্'র মধ্যে এখনও এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্'র আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছেন।

জাবির বর্নিত মুত্তাফিকুন আলাইহি-এর একটি হাদীসে এসেছে যে,

ওহুদের দিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো, "আজ যদি আমি নিহত হই, তাহলে আমার অবস্থান কোথায় হবে?" উত্তরে তিনি (সা) বললেন, "জান্নাত। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তাঁর হাতের সমস্ত খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ততক্ষন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলো যতক্ষণ না তিনি শহীদ হন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- মুসলিম উল্লেখিত হাদীসে আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে :

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবীগণ, মুশরিকদের আগমনের পূর্বেই বদর প্রান্তরে পৌঁছান। যখন মুশরিকরা উপস্থিত হলো তখন তিনি (সাঃ) সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ চলো এমন এক জান্নাতের দিকে ছুটে যাই যার প্রশস্ততা আসমান ও জমীন পর্যন্ত বিস্তৃত। 'উমায়ের বিন আল হাম্মাম আল আনসারী অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল, এমন এক জান্নাত যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত? তিনি (সাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। উমায়ের প্রতিক্রিয়া জানালোঃ আহ্ কী চমৎকার! রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন জিনিস তোমাকে এরূপ মন্তব্যে উদ্বুদ্ধ করলো? জবাবে সে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল, আল্লাহ্'র কসম, আমি ঐ অধিবাসীদের একজন হবো, এই প্রত্যাশা ছাড়া অন্যকোনো প্রত্যাশা থেকে আমি এ মন্তব্য করিনি। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ নিশ্চয়ই তুমি সেই বাসিন্দাদের একজন। তখন উমায়ের তার থলে হতে কিছু খেজুর বের করে সেগুলো খাওয়া শুরু করলো। এবং মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো যে, যদি আমি এই খেজুরগুলো শেষ করার অপেক্ষায় থাকি তাহলে তা হবে সময়কে দীর্ঘায়িত করা। অতঃপর তিনি তার হাতের অবশিষ্ট খেজুরগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধে করতে থাকেন।"

- আনাস (রা.) বর্ণিত মুত্তাফিকুন আলাইহির আরেকটি হাদীসে এসেছে :

"আমার চাচা আনাস বিন আন নদর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)! মুশরিকদের বিরুদ্ধে আপনার প্রথম যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। যদি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদান করতেন, তবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) প্রত্যক্ষ করতেন, কত সাহসীকতার সহিত আমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হই।" অতঃপর যখন ওহুদের ময়দান হতে মুসলিমগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো এবং পালাচ্ছিল, তখন তিনি (রা.) বললেন, "হে আল্লাহ্, এরা (সাহাবীগণ) আজ যা করছে, তা হতে আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং এই মুশরিকরা যা করছে তাকে আমি তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানাই।" অতঃপর তিনি যখন ওহুদের ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, তখন তাঁর সাথে সাদ বিন মু'য়াজ (রা.) সাক্ষাৎ হলো। তিনি (নদর) তাকে আহ্বান করে বললেন, "হে সাদ বিন মু'য়াজ! জান্নাত। আন-নদরের রবের কসম! ওহুদের ময়দান হতে আমি তার সুভাস পাচ্ছি।" অতঃপর সা'দ বললেনঃ "হে আল্লাহ্'র রাসূল! আনাস সেই দিন যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে আমি তা পারিনি। আমরা তার সমস্ত শরীরে তলোয়ারী, বর্শা ও তীরের আঘাতজনিত আশিটিরও অধিক ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাই। আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পাই। মুশরিকরা তার সমস্ত শরীরকে এমন নৃশংসভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত তার বোন আঙুল দেখে তাঁকে সনাক্ত করতে সমর্থ্য হয়।" আনাস (রা.) বলেন, "আমরা সবাই ভাবতাম নিম্নোক্ত আয়াতটি হয়তো তাকে (আন-নদর) বা তার মত কাউকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে; 'মু'মিনদের মধ্যে কতক ব্যক্তি রয়েছেন যারা আল্লাহ্'র নিকট তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন।' [সূরা আল আহ্যাব:২৩]"

- আবু সালু'আহ্ (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল-বুখারী বর্ণনা করেন যে:

"আমি মদীনাতে নবী (সাঃ)-এর ইমামতির পেছনে সালাতুল আছর আদায় করেছিলাম। তিনি (সাঃ) সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা মাত্রই দ্রুততার সাথে উঠে দাড়ালেন এবং সকলের মাঝখান দিয়ে তাঁর কোন এক স্ত্রীর বাসস্থান অভিমূখে ছুটে গেলেন। তাঁর গতি সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত্র করে তুললো। অতঃপর রাসূল (সাঃ) ফিরে আসলেন এবং তাঁর তৎপরতায় সবাইকে বিস্মিত পেয়ে বললেন, "আমার মনে পড়লো একটি স্বর্ণের টুকরা বাড়িতে রয়ে গেছে এবং আমি চাই না এটি আল্লাহ্'র ইবাদতের সময় আমার মনোযোগ সেদিকে নিয়ে যাক, সেকারণে সেটিকে দান করার নির্দেশ দিয়ে এলাম"।"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে,
"সাদাকাহ্'র এক টুকরো স্বর্ণ বাড়িতে রয়ে গেছে, আমি তা ফেলে রাখাকে অপছন্দ করি।" এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের উপর যা বাধ্যতামূলক করেছেন তা বাস্তবায়ন করার জন্য কতটা তৎপর হওয়া উচিত।

- আল-বুখারী আল-বার্‌রা' এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনাতে আসলেন তখন তিনি ষোল বা সতের মাস বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেন। তিনি (সাঃ) কাবা ঘরকে কিবলা বানাতে চাচ্ছিলেন। অতঃপর, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন: 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন।' [সূরা বাক্বারা:১৪৪]। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কাবার দিকে মুখ করে আছরের নামায আদায় করছিলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। নামায শেষে ঐ ব্যক্তি যখন বের হন তখন তিনি আনসারদের কিছু লোককে অতিক্রম করার বললেন যে, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে নামায আদায় করেছি এবং তাঁকে (সাঃ) কাবা'র দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেছি। এই কথা শ্রবণ করা মাত্র তাঁরা সবাই আসরের নামাযে রুকুরত অবস্থায় কাবার দিকে ঘুরে গেল।"

- ইবনে আবি আওফা'র বরাত দিয়ে আল-বুখারী উল্লেখ করেন যে:

"খায়বারের রাতগুলোতে আমরা প্রচন্ড ক্ষুধা-যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছিলাম। খায়বারের দিন আমরা কিছু গৃহপালিত গাধা পেলাম এবং সেগুলোকে জবাই করলাম। পাত্রের ভেতর মাংস যখন সিদ্ধ হওয়া শুরু হলো, তখন রাসূল (সাঃ)-এর একজন বার্তাবাহক আমাদের নিকট আসলো এবং বললো, তোমাদের পাত্রসমূহ উপুড় করে দাও এবং এর মাংস গ্রহণ করো না। আবদুল্লাহ্ বলেন, আমরা বলি যে যেহেতু এগুলো থেকে খুমুস বা গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ নেয়া হয়নি তাই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এগুলো খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, অন্যদের বক্তব্য হলো তিনি (সাঃ) এ মাংস পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছেন। আমি সা'ইদ বিন জুবায়েরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যিনি বলেন, তিনি (সাঃ) এটিকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছেন।"

- আনাস বিন মালিক (রা.) বরাত দিয়ে বুখারী উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন,

"আমি আবু তালহা আল আনসারী, উবাইদা বিন আল জার্‌রাহ্ ও উবাই বিন কাবকে কাঁচা খেজুর ও তাঁজা খেজুর থেকে প্রস্তুত করা মদ পরিবেশন করছিলাম। তখন একজন আগন্তুক আসলো এবং বললো, নিশ্চয়ই মদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর আবু তালহা বলে উঠলো: হে আনাস! দাঁড়াও এবং কলসটি ভেঁঙ্গে ফেলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং একটি সূচালো পাথর দিয়ে কলসটিকে ততক্ষণ আঘাত করলাম, যতক্ষণ না এটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।"

- আল-বুখারী আয়েশা (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে :

"আমাদেরকে আরও বলা হয় যে, যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুকুম নাযিল করলেন যে, ইসলাম গ্রহনের পর হিজরতকারী স্ত্রীগণের প্রতি মুশরিকদের ব্যয়িত অর্থ তোমরা ফিরিয়ে দাও এবং মুসলিমদের জন্য মুশরিক স্ত্রী বৈধ নয়, উমর তার দুই স্ত্রীকে তালাক দেন।"

- আয়েশা (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল-বুখারী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:

"মুজাহির নারীদের প্রতি আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুক। যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে আয়াত নাযিল করলেন, "এবং তারা যেন তাদের ঘাড় এবং বক্ষদেশ মাথার কাপড় (ওড়না বা চাদর) দ্বারা আবৃত করে রাখে, " [সূরা নূর:৩১], তখন তারা তাদের বস্ত্রখন্ড ছিড়ে ফেললো এবং নিজেদেরকে আবৃত করলো।"

- আয়েশা (রা.)-এর বরাত দিয়ে সা'ফিয়া বিনতে সা'য়বা এবং তার বরাত দিয়ে আবু দাউদ বর্ণনা করেন:

"আয়েশা (রা.) আনসার মহিলাদের নাম উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করেন এবং তাদেরকে নিয়ে উত্তম মন্তব্য করেন। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, "যখন সূরা নূর নাযিল হয় তৎক্ষনাৎ তারা পর্দা আরম্ভ করেন, কাপড় ছিঁড়ে মাথার ওড়না তৈরি করলেন।"

- ইবনে ইসহাক বলেন,

"... কিনদাহ্ হতে আগত প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে আল আশ'আদ বিন কায়েস রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট আগমন করলেন। আয-যুহুরী আমাকে জানান যে, তিনি কিন্দা থেকে আশিজন আরোহীসহ আসেন। তারা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। তাদের লম্বা চুল ও চোখ সজ্জিত ছিল। তারা রেশমের আচল যুক্ত জুব্বা পরিহিত ছিল। যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করোনি? তারা বলল, করেছি। নবী (সা) বললেন, 'তাহলে কেন রেশমী কাপড় কাঁধে জড়িয়ে রেখেছো?' অতপর তারা রেশমী কাপড় ছিড়ে ফেলে দিল।"

- ইবনে জারীর, আবু বুরাইদাহ থেকে এবং আবু বুরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে:

"আমরা তিন চারজন লোক বালির উপর বসে একটি জগে নিয়ে খামার (মদ) পান করছিলাম যা তখন হালাল ছিল। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সালাম দেয়ার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। ততক্ষণে খামার নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত কুর'আনের আয়াত নাযিল হচ্ছিল (হে ঈমানদারগণ! মদ ও জুয়া...) থেকে দুই আয়াতের শেষ পর্যন্ত (তারপরেও কি তোমরা বিরত হবে না?)। তখনও কিছু লোকের হতে মদ ছিল অর্থাৎ কিছু অংশ খেয়েছে এবং কিছু এখনও পেয়ালাতে বাকী রয়ে গেছে। সে আরেক চুমুক দেয়ার জন্য উপরের ঠোটের নীচের অংশের সাথে পেয়ালাটি উঁচু করে ধরেছে। অতঃপর তাঁদের পাত্রগুলোতে যা ছিল তা ফেলে দিল এবং বলল, হে আল্লাহ্! আমরা বিরত হলাম।"

হানজালা বিন আবি আমির (রা.)-কে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। তিনি উহুদের যুদ্ধের কথা শুনামাত্র তাড়াহুড়ো করে সে আহ্বানে সাড়া দেন। তিনি ওহুদের ময়দানে শহীদ হন। ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,
'তোমাদের সাথীকে ফেরেশতাগণ গোসল দিচ্ছেন, তার পরিবারকে জিজ্ঞেস করো তার কী হয়েছিল?' তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হলো। সে (স্ত্রী) সেই রাতে নববধূ ছিল এবং হানজালা যখন যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে ওহুদ প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন তখন তিনি অপবিত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'একারণে ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল দিচ্ছে।'"

- রাফি বিন খাদিজ (রা.) এর বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সময় আমরা জমি চাষ করতাম। এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবারের বিনিময়ে সে জমি বন্দোবস্ত দিতাম। একদা আমার বাবার দিকের আত্মীয়ের মধ্য থেকে একজন আসলেন এবং বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এমন কিছুকে নিষিদ্ধ করেছেন যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের আনুগত্য তার চেয়েও বেশী লাভজনক। তিনি (সাঃ) আমাদেরকে এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ বা অন্য কোন পরিমাণ খাবারের বিনিময়ে জমি বন্দোবস্ত দিয়ে চাষ করতে নিষেধ করেছেন; তিনি জমির মালিককে হয় জমি চাষ করতে বলেছেন, অন্যথায় চাষ করতে পারবে এমন কাউকে সে জমি দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জমি বন্দোবস্ত দেয়া বা এধরনের কিছু করাকে তিনি অপছন্দ করেছেন।"

২. কুর'আন তেলাওয়াত বজায় রাখা

পবিত্র কুর'আন হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বাণী যা তিনি তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর উপর জীব্রাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে শাব্দিক ও অর্থপূর্ণভাবে নাযিল করেছেন। এর তিলাওয়াত এক ধরনের ইবাদত এবং এটি এমন একটি মু'জিযা যা আমাদের কাছে মুতাওয়াতির বর্ণনা হিসেবে এসেছে:

"কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না- অগ্র হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" [সূরা ফুসিলাত: ৪২]; অর্থাৎ কুর'আন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক সংরক্ষিত ঃ

"নিশ্চয়ই আমিই এই কুর'আন নাযিল করেছি, এবং নিশ্চয়ই আমিই তা সংরক্ষন করবো।" [সূরা হিজর:৯]

ইহা হতে আত্না খুঁজে পায় জীবন আর হৃদয় খুঁজে পায় প্রশান্তি। ইহা এমন একটি কিতাব যা মানুষকে সর্বশক্তিমান, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছে। যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ অনুসারে কথা বলে সে সত্য বলে, যে এটি অনুসারে কাজ করে সে সফল, যে ব্যক্তিকে এর মাধ্যমে বিচার করে সে ন্যায়বিচারক এবং যে ব্যক্তি এর দিকে আহ্বান করে সে সরলপথ প্রাপ্ত।

এটি বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে বিশেষ এক অনুগ্রহ এবং কী চমৎকার এই অনুগ্রহ। দাওয়াহ্ বহনকারীর জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য যে, এর দ্বারা তাদের হৃদয় পূর্ণ থাকবে এবং এর মধ্য হতে তারা তাদের সমস্ত শক্তি খুঁজে পাবে। যে এই কুর'আনকে ধারণ করবে সে সুউচ্চ পর্বতের ন্যায় ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে, তখন তার কাছে সমস্ত দুনিয়াকে আল্লাহ্'র তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ মনে হবে। সে সত্যবাদী হবে এবং আল্লাহ্'র রাহে কাউকে ভয় পাবে না। বাতাসের তোড়ে ভেসে যাওয়ার ন্যায় শারীরিকভাবে হালকা এমন ব্যক্তিও কুর'আন তেলাওয়াতকারী হওয়ায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট ওহুদ পাহাড়ের চেয়ে ভারী হবে। তার জিহ্বা এর উচ্চারণে ভেজা থাকবে এবং তার আঙ্গুলগুলো এটি অধ্যয়নের স্বাক্ষী দিবে। এভাবেই সাহাবীগণ দুনিয়াতে তাদের জীবন-যাপন করতেন, মনে হতো যেন তারা জীবন্ত কুর'আন, তারা এর আয়াতসমূহের প্রতিবিম্ব ছিলেন এবং এটিকে সেভাবেই তেলাওয়াত করতেন যেভাবে তেলাওয়াত করা উচিত, এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং এর দিকেই সবাইকে আহ্বান করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে প্রাপ্ত শান্তির আয়াতসমূহ পাঠ করে তাঁরা প্রকম্পিত হতেন কিন্তু ক্ষমা ও অনুকম্পার আয়াত শুনে আনন্দিতও হতেন এবং আল্লাহ্'র ক্ষমা, মহত্ত্ব, জ্ঞান ও হুকুমের কাছে সমর্পণের কারণে তাঁদের চোখ অশ্রুতে ভিজে উঠতো। এ আয়াতসমূহ তাঁদের হৃদয়ের গভীরে স্থায়ীভাবে আসন করে নিয়েছিল। একারণে তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী এবং নেতৃত্বের স্থান অর্জন করতে পেরেছিলেন, তাঁদের সুখ ও সফলতা প্রদান করা হয়েছিল। যখন আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এ পৃথিবী ছেড়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে চলে যান, তখনও সাহাবী (রা.), রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুসারে কুর'আনকে অনুসরণ করেছেন। সুতরাং, কুর'আন মুখস্তকারীগণ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ প্রদানে সবচেয়ে অগ্রগামী। এবং পূর্বেও কুর'আন বহনকারীগণ সৎকাজ সম্পাদনে আল্লাহ্'র রাস্তায় ত্যাগ স্বীকারে অগ্রগামীদের কাতারে ছিলেন।

সাধারণভাবে মুসলিমদের এবং বিশেষতঃ দাওয়াহ্ বহনকারীদের জন্য কুর'আন হতে হবে সকল আনন্দের উপকরণ-যা তাদেরকে সত্যপথের উপর দৃঢ় রাখবে এবং কেবলমাত্র কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবে, একটি উচ্চতা থেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। তারা দিনে ও রাতে কুর'আন তেলাওয়াত করবে, এবং তেলাওয়াত, মুখস্ত এবং পালনের মাধ্যমে যা শিখেছে তা এমনভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে যেন মনে হয়, তারা শ্রেষ্ঠ পূর্বসুরীর শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরী।

কুর'আন নাযিল, মুখস্ত করা, এর নির্দেশনা, তিলাওয়াতের ফযিলত এবং এর অন্তর্নিহিত অপরিসীম কল্যান সম্পর্কিত অসংখ্য পবিত্র আয়াতের পাশাপাশি, অসংখ্য পবিত্র হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,
"বিশ্বস্ত ফেরেশতা (জিবরীল) একে নিয়ে অবতরণ করেছেন; আপনার অন্তরে (হে মুহাম্মদ!) যাতে আপনি সতর্ককারীদের একজন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।' [সূরা আশ-শু'আরা: ১৯৩-১৯৪]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,
"নিশ্চয়ই আমিই এই কুর'আন নাযিল করেছি, এবং নিশ্চয়ই আমিই তা সংরক্ষন করবো।" [সূরা হিজর:৯]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না- অগ্র হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" [সূরা ফুসিলাত: ৪২]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"এই কুর'আন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে এবং সৎকর্ম পরায়ন বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরষ্কার (জান্নাত)।" [সূরা বনী ইসরাইল:৯]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন! কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে আল্লাহ্'র নিকট হতে একটি উজ্জল আলোকময় জ্যোতি এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ এরূপ লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তিনি তাদেরকে স্বীয় তাওফীক ও করুণায় (কুফরীর) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে সরল (সঠিক) পথে পরিচালিত করেন।" [সূরা মায়িদাহ্: ১৫-১৬]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন, তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বপ্রসংশিত।" [সুরা ইব্রাহীম:১]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্'র জিকিরে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহ্'র জিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।" [সূরা রা'দ:২৮]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"তারা কি লক্ষ্য করে না কুর'আনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে অবশ্যই তারা এতে বহু বৈপরিত্য প্রত্যক্ষ করতো।" [সূরা নিসা:৮২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন:
"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুর'আন শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়।" উসমান বিন আফ্ফান (রা.) বরাত দিয়ে আল বুখারী এটি বর্ণনা করেন।

তিনি (সা) বলেন:

"যে কুর'আনের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে সওয়াব লাভ করবে। এবং এই সওয়াবকে ১০গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। আমি বলছি না, 'আলিফ-লাফ-মিম' একটি অক্ষর, বরং বলছি আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, মিম একটি অক্ষর।' আবদুল্লাহ বিন মাসুদ (রা.) থেকে আত তিরমিযী হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং এটি একটি সহীহ হাদীস।

তিনি (সা) বলেন,

"অবশ্যই যে ব্যক্তি কুর'আন সুন্দর, সাবলীল এবং সঠিকভাবে তেলাওয়াত করবে সে মর্যাদাবান, অনুগত ফেরেশতাদের সহচর্যে থাকবে। এবং যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বারবার তেলাওয়াত করবে, অর্থাৎ তেলাওয়াত করার সময় তোতলাবে বা হোঁচট খাবে, তার পুরষ্কার দ্বিগুন হবে।' উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) থেকে এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন।

তিনি (সাঃ) বলেন:

"যার মধ্যে কুর'আন নেই সে অনেকটা বিরান ঘরের মত।" এটি তিরমিযী বর্ণনা করেন এবং তিনি একে সহীহ বলে ঘোষণা করেছেন।

তিনি (সাঃ) বলেন,

"কুর'আন তিলাওয়াত করো, কেননা কিয়ামতের দিন এটি এর তেলাওয়াতকারীর জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আর্বিভূত হবে।" উমামা বিন বাহিলি (রা.) থেকে ইমাম মুসলিম তার সহীহ্তে ইহা উল্লেখ করেন।

তিনি (সা) বলেন,

"কুর'আন হচ্ছে একটি উত্তম মধ্যস্থতাকারী এবং সে মধ্যস্থতাকারীর ভুমিকা পালন করবে, এবং ইহা যুক্তি-তর্কে শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত। যে ব্যক্তি কুর'আনকে তার সম্মুখে রাখবে, তা তাকে জান্নাতে দিকে ধাবিত করবে; আর যে ব্যক্তি কুর'আনকে তার পশ্চাৎ রাখবে, তা তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিবে।"
এটি জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেন। এটি আল বায়হাকী শুয়া'ব আল ঈমানে, জাবির ও ইবনে মাসুদ (রা.) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন এবং এটি একটি সহীহ্ হাদীস।

তিনি (সাঃ) বলেন:

"অবশ্যই আল্লাহ্ এ কিতাবের মাধ্যমে কিছু লোকের উত্থান ঘটাবেন এবং কিছু লোকের পতন ঘটাবেন।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ ও আত তিরমিযী সহীহ্ বর্ণনাতে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"কুর'আন তিলাওয়াতকারীদের বলা হবে: তিলাওয়াত কর এবং (জান্নাতের স্তরসমূহের মধ্যদিয়ে) উন্নীত হতে থাক, এবং তোমার কণ্ঠকে সেইভাবে সুশোভিত করতে থাক যেইভাবে দুনিয়াতে করতে! নিশ্চয়ই, আজ আমি জান্নাতে তোমার অবস্থান ততক্ষন পর্যন্ত উন্নীত করতে থাকবো যতক্ষন না দুনিয়াতে তোমার কণ্ঠে তিলাওয়াতকৃত শেষ আয়াতটির তিলাওয়াত সম্পন্ন হয়!"

তিনি (সাঃ) বলেন:

"কুরআন অধ্যয়ন কর, একে চর্চায় রাখ, কখনও পরিত্যাগ কর না, কখনও এর সাথে প্রতারণা কর না, এবং কখনও এর মাধ্যমে আহার ও সম্পদ অন্বেষণ করো না।" এটি আব্দুর রহমান বিন সাবাল (রা.) এর বরাত দিয়ে আহমদ, তাবারানী ও অন্যান্যরা এ হাদীসটি উল্লেখ করেন এবং এটি একটি সহীহ হাদিস।

তিনি (সা) বলেন:

"যে মু'মিন কুর'আন তিলাওয়াত করে এবং তদানুসারে আমল করে, তার উদাহরণ সে লেবুর ন্যায়, যা খেতে সুস্বাদু এবং তার ঘ্রাণও মন মাতানো সুগন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে যে মু'মিন কুর'আন তিলাওয়াত করে না, কিন্তু কুর'আনের অনুসরণে আমল করে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু কোন সুগন্ধ নেই। আর সে সব মোনাফেক, যারা কুর'আন তিলাওয়াত করে কিন্তু আমল করে না, তাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ রায়হান ফুলের ন্যায়, যার মনমাতানো সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে একেবারেই তিক্ত। আর যে মোনাফেক কুর'আন তিলাওয়াতও করে না এবং তদানুসারে আমলও করে না, তার উদাহরণ হাঞ্জালা (মাকাল ফলের) ন্যায়, যা খেতেও তিক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত।" এটি আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে আল-বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন।

তিনি (সা) বলেন:

"কুর'আন তিলাওয়াত বজায় রাখ। কারণ অবশ্যই যে সত্ত্বার হাতে মুহম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! একটি উট তার লাগাম থেকে যেভাবে ছুটে যায় তার চেয়ে দ্রুতগতিতে স্মৃতি থেকে কুর'আন হারিয়ে যায়।" এটি আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে আল বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন।

উপরোক্ত পবিত্র আয়াত এবং হাদীসগুলো থেকে পবিত্র কুর'আনের মর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এগুলো থেকে কুর'আন বহনকারীদের মর্যাদার ব্যাপারেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা বহনকারী ব্যক্তি জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে ও বাস্তবায়ন করতে বহন করে থাকে। কেবলমাত্র তাকের মধ্যে রেখে ধুলোর আস্তরণ ফেলা বা আদর করে তাকের মধ্যে রেখে ভুলে না গিয়ে, সে এমনভাবে এটি তিলাওয়াত করবে যাতে এটি হক্ব পথে তাকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি প্রদান করে। আল্লাহ্ যাতে আমাদেরকে হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। হে ভাইয়েরা! কুর'আন পড়ুন। এর তিলাওয়াতের জন্য ত্বরিত গতিতে এগিয়ে যান এবং এটি এমনভাবে পাঠ করুন যেভাবে তা পাঠ করা উচিত। এর প্রতিফলন এমনভাবে ঘটান যেভাবে প্রতিফলন ঘটানো উচিত। এবং একে বাস্তবায়ন করুন এবং গ্রহণ করুন ঠিক যেইভাবে এর বাস্তবায়ন এবং গ্রহণ করা উচিত, যাতে আপনি একটি মিষ্টি স্বাদ এবং উত্তম সুগন্ধে পরিণত হতে পারেন। তাহলে আপনি এ পৃথিবীর সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী দাওয়াহ্ বহনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। একইভাবে আপনি জান্নাতে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হবেন, যখন আহ্বান করা হবে: তিলাওয়াত কর এবং উন্নীত হও। আর আপনি যদি তা করতে পারেন তাহলে আপনি মহান বিজয় ও সাফল্যের দাবীদার হতে পারবেন এবং সুমহান সত্ত্বার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবেন:

"মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।" [সূরা আস-সাফ':১৩]

৩. আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা

আল-আযহারী বলেন, "একজন বান্দার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা বলতে তাঁদের প্রতি আনুগত্য এবং তাঁদের আদেশ মেনে চলাকে বুঝায়।" আল-বায়দা'ওয়ী বলেন, "ভালবাসা হচ্ছে আনুগত্যের অদম্য ইচ্ছা।" ইবনে 'আরাফাহ্ বলেন, "আরবদের ভাষায় ভালবাসা হচ্ছে কোন কিছুকে ন্যায়নিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার সংকল্প।" আজ-জাজ্জাজ বলেন, "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি মানুষের ভালবাসা হল তাদের মান্য করা এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূল (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা।"

বান্দার জন্য আল্লাহ্'র ভালবাসা হল তাঁর মাগফেরাত, সন্তুষ্টি ও পুরষ্কার। আল-বায়দা'ওয়ী বলেন, "তিনি (আল্লাহ্) আপনাকে ভালবাসেন ও ক্ষমা করে দিবেন অর্থ হল তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।" আল-আজহারী বলেন, "বান্দার জন্য আল্লাহর ভালবাসার অর্থ হল মাগফেরাতসহ তার (বান্দার) প্রতি স্রষ্টার রহমত বর্ষিত হওয়া।" তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন :

"আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।" [সূরা আলি-ইমরান ঃ ৩২]; অর্থাৎ তিনি তাদের ক্ষমা করবেন না। সুফিয়ান বিন 'উনাইনাহ্ বলেন, "তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ভালবাসেন অর্থ হল তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আপনার খুব নিকটে আছেন, ভালবাসা মানে হল নৈকট্য। আল্লাহ্ কাফেরদের ভালবাসেন না অর্থ হল তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরকে নিকটে আনবেন না।" আল-বাগাবী বলেন, "বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্'র ভালবাসা বলতে তাঁর প্রশংসা, পুরষ্কার ও ক্ষমাকে বুঝায়।" আজ-জাজ্জাজ বলেন, "সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্'র ভালবাসা বলতে তাদের প্রতি তাঁর ক্ষমা-রহমত-করুণা এবং সমর্থনকে বুঝায়।"

তবে এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বান্দার ভালবাসা। উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে এ ভালবাসা বাধ্যতামূলক। ভালবাসা হল এমন এক ধরনের প্রবণতা (inclination) যা মানুষের আচরণের প্রকৃতি বা নাফসিয়্যাহ্কে তৈরি করে। এ ভালবাসা হতে পারে চিন্তাহীন প্রবৃত্তিগত (instinctive) প্রবণতা, যেমন- মানুষের মালিকানার প্রবণতা, বেঁচে থাকা, ন্যায়বিচার, পরিবার এবং সন্তানের প্রতি ভালবাসা, ইত্যাদি। এমন প্রবণতাও (inclination) রয়েছে যা চিন্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত যা মানুষের প্রবণতার ধরণকে নির্ধারণ করে। যেমন- আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা ইউরোপ থেকে আসা অভিবাসীদের মেনে নিতে পারেনি, কিন্তু আনসারগণ মুজাহিরদের ভালবেসেছিলেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শারী'আহ্'র সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন এবং একে ফরয করেছেন। এ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহ্'র কিতাব থেকে ঃ

-তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"এবং মানবমন্ডলীর মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে আল্লাহ্'র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তারা আল্লাহ্'কে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবেসে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্'র প্রতি বিশ্বাসীদের ভালবাসা পৃথিবীর যেকোন কিছুর তুলনায় বহুগুণে বেশী। [সূরা বাক্বারা:১৬৫]

এর অর্থ হল আল্লাহ্'র প্রতি মুমিনদের ভালবাসা আল্লাহ্'র প্রতি কাফেরদের বিদ্রোহের চেয়ে বেশী।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"বল, যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, পরিজন, অর্জিত সম্পদ, আর ঐ ব্যবসা যার মন্দার আশংকা কর, আর ঐ গৃহসমূহ যাকে তোমরা পছন্দ কর, (এসব কিছু যদি) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাঁর (শাস্তির) নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। এবং আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত প্রদান করেন না।" [সূরা তাওবাহ্ ঃ ২৪]

আর এ বিষয়ে সুন্নাহ্ হতে প্রাপ্ত দলিলসমূহ নিম্নরূপ :

- আনাস (রা.) বর্ণনা করেন:

"একজন ব্যক্তি কিয়ামত দিবস সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল। ঐ ব্যক্তি বলল: কিয়ামত কখন আসবে? তিনি (সাঃ) বললেন: তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল: কিছুই না, কিন্তু আমি আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-কে ভালবাসি। তিনি (সাঃ)

বললেনঃ তুমি যাকে ভালবাস তুমি তার সাথেই থাকবে। আনাস (রা.) বলেনঃ আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) যখন বললেন তোমরা তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস, তখন একথা শুনে আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। আনাস (রা.) বলেনঃ আমি রাসূল (সাঃ), আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.)-কে ভালবাসি এবং এ ভালবাসার জন্য আমি তাঁদের সাথেই থাকব বলে আশা করি, যদিও আমার আমলের পরিমাণ তাঁদের মত নয়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

"যে ব্যক্তি তিনটি বিষয় অর্জন করতে পারবে সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে- আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে যেকোন কিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসা, আল্লাহ্'র জন্য কাউকে ভালবাসা এবং পূণরায় কাফের হওয়ার চিন্তাকে সেভাবেই অপছন্দ করা যেভাবে সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দনীয় মনে করে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

"তোমাদের কেউ ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পরিবার, তার সম্পদ এবং সব মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

সাহাবীগণ (রা.) তাদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল যাদেরকে ভালবাসেন তাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন এই সম্মান প্রাপ্তির আশায় সাহাবীগণ (রা.) পরস্পর প্রতিযোগীতা করতেন। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

ওহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম নবী করিম (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবু তালহা (রা.) ঢাল হাতে নিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আবু তালহা (রা.) সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তার হাতে ঐদিন দু' বা তিনটি ধনুক ভেঁঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি শরাধার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেত নবী করিম (সাঃ) তাকেই বলতেন, "তোমরা তীরগুলি আবু তালহার জন্য রেখে দাও"। এক সময় নবী করীম (সাঃ) মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা অবলোকন করতে চাইলে আবু তালহা (রা.) বললেন, "হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি মাথা উচু করবেন না। হয়ত শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার গর্দান এবং বক্ষ আপনাকে রক্ষা করার জন্য ঢাল স্বরূপ।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- বর্ণিত আছে যে কায়েস বলেছেনঃ

"আমি দেখেছি আবু তালহার সে হাতটি সেদিন বোধশক্তিহীন (paralysed) হয়ে গিয়েছিল যে হাতটি দিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একটি তীরের আঘাত হতে রক্ষা করেছিলেন"। [আল বুখারী]

যে তিনজন ব্যক্তি তাবুক অভিযানে অংশ নেয়নি তাদের সম্পর্কিত কা'ব বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে কা'ব বলেন,

"যখন বয়কটের প্রলম্বিত হচ্ছিল তখন আমি ততক্ষণ পর্যন্ত হাটলাম যতক্ষণ না আবু কাতাদা'র বাগানের দেয়ালের উপর পর্যন্ত আরোহণ করি। সে ছিল আমার চাচাতো ভাই এবং লোকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি সালামের কোনরূপ উত্তর দিলেন না। সে কারণে আমি বললাম, 'ও আবু কাতাদাহ, আমি আল্লাহ্'র ওয়াস্তে তোমার কাছে আরজ করছি, তুমি কি জান যে, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে (সাঃ) ভালবাসি?' আবু কাতাদাহ্ চুপ থাকলেন। আমি আল্লাহ্'র ওয়াস্তে দ্বিতীয়বার তার কাছে একইভাবে আরজ করলাম। তখনও সে নিশ্চুপ থাকল। যখন আমি তৃতীয়বার আরজ করলাম তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।' তখন কষ্টে আমার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল। আমি ফিরলাম এবং দেয়াল টপকে চলে আসলাম।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- সাহল বিন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খায়বারের যুদ্ধের দিন বলেনঃ

  "কুতাইবা বিন সাঈদ আমাদেরকে বর্ণনা করেন যে, আবি হাজিম হতে ইয়াকুব বিন আবদুর রহমান আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন সাহলু বিন সা'দ (রা.) আমাকে বলল, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খায়বারের দিন বলেনঃ আমি এমন একজনকে আজ ব্যানার প্রদান করব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাঁরাও (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল) তাকে

ভালবাসেন।" এই সম্মান প্রাপ্তির আশায় সব মুসলিম পরদিন সকালে ব্যানার গ্রহণের জন্য উপস্থিত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আলী ইবনে আবি তালিবকে ডেকে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জানানো হল তার চোখে ব্যাথা। তিনি (সাঃ) বললেন, তাকে ডেকে পাঠাও। তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আনা হল এবং তিনি আলী (রা.)-এর চোখে থুতু লাগিয়ে তার জন্য দো'আ' করলেন। আলী (রা.)-এর চোখ এমনভাবে ভাল হয়ে গেল যেন আগে কখনওই ব্যাথা ছিল না। অতঃপর তিনি (সাঃ) আলীর (রা.) হাতে ব্যানার তুলে দিলেন। 'আলী (রা.) তার পক্ষ থেকে শপথ নিলেন যে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, "সব কিছু সহজভাবে গ্রহণ কর এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্'র প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে জানাবে। আমি আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছি, যদি তোমার হাতে একজন লোক হিদায়াত পায়, তাহলে তা আমাদের সেরা উটসমূহের চেয়েও ওজনে বেশী হবে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেন যে,

"... যখন উরওয়া কুরাইশদের কাছে ফেরত গেলেন, তিনি বললেন, আমি বিভিন্ন রাজ দরবার গিয়েছি এবং সিজার, খসরু এবং নাজ্জাশীদের জাঁকজমক অবলোকন করেছি। কিন্তু কখনওই আমি মুহাম্মদের মত এমন একজন রাজা দেখিনি যার সাথীরা তাকে এত ভক্তি করে। আল্লাহ্'র কসম সে যদি থুতুও ফেলে তবে তাঁর সাথীরা তা মাটিয়ে পড়তে দেয় না বরং হাতে নিয়ে মুখে ও চামড়ায় মাখে। যখন তিনি (সাঃ) কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন তখন তারা সেটি সম্পাদন করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে এবং যখন তিনি (সাঃ) অযু করেন তখন তারা তাঁর (সাঃ) ব্যবহৃত পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। যখন তিনি (সাঃ) কথা বলেন, তখন তারা তাদের কণ্ঠস্বর নীচু রাখে এবং তারা কখনওই ভক্তির কারণে তার দিকে সরাসরি তাকায় না...।"

- মুহম্মদ বিন শিরিন বলেন:

"ওমর (রা.)-এর শাসনামলে লোকেরা এই বলে স্মৃতিচারণ করছিল যে তারা কি আবু বকরের চেয়ে ওমরকে বেশী ভালবাসে কীনা? ওমর বিন আল-খাত্তাব (রা.)-এর কাছে যখন এ খবর পৌঁছাল তখন তিনি (রা.) বললেন: আল্লাহ্'র কসম, আবু বকরের সংস্পর্শে থেকে একটি রাত্রি যাপন উমরের পরিবার অপেক্ষায় উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবু বকরের সাথে সাওর পর্বত গুহা অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং আবু বকর কখনও রাসূলুল্লাহ্'র (সাঃ) সামনে, কখনওবা পেছনের দিকে ছুটছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার উৎকণ্ঠা দেখলেন। তিনি (সাঃ) আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে আবু বকর! কী ব্যাপার? তুমি একবার আমার পশ্চাদে আরেকবার আমার সম্মুখে ছুটছো কেন?" প্রত্যুত্তরে আবু বকর বললেন: "হে আল্লাহ্'র রাসূল! যখন আমার এই চিন্তা হয় যে শত্রুরা আপনাকে পেছন থেকে অনুসরণ করছে তখন আপনার পেছনে যাই এবং আবার যখন এই চিন্তা হয় যে সামনে হয়ত কেউ উঁৎ পেতে আছে তখন আবার সামনে চলে যাই।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: "হে আবু বকর! আমার বদলে তুমি যাতে আক্রান্ত হও, এটাই কি তোমার চাওয়া?" তিনি (আবু বকর) বললেন, "হ্যাঁ অবশ্যই, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! আপনাকে কোন দূর্ভোগ স্পর্শ করার আগে তা যেন আমার উপর পতিত হয় এটাই আমার আকাংখা।" এটিও বর্ণিত আছে যে, যখন তারা সাওর পর্বত গুহায় পৌঁছালেন আবু বকর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন যতক্ষণ না তিনি গুহাটিকে পরীক্ষা ও পরিষ্কার করে নেন। তিনি অতঃপর গুহাতে প্রবেশ করলেন এবং সেটি পরীক্ষা ও পরিষ্কার করলেন। অতঃপর তার হঠাৎ স্মরণ হলো যে তিনি একটি গর্তকে সঠিকভাবে পরীক্ষা করেননি। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আবারও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন যাতে তিনি তা পরীক্ষা করে নিতে পারেন। অতঃপর তিনি যখন পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলেন যে জায়গাটি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং কোন ক্ষতিকারক পোকা বা সরীসৃপ নেই তখন তিনি বললেন: "হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) প্রবেশ করুন।" ওমর বললেন: "যেই সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! সে রাতটি ছিল উমরের পরিবারের অপেক্ষায়ও উত্তম ছিল।" (আল হাকিম তার আল-মুসতাদরাক-এ এটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দুই শায়খ-আল বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে এর ইসনাদ সহীহ্। যা গ্রহণযোগ্য মুরসাল-এর প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

- আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত:

"ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন শত্রুরা মুসলিমদের উপর আধিপত্য বিস্তার করল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে আনসারদের মধ্য থেকে মাত্র সাতজন ও কুরাইশদের মধ্য থেকে দুইজন অবশিষ্ট ছিল। যখন শত্রুরা তাঁর দিকে অগ্রসর হল এবং ঘিরে ফেলল, তিনি (সাঃ) বললেন: যে আজ তাদেরকে আমাদের কাছ থেকে পিছু হটাবে সে জান্নাত অর্জন করবে অথবা সে জান্নাতে আমার সাথী হবে? আনসারদের একজন অগ্রগামী হয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করল যতক্ষণ না সে শহীদ হয়ে গেল। সাতজন আনসারের সকলেই একের পর এক শহীদ হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর বাকী দুইজন সাহাবীকে বললেন: 'আমরা আমাদের সাথীদের প্রতি ন্যায়বিচার করিনি'।" [মুসলিম]

- ‘আব্দুল্লাহ্ বিন হিশাম বলেন:

“আমরা একদিন নবী (সাঃ) এর সাথে ছিলাম যখন তিনি ‘উমরের হাত ধরলেন। উমর বললেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ্! শুধুমাত্র আমার দুই বক্ষপার্শ্বের মধ্যবর্তী আত্মা ছাড়া, আমি আপনাকে পৃথিবীর যেকোন কিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসি”। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: “তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার নিজ জীবনের চেয়ে প্রিয় হই।” ‘উমর বললেন, “সেই সত্তার কসম যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, এখন আমি আপনাকে আমার দুই বক্ষপার্শ্বের মধ্যবর্তী আত্মার চেয়েও বেশী ভালবাসি।” নবী (সাঃ) বললেন, “এখন তুমি তার (ঈমান) অধিকারী!।” [আল-বুখারী]

- আন-নববী তার সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যায় (শরহে) সুলাইমান আল-খাত্তাবীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ভালবাসার অর্থ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে:

“আমার প্রতি ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা সত্যিকারের ভালবাসা অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না আমার আনুগত্যে তোমরা সকল প্রচেষ্টা ব্যয় কর, যতক্ষন না আমার ইচ্ছাকে তোমরা তোমাদের খেয়াল-খুশির চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিবে যদিও এতে তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হও।”

- ইবনে শিরিন বলেন, আমি ওবায়দাহ্’কে বললাম:

“আমাদের কাছে নবী (সাঃ)-এর কিছু চুল রয়েছে যা আনাস (রা.) অথবা তার পরিবারের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছিলাম। তিনি বললেন: পুরো পৃথিবী ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে আল্লাহ্’র রাসূল (সাঃ)-এর একটি চুল আমার কাছে বেশী প্রিয় হওয়া উচিত।” [আল বুখারী]

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আবু বকর (রা.) বলেন:

“যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আত্নীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা আমার নিজের আত্নীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার চেয়ে আমার কাছে অধিকতর প্রিয়।” [আল বুখারী]

- আয়েশা (রা.) বলেন, হিন্দ বিনতে ‘উত্বা আসলেন এবং বললেন:

“হে আল্লাহ্’র রাসূল (সাঃ), দুনিয়ার বুকে এমন কোন পরিবার ছিল না যা আমার কাছে আপনার পরিবারের চেয়ে অধিক ঘৃণিত ছিল। কিন্তু আজকের আমার কাছে আপনার পরিবারের চেয়ে সম্মানিত আর কোন পরিবার নাই।” [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- তারিক বিন শিহাব বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনে মাস’উদকে বলতে শুনেছেন:

“আল-মিকদাদ বিন আল-আসওয়াদের এমন একটি বিষয় আমি দেখতে পেয়েছি যা আমার কাছে থাকলে সেটিকে আমি যেকোন সমপর্যায়ের জিনিস থেকে অধিকতর প্রিয় মনে করতাম। তা হল- বদর যুদ্ধে এক সময় তিনি (আল-মিকদাদ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনি (সাঃ) মুশরিকদের জন্য বদ্দু’আ করছেন। তখন আল-মিকদাদ বিন আল-আসওয়াদ বললেন: মূসা (আঃ)-এর কওম যেমনটি বলেছিল- “তুমি এবং তোমার পালনকর্তা গিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর (আমরা এখানে বসে রইলাম)।” আমরা আপনাকে সেরূপ কিছু বলব না; বরং আমরা আপনার ডান দিকে-বাম দিকে এবং সম্মুখে-পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করব। ইবনে মাস’উদ বলেন: আমি দেখলাম, একথা শুনে রাসূল (সাঃ)-এর মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।” [আল বুখারী]

- আয়ে’শা (রা.) হতে বর্ণিত, সা’দ (রা.) বলেন:

“হে আল্লাহ্! আপনি জানেন, যারা আপনার রাসূলকে অবিশ্বাস করেছে এবং মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্’র রাস্তায় যুদ্ধ করার চেয়ে প্রিয় কিছু আমার কাছে নেই।” [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, সুমামা বিন উতাল বলেন যে:

“হে মুহম্মদ! আল্লাহ্’র কসম, আপনার চেহারার চেয়ে ঘৃণিত কোন মুখ আমার কাছে ছিল না, কিন্তু এখন এটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আল্লাহ্’র কসম, আপনার দ্বীনের চেয়ে ঘৃণিত কোন দ্বীন আমার কাছে ছিল না, কিন্তু এখন এটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আল্লাহ্’র কসম, আপনার দেশের চেয়ে ঘৃণিত কোন দেশ আমার কাছে ছিল না, কিন্তু এখন এটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়...।” [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

৪. আল্লাহ্'র জন্য কাউকে ভালবাসা এবং ঘৃণা করা

আল্লাহ্'র জন্য কাউকে ভালবাসার অর্থ হল একজন ব্যক্তি আল্লাহ্'র কোন বান্দাকে আল্লাহ্'র জন্য ভালবাসবে অর্থাৎ তার ঈমান এবং আল্লাহ্'র প্রতি আনুগত্য থেকে সে এ কাজটি করবে। ঘৃণা অর্থ হল আল্লাহ্'র বান্দাকে তার কুফর বা আল্লাহ্'র প্রতি অবাধ্যতার জন্য ঘৃণা করা। এখানে (ফী') অব্যয়টি [হুব্ ফিল্লাহ্] কারণকে (reason) নির্দেশ করে। এটি এ রকম যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"মহিলা বলল: এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করেছিলে।" [সূরা ইউসুফ:৩২]; অর্থাৎ তার কারণে।

একইভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

"তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তার জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত।" [সূরা নূর:১৪]; এছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস অনুসারে:

'একজন নারী একটি বিড়ালের সাথে খারাপ আচরণের কারণে দোযখে প্রবেশ করেছিল।' অর্থাৎ ঐ কারণে।

আনুগত্যশীল বিশ্বাসী বান্দাদের ভালবাসা তাদের জন্য বড় পুরষ্কার নিয়ে আসে, এবং এ ব্যাপারে দলিল নীচের হাদীসগুলো থেকে পাওয়া যায়:

- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন:

"শেষ বিচারের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্'র আরশের নীচে ছায়া পাবে যেদিন তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাঁরা হলেন: একজন ন্যায়বিচারক শাসক, একজন যুবক যে আল্লাহ্'র ইবাদতের মধ্যে বেড়ে উঠেছে, একজন ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে সংযুক্ত, দুইজন ব্যক্তি যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্'র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে-যারা একত্রিত হয় একমাত্র আল্লাহ্'র কারণে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্নও হয় একমাত্র আল্লাহ্'র কারণে, যাকে কোন অভিজাত পরিবারের সুন্দরী রমণী অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য আহ্বান জানায় এবং তখন সে বলে, 'আমি আল্লাহ্'কে ভয় পাই', একজন লোক যে গোপনে এমনভাবে দান করে যে তার ডানহাত দান করলে তার বাম হাত তা জানতে পারে না এবং সে ব্যক্তি যিনি একাকী গোপনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠে।"

- মুসলিম উল্লেখিত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলবেন: কোথায় তারা যারা আমার মর্যাদার জন্য একে অপরকে ভালবেসেছিল? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দিব, আজ আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নাই।"

- মুসলিম উল্লেখিত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তোমাদের কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমানদার হবে এবং ততক্ষন তোমরা ঈমানদার হবে না যতক্ষন না তোমরা একে অপরকে আল্লাহ্'র জন্য ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন কোনকিছুর দিকে নির্দেশ দিব না যা তোমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করবে? আর সেটি হল তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচলন কর।" রাসূল (সাঃ)-এর কথা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়:

"ততক্ষন তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন না তোমরা একে অপরকে আল্লাহ্'র জন্য ভালবাসবে।" অর্থাৎ আল্লাহ্'র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসার কারণে বিরাট পুরষ্কার রয়েছে।

- বুখারী উল্লেখিত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"তোমাদের কেউই ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করতে পারবে না যতক্ষণ না একজন ব্যক্তি অন্য কিছু নয় কেবলমাত্র আল্লাহ্'র ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসবে।"

- মু'য়ায (রা.)-এর বরাত দিয়ে আত্-তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান সহীহ্ হিসেবে উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন। মু'য়ায বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি:

"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: যারা আমার মর্যাদার জন্য একে অপরকে ভালবাসবে তারা এমন একটি আলোর মিম্বারের অধিকারী হবে যা দেখে নবী এবং শহীদগণ ঐ সকল ব্যক্তিদের উচ্চ মর্যাদা সনাক্ত করতে পারবেন।" এখানে নবী ও শহীদদের আকাঙ্খা [ghibtah (wish)] বলতে ঐ ব্যক্তিগণের সম্মানিত অবস্থানকে নির্দেশ করছে অর্থাৎ তাঁরা ঐ ব্যক্তিদের এই উচ্চ অবস্থান দেখে খুশি হবেন, এবং এর অর্থ এই নয় যে নবী এবং শহীদগণ এই অবস্থানের আকাঙ্খা করবেন, কারণ তাঁরা ইতিমধ্যে তাঁদের সম্মান এবং অবস্থানে সন্তুষ্ট।

- আহ্মেদ উল্লেখিত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি সহীহ্ ইসনাদের হাদীসে রয়েছে:

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ); একজন ব্যক্তি আল্লাহ্'র ওয়াস্তে অপর ব্যক্তিকে ভালবাসে, কিন্তু সে তার সৎকাজে ঐ অপর ব্যক্তির সমকক্ষ নয়।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: "একজন ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালবাসে।" আনাস (রা.) বলেন: "আল্লাহ্'র রাসূলের (সাঃ) এর মুখে একথা শুনে সাহাবীদের মধ্যে এমন আনন্দ আমি দেখেছি যা আমি আর কখনও দেখেনি।" আনাস বলেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ভালবাসি কিন্তু আমাদের সৎকর্ম তাঁর সমকক্ষ না। এবং যদি আমরা তাঁর সাথে থাকতে পারি তবে সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট"।"

- আহ্মেদ, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান উল্লেখিত আবু যা'র (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে মুয়ায (রা.) বর্ণনা করেন যে:

"আমি বললাম: "হে আল্লাহ্'র রাসুল (সাঃ), একজন ব্যক্তি লোকদেরকে আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভালবাসে, কিন্তু সে তাদের ভাল কাজসমূহের ক্ষেত্রে সমকক্ষ নয়।" তিনি (সাঃ) বললেন: "হে আবু যা'র, তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস।" তিনি (রা.) বললেন: "আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে ভালবাসি" এবং এ কথাটি তিনি আরও এক বা দু'বার বললেন।"

- আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে:

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)! আপনি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কী বলবেন যে কাউকে ভালবাসে কিন্তু আমলের দিক দিয়ে তার সমপর্যায়ের সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি?" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যুত্তরে বললেন: "একজন ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালবাসে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আল বুখারী ও মুসলিম উল্লেখ না করলেও আল-হাকিম তার আল-মুসতাদরাকে উল্লেখিত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসকে সহীহ্ ইসনাদের বলে আখ্যায়িত করেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা.) বলেন:

"রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ! আমি তিনবার বললাম: "আমি উপস্থিত হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)।" তিনি বললেন: **"তুমি কী জানো ঈমানের কোন বন্ধনটি সবচেয়ে শক্তিশালী?"** আমি বললাম: "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।" তিনি (সাঃ) বললেন: **"শক্তিশালী ঈমান হল আল্লাহ্'র ওয়াস্তে আনুগত্য করা, আল্লাহ্'র ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসা বা ঘৃণা করা..."**।

- ইবনে 'আবদ্ আল-বার' তার আত্-তাহ্মীদ-এ উল্লেখিত উমর বিন আল-খাত্তাব বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"আল্লাহ্'র এমন কিছু বান্দা রয়েছে যারা নবী নন শহীদও নন, অথচ নবী এবং শহীদগণ তাদের অর্জন দেখে খুশি হবেন কারণ তাদের অবস্থান হবে আল্লাহ্'র নৈকট্যে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: "হে আল্লাহ্'র রাসূল! তারা কারা? তাদের এমন কি কাজ রয়েছে যে কারণে তাদের আমরা ভালবাসতে পারি।" তিনি (সাঃ) বললেন: "তারা হচ্ছে সেই সমস্ত লোক যারা আল্লাহ্'র ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে, যদিও তাদের মধ্যে কোন পারিবারিক বা অর্থনৈতিক কোন বন্ধন নেই। আল্লাহ্'র কসম, তাদের চেহারা হবে আলোকিত এবং তারা আলোর মিম্বারে বসে থাকবে। লোকজন সেদিন ভীত-বিহ্বল থাকলেও তাদের কোন ভয় থাকবে না। এবং লোকজনের মধ্যে অনুশোচনা থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে কোন অনুশোচনা থাকবে না।" অতঃপর তিনি (সাঃ) আয়াতটি পড়লেন:

"মনে রেখো যারা আল্লাহ্'র বন্ধু (অর্থাৎ যারা আল্লাহ্'র একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং তাঁর ভয়ে ভীত, এবং তাঁর কর্তৃক নিষিদ্ধ সকল প্রকার গুনাহ্ এবং অসৎকর্ম হতে বিরত থাকে, এবং তাঁকে ভালবাসে এবং তাঁর কর্তৃক আদেশকৃত সকল প্রকার সৎকর্ম সম্পাদন করে), তাদের না কোন ভয়-ভীতি থাকবে, না তারা চিন্তান্বিত হবে।" [সূরা ইউনুস:৬২]

- মু'য়ায বিন আনাস আল-জুহানী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে কেউ আল্লাহ্'র ওয়াস্তে উপহার দিল, আল্লাহ্'র ওয়াস্তে কোন কিছুকে নিষিদ্ধ করল, আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভালবাসলো, আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ঘৃণা করল, আল্লাহ্'র ওয়াস্তে বিয়ে দিল, সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।" আবু 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আল হাকীম তার আল-মুসতাদরাকে উল্লেখ করেন যে, 'আল বুখারী ও মুসলিম এটিকে বর্ণনা না করলেও এর ইসনাদ সহীহ।' এটি আবু ওমামার হাদীস থেকে আবু দাউদ উল্লেখ করেন কিন্তু তিনি 'আল্লাহ্'র ওয়াস্তে বিয়ে...' এ অংশটি উল্লেখ করেননি।

কেউ যদি আল্লাহ্'র ওয়াস্তে অন্য কাউকে ভালবাসে তাহলে সুন্নাহ্ হচ্ছে তাকে বিষয়টি জানানো কারণ আবু দাউদ ও আত্-তিরমিযী বর্ণিত হাদীসে বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। আল মিকদাদ বিন মা'দি কারিব বর্ণিত হাদীসটিকে আত্-তিরমিযী হাসান বলে আখ্যায়িত করেন যেখানে নবী (সাঃ) বলেন:

"যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইকে ভালবাসে, তাহলে তাকে বলতে দাও যে, সে তাকে ভালবাসে।" আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে সহীহ্ ইসনাদের মাধ্যমে আবু দাউদ আরেকটি বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে:

"একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন, তখন অপর একজন ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যায়। তখন অতিক্রম করা ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে ঐ ব্যক্তি বলেন, "হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ), আমি এ লোকটিকে সত্যিই ভালবাসি।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী তাকে তা জানিয়েছ?" লোকটি বলল, "না।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "তাকে তা জানিয়ে দাও।" অতঃপর সে ব্যক্তি চলে যাওয়া ব্যক্তিকে ডাকল এবং বলল, "সত্যিই আমি তোমাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ওয়াস্তে ভালবাসি।" প্রত্যুত্তরে লোকটি বলল, "যার ওয়াস্তে তুমি আমাকে ভালবাস, সেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাতে তোমাকে ভালবাসেন।"

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে হাসান ইসনাদের মাধ্যমে আল বাজ্জার বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যেকেউ যখন আল্লাহ্'র ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে এবং বলে: আমি তোমাকে আল্লাহ্'র কারণে ভালবাসি, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, এবং যার ভালোবাসা উঁচু স্তরের তার সাথে অন্যজন জান্নাতে সহ অবস্থান করে।"

দুই সাথীর মধ্যে যে আল্লাহ্'র ওয়াস্তে তার ভাইকে বেশী ভালবাসে সে উত্তম। কারণ এ বিষয়ে ইবনে আবদ আল-বার' তার আত্-তাহমীদ, আল হাকিম তার আল- মুসতাদরাক এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহ্তে আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"এমন দুই জন ব্যক্তি নেই যারা একে অপরকে ভালবাসে এবং তাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের জন্য বেশী ভালবাসা পোষণ করে সেই উত্তম।"
তাছাড়া একজন মুসলিমের জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে সে তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করবে। কেননা এ বিষয়ে মুসলিম উম্মে দারদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার অভিভাবক (অর্থাৎ আবু দারদা; উম্মে দারদা কর্তৃক স্বামীকে সম্মানের নিদর্শন) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন:

"কোন ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে তখন নিযুক্ত (আল্লাহ্'র কাছে দু'আ বহনকারী) ফেরেশতা বলে, আমীন এবং তোমার জন্যেও অনুরূপ।' উম্মে দারদার বরাত দিয়ে সহীহ্ ইসনাদে এটি আহমেদ ও মুসলিমও বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনা নিম্নরূপ:

সাফওয়ান (তিনি ছিলেন ইবনে আব্দুল্লাহ্ বিন সাফওয়ান, যিনি উম্মে দারদার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন) বর্ণনা করেন যে, "আমি সিরিয়াতে আবু দারদা'র বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি তাকে সেখানে পাইনি, কিন্তু উম্মে দারদাকে পেয়েছিলাম।" তিনি (উম্মে দারদা) বললেন: "এ বছর কি হজ্জ করার ব্যাপারে আপনি মনস্থির করেছেন?" আমি বললাম:

"হ্যাঁ"। তিনি (উম্মে দারদা) বললেন: "তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্'র রহমতের জন্য আমাদেরকে নিয়ে দু'আ করবেন, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলতেন:

"কোন ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে দু'আ করে তখন নিযুক্ত (আল্লাহ্'র কাছে দু'আ বহনকারী) ফেরেশতা বলে, আমীন এবং তোমার জন্যেও অনুরূপ।" সাফওয়ান বলেন, আমি বাজারে গেলাম ও আবু দারদার সাথে মিলিত হলাম এবং সেও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে একইরূপ বর্ণনা করলো।

একজন মুসলিমকে দু'আ করার জন্য অনুরোধ করাও সুন্নাহ্ যা উমর বিন আল খাত্তাব এর বরাত দিয়ে আবু দাউদ ও তিরমিযী সহীহ ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে উমরাহ্'তে যাওয়ার জন্য বিদায় চাইলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন এবং আমাকে বললেন: **"হে আমার ভাই, তোমার দু'আতে আমাদের ভুলে যেও না।"** সুতরাং তিনি (সাঃ) এমন একটি কথা বললেন যা আমার কাছে পুরো দুনিয়ার চেয়েও বেশী মূল্যবান। এবং অপর একটি বর্ণনায় তিনি (সাঃ) বলেন:

"হে আমার ভাই, তোমাদের দু'আ-তে আমাদেরও অন্তর্ভুক্ত কর।"

এটিও সুন্নাহ্ যে, সে তার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাবে, তার সাথে বসবে, সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভালবাসার পর আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের জন্য খরচ করবে। আবু হুরাইরার বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"একজন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে অন্য একটি গ্রামে গেল। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠালেন যিনি সে ব্যক্তির জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। যখন লোকটি সেখানে পৌঁছালো তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস তাকে করলেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' লোকটি বলল, 'এ গ্রামে আমার যে ভাই থাকে তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।' ফেরেশতা আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তার এমন কোন উপকার করেছ, যার প্রতিদান নেয়ার জন্য যাচ্ছ?' লোকটি প্রত্যুত্তরে বলল, 'না, কেবলমাত্র আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভালবাসার কারণেই আমি সেখানে যাচ্ছি।' ফেরেশতা তখন তাকে বললেন, 'আমি আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন বার্তাবাহক হিসেবে বলতে এসেছি, তিনিও (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তোমাকে সেভাবে ভালবাসেন যেভাবে তুমি তোমার ভাইকে আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভালবাস।" উবাদা বিন সামিতের বরাত দিয়ে একটি হাসান ইসনাদের মাধ্যমে ইমাম আহ্মদ ও আল-হাকিম সহীহ্ হিসেবে একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: আমার প্রভূ বলেন:

"আমার ভালবাসা তাদের জন্য যারা আমার ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে, যারা একে অপরকে আল্লাহ্'র ওয়াস্তে দেখতে যায়, যারা একে অপরের জন্য আল্লাহ্'র ওয়াস্তে খরচ করে এবং যারা একে অপরের সাথে আল্লাহ্'র ওয়াস্তে যোগাযোগ রক্ষা করে।" মু'য়ায (রা.)-এর বরাত দিয়ে মালিক তার আল-মুয়াত্তা'তে সহীহ্ ইসনাদে উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আমার ভালবাসা তাদের জন্য যারা আমার ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে, যারা একে অপরকে আল্লাহ্'র ওয়াস্তে দেখতে যায়, যারা একে অপরের জন্য আল্লাহ্'র ওয়াস্তে খরচ করে।"
আল বুখারী আয়েশা (রা.) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, "আমি মনে রাখতে পারি এমন একটি বয়সে পৌঁছার পর থেকে আমার পিতামাতাকে ইসলামের সঠিক বিশ্বাস অনুসারে ইবাদত বন্দেগী করতে দেখেছি এবং এমন একটি দিনও যায়নি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকাল ও বিকালে উভয় বেলাতেই আমাদের সাথে দেখা করতে আসেননি...।"

রাসূল (সাঃ) মু'মিনদের জন্য বিরাট পুরষ্কারের বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন যখন একজন মু'মিন নিজের জন্য যা পছন্দ করে সেটি তার ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে। সে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য যতটা সম্ভব এ দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল কামনা করে। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা আনাস (রা.)-এর হাদীস থেকে জানতে পারি যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য করে।" এছাড়াও এ বিষয়ে ইবনে খুজায়মা তার সহীহ্'তে, ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে, আল-হাকিম তার আল-মুসতাদরাক-এ আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন। আল-হাকিম বলেন দুই শায়খের (বুখারী ও মুসলিম) শর্ত অনুসারে এ হাদীসটি সহীহ্। এ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্'র নিকট সেই শ্রেষ্ঠ যে তার সঙ্গীদের নিকট শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্'র নিকট সেই শ্রেষ্ঠ যে তার প্রতিবেশীদের নিকট শ্রেষ্ঠ।" উমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার অপর ভাইয়ের প্রতি জুলুম করতে পারেনা কিংবা তাকে পরিত্যাগও করতে পারেনা। যে তার ভাইয়ের দূর্ভোগ লাঘব করার জন্য সাহায্য করবে, আল্লাহ্ তার দুনিয়া ও আখেরাতের দূর্ভোগ লাঘব করে দিবেন। যে কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটিসমূহকে (shortcomings) গোপন করবে, আল্লাহ্ তার দুনিয়া ও আখেরাতের দোষ-ত্রুটিসমূহকে গোপন করবেন।"

যায়িদ বিন সাবিতের বরাত দিয়ে আত্-তাবারানী একটি বিশ্বাসযোগ্য ইসনাদ দ্বারা যাকে হাসান হাদীস বলা হয়, তার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।"

একজন মুসলিমের জন্য এটা মান্দুব (recommended) যে সে তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে এমন কিছু নিয়ে দেখা করবে যা তাকে আনন্দিত করবে। এ বিষয়ে আত্-তাবারানী কর্তৃক একটি হাসান হাদিসে বর্ণিত আছে, আনাস বলেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:
"যে তার ভাইয়ের সাথে এমন কিছু নিয়ে দেখা করে যাতে সে আনন্দিত হয় তাহলে আল্লাহ্ 'আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে শেষ বিচারের দিনে খুশি করবেন।"

কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে দেখা করাও মান্দুব (recommended)। কারণ এ বিষয়ে আবু যা'র এর বরাত দিয়ে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"সামান্য দয়া প্রদর্শনকেও তোমরা খাটো করে দেখো না, এমনকি তা হাসি এবং উৎফুল্ল চেহারা নিয়ে তোমার মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা করাই হোক না কেন।" তাছাড়া এ বিষয়ে আহ্মাদ এবং আত্-তিরমিযি একটি হাসান সহীহ্ হাদিসে জাবির বিন 'আব্দুল্লাহ্'র বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"প্রতিটি দয়াশীল কর্মই সাদকা। তোমার মুসলিম ভাইয়ের হাসিমুখও সাদাকা এবং তোমার পানির পাত্র থেকে তোমার ভাইয়ের পানির পাত্রে পানি ঠালাও সাদাকা।" তাছাড়াও এ বিষয়ে আহ্মাদ, আবু দাউদ, আত্-তিরমিযি এবং আন-নাসা'ঈ হাসান রেওয়াতে (chain) বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান তার সহীহ্-তে এই একই হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন:

"কোন সৎকর্মকেই খাটো মনে করো না। তোমার পানির পাত্র থেকে তৃষ্ণার্তর পাত্রে পানি ঠেলে দেয়া, এবং কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলার সময় হাসিমুখে কথা বলা, এবং এগুলো সবই সৎকর্মের অংশ। তোমাদের পরিধেয়কে (*izaar*) মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখো না, এটা অহংকার বশতঃ হয়ে থাকে, এবং আল্লাহ্ অহংকারীকে পছন্দ করেন না। এবং যদি কেউ তোমার মধ্যে কোন দূর্বলতা বা ঘাটতি দেখে তোমাকে অসম্মান করে এবং লজ্জা দেয়, তবে তার প্রতুত্তরে তুমি তার দূর্বলতা দেখে তাকে লজ্জা দিও না; এতে তুমি পুরষ্কারপ্রাপ্ত হবে এবং সে তার খারাপ ফলাফল বহন করবে।"

কোন মুসলিম ভাইকে উপহার প্রদান করা পছন্দনীয় (recommended)। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল-বুখারী তার আল-আদাব আল-মুফরাদ এবং আবু ইয়া'লা তার মুসনাদ-এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আন-নাসা'ঈ তার আল-কুন্না এবং ইবনে 'আবদ্ আল-বার' তার আত্-তামহী'দেও তা বর্ণিত করেছেন। আল-ইরাকী বলেন রেওয়াতটি গ্রহণযোগ্য। ইবনে হাযার তার আত্-তালখি'স আল-হুবাইর-এ হাদিসটির রেওয়াতকে হাসান বলেছেন। আবু হুরায়রা বলেন যে রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন:

"উপহার আদান-প্রদান কর তাহলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বাড়বে।" আয়েশা (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল-বুখারী বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস অনুসারে মুসলিমদের জন্য তার মুসলিম ভাইয়ের পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণ করা এবং বিনিময়ে প্রদান করা পছন্দনীয় (recommended):

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারণত উপহার গ্রহণ করতেন এবং বিনিময়ে উপহার প্রদান করতেন। তাছাড়া আমাদের কাছে ইবনে 'উমরের বরাত দিয়ে আহ্মদ, আবু দাউদ এবং আন-নাসা'ঈ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটিও রয়েছে যেখানে তিনি (সাঃ) বলেছেন:

"যদি কেউ আল্লাহ্'র নামে আশ্রয় চায় তবে তাকে আশ্রয় দাও; যদি কেউ আল্লাহ্'র নামে অনুরোধ করে তবে তাকে তা দাও। যদি কেউ আল্লাহ্'র নামে নিরাপত্তা চায় তবে তাকে নিরাপত্তা দাও। এবং যদি কেউ তোমার প্রতি কোন করুণা করে তবে তাকে তা ফিরিয়ে দাও; কিন্তু যদি তোমাদের ফিরিয়ে দেয়ার সামর্থ্য না থাকে তবে ততক্ষন পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাক যতক্ষন না তোমার মধ্যে এই অনুভূতি আসে যে তুমি তার প্রতিদান ফিরিয়ে দিয়েছ।" তবে এই উপহার আদান-প্রদান শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বরং তা শুধুমাত্র মুসলিম ভাইদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ এ ধরণের উপহার ঘুষের অন্তর্ভূক্ত এবং তা সম্পূর্ণ হারাম (forbidden)। এটা বলাও অনুগ্রহের প্রতিদানের অংশ: যাজা'কাল্লাহু খায়রান (আল্লাহ্ তোমাকে যথাযথ প্রতিদান দিক)। আত্-তিরমিযি উসামা বিন যায়িদ (রা.)-এর বরাত দিয়ে হাদিসটিকে হাসান সহীহ্ হিসেবে উল্লেখ করে বর্ণনা করেন যে:

"যার প্রতি কোন অনুগ্রহ করা হয় এবং সে যাতে অনুগ্রহকারীকে বলে: 'আল্লাহ্ তোমার কল্যানময় পুরষ্কারে পুরষ্কৃত করুক', তখন সে তার কৃতজ্ঞতা (thanaa) **প্রকাশ করল।** ' *Ath-thanaa* ' অর্থ ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন (thanks) অর্থাৎ অন্যকিছু না করার থাকলে অন্ততঃ অনুগ্রহকারীকে এভাবে হলেও প্রতিদান দেয়া। এছাড়াও যাবির (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেছেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

"যেকেউ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ার পর প্রতিদান হিসেবে কিছু প্রদানে অক্ষম হওয়ায় যদি শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তবে সে যথাযথ কৃতজ্ঞতাই জ্ঞাপন করল, আর যে কিছুই করল না সে অকৃতজ্ঞ। এবং যে অবৈধভাবে কোন কিছুর দাবি করল সে যেন মিথ্যার দুটি বস্ত্র পরিধান করল (অর্থাৎ তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মিথ্যা ঢাকা)।" আত্-তিরমিযি হাসান রেওয়াতে যাবির (রা.) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

"যেকেউ কারও দ্বারা কল্যানপ্রাপ্ত হবার পর তার উচিত কোন প্রতিদান ফিরিয়ে দেয়া; আর যদি তার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকে তবে সে যেন অন্ততঃ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তার জন্য ধন্যবাদ জানানোও কৃতজ্ঞতা। এবং কিছু না করার অর্থ অকৃতজ্ঞতা। এবং যে তার নয় অথচ তার বলে কিছুর মিথ্যা দাবি করে তবে সে হচ্ছে দুটি মিথ্যা বস্ত্র পরিধানকারী।" তাছাড়া আবু দাউদ এবং আন-নাসা'ঈ সহীহ্ ইসনাদে আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেন, যিনি বলেছেন:

মুহাজিরীনগণ বলেন: "হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ), আনসারগণ সমস্ত পুরষ্কার পেয়ে গেছেন। যতসামান্য সম্পদের ব্যয় এবং ভাগ দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতো কাউকে আমরা পাইনি। তারা আমাদের রিযিকের দুঃচিন্তা দূর করেছেন। তিনি (সাঃ) বললেন: তোমরা কি তাদের জন্য দু'আ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো না? তারা (রা.) বললেন: হ্যাঁ। তিনি (সাঃ) বললেন তাহলে এটাই তার প্রতিদান।" কোন সামান্য বিষয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বড় বিষয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের শামিল। কল্যাণকারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত, কারণ 'আব্দুল্লাহ্ বিন আহ্মদ তার জাওয়া'ইদ-এ হাসান রেওয়াতে আন-নু'মান ইবনে বশিরের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"যে সামান্য বিষয়ে কৃতজ্ঞতা জানালো না তবে সে যেন বড় বিষয়েও কৃতজ্ঞতা জানালো না। যে তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় না তবে সে যেন আল্লাহ্'কেও কৃতজ্ঞতা জানায় না। আল্লাহ্'র নিয়ামতসমূহ নিয়ে আলোচনা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সমতুল্য, আর তা না করা অকৃতজ্ঞতার সমতুল্য। ঐক্য হচ্ছে আল্লাহ্'র করুণা আর অনৈক্য হচ্ছে ক্রোধ।"**

কষ্ট লাঘব কিংবা দানের প্রতিদান হিসেবে কোন মুসলিম ভাইয়ের পক্ষে মধ্যস্থতা করাও সুন্নাহ্, কারণ এ বিষয়ে আবু মু'সার বরাত দিয়ে আল-বুখারী বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

"মধ্যস্থতা কর এবং এর জন্য তোমরা পুরষ্কৃত হবে, এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা কিছু তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা পূর্ণ করবেন।" ইবনে 'উমরের বরাত দিয়ে মুসলিম কর্তৃক আরও বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"The one who was a connection for his Muslim brother to one in authority for rendering a charity or removing a hardship he will be helped in crossing the path (siraat) the Day the feet will be blocked"

একজন মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে সম্মান রক্ষাকেও উৎসাহিত (recommended) করা হয়েছে, যা তিরমিযী বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানতে পারি। তিনি বলেন এ হাদীসটি হাসান যা আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করল, শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার মুখকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"

আবু দারদার এ হাদীসটি আহ্মদও উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন এর ইসনাদ হাসান। আল-হায়সামীও হাদীসটিকে বর্ণনাকারীদের ধারবাহিকতার দিক থেকে হাসান বলেছেন। আসমা বিনতে ইয়াজিদ হতে ইসহাক বিন রুয়াইহা উল্লেখ করেন, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করল, শেষ বিচারের দিনে তাকে আল্লাহ্ কর্তৃক নিরাপত্তাপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।"

আল-কায্যা'ঈ, আশ-শিহাবের মুসনাদে আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে সাহায্য করল, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সাহায্য করবেন।"

এছাড়া ইমরান বিন হুসাইনের বরাত দিয়ে আল-কায্যা'ঈ আরও কিছু শব্দ সহযোগে উল্লেখ করেন যে:

"এবং তিনি তাকে সহায়তা করতে সমর্থ হন।"

নিম্নোক্ত হাদীসটি আবু দাউদ ও আল-বুখারী আল-আদাব আর-মুফরাদেও উল্লেখ করেছেন। আয-যাইন আল-ইরাকী বলেন এর ধারবাহিকতার শিকল হাসান এবং এটি আবু হুরাইরা (রা.)-এর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"পরস্পরের সাথে সাক্ষাতে মু'মিনগণ একে অপরের জন্য আয়না স্বরূপ এবং ভাই-ভাই। সে নিজেকে তার ভাইয়ের ক্ষতির কারণ হওয়া থেকে দূরে রাখে এবং ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে।"

তাছাড়া আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিম ভাইয়ের ক্ষমা প্রার্থনাকে গ্রহণ করা, গোপন বিষয়সমূহ সংরক্ষণ করা ও উপদেশ প্রদান করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন।

ক্ষমা গ্রহণ করা: ইবনে মাজাহ্ দু'টি সহীহ্ ইসনাদে উল্লেখ করেছেন যে, জাওদানের বরাত দিয়ে আল-মুনজিরি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"একজন ভাই অপর ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পর যদি সে তা গ্রহণ না করে, তবে ক্ষমা প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তির শুল্ক কর (*maks*) আদায়কারী ব্যক্তির সমপরিমাণ পাপ হবে।"

গোপন বিষয় সংরক্ষণ করা: জাবিরের বরাত দিয়ে আবু দাউদ ও তিরমিযী একটি হাসান ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যদি একজন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে কথা বলার সময় পাছে অন্য কেউ শুনে ফেলে এই ভয়ে আশেপাশে তাকায়, তাহলে সে কথাটি আমানত।" আমানত রক্ষা করা বাধ্যতামূলক। আমানতের খেয়ানত করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কোন ভাইয়ের সুনির্দিষ্ট অনুরোধ না থাকা সত্ত্বেও তার গোপন বিষয়সমূহ আমানতদারীর সাথে সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। এখানে অনুরোধ না করলেও যে ব্যক্তি কথা বলছেন তার আশেপাশে তাকানো ও সে ব্যক্তির শারীরিক ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, অন্য কেউ শুনুক এটি সে চাইছে না। এটি স্পষ্ট যে, বৃহত্তর কারণে এটি সে ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে পরোক্ষভাবে চাচ্ছে যেন তার কথাটিকে গোপন রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে কারণটি তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে এমন কিছু না থাকে যা আল্লাহ্'র অধিকারের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষতি। এক্ষেত্রে তথ্যদাতাকে উপদেশ প্রদান এবং অসৎকাজে নিষেধ করা উচিত এবং নিম্নবর্ণিত হাদিস অনুসারে তথ্যগ্রহীতার উচিত আহ্বানের পূর্বেই স্বাক্ষ্য প্রদানে হাজির হওয়া:

"আমি কী তোমাদেরকে এটা অবহিত করব না যে স্বাক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আহ্বানের পূর্বেই স্বাক্ষ্য প্রদানে হাজির হয়।" [মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত]

উপদেশ প্রদান: জাবির বিন 'আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন:

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, সালাত প্রতিষ্ঠা করব, যাকাত আদায় করব এবং প্রত্যেকটি মুসলিমকে উপদেশ দিব।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

এবং অপর একটি হাদীসে তামীম বিন আল আউস আদ্-দারি'-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তিনবার বললেন, "দ্বীন হচ্ছে নসীহা (আন্তরিক উপদেশ)।" আমরা বললাম, "কার প্রতি?" তিনি (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ্, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, এবং মুসলিমদের নেতা ও সাধারণ জনগনের প্রতি।" আল-খাত্তাবী বলেন, "হাদীসটির অর্থ হল- আন-নাসীহা (আন্তরিক উপদেশ) হচ্ছে দ্বীনের স্তম্ভ এবং এর সমর্থন, যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিম্নোক্ত হাদিসে বলেছেন:

"হজ্জ হচ্ছে 'আরাফাহ্", অর্থাৎ এটা এর স্তম্ভ এবং হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একজন মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের অধিকারের বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন এবং এর জন্য বড় পুরষ্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন। আবু হুরায়রার বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের ছয়টি বাধ্যবাধকতা রয়েছে: যখন তার সাথে দেখা করবে তখন তাকে সম্বোধন করবে এই বলে, 'আসসালামু আলাইকুম'; যখন সে দাওয়াত দিবে তখন তা গ্রহণ করবে; যখন সে তোমার কাছে উপদেশ চায়, তখন তাকে আন্তরিকভাবে উপদেশ দেবে; যখন সে হাঁচি দেবে এবং আল্লাহ্'র প্রশংসা করবে তখন এর প্রত্যুত্তরে ইয়ারহামুকা আল্লাহ্ বলবে; যখন সে অসুস্থ হবে তখন তাকে দেখতে যাবে; সে মারা গেলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে।"
আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ঘৃণার ক্ষেত্রে বলা যায় যে আল্লাহ্ কাফির, মুনাফিক এবং প্রকাশ্য জুলুমকারীর (ফাসিক) জন্য কোন ধরনের ভালবাসা প্রদর্শনকে আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"মুমিনগণ, তোমরা আমার এবং তোমার শত্রুদের (কাফির, মুশরিকদের) বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি ভালই জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।" [সূরা মুমতাহিনা:১]

এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে (মুশরিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান, এবং বিশ্বাসঘাতকদের) অন্তরঙ্গরূপে (*Bitanah)* অর্থাৎ উপদেষ্টা, পরামর্শক, রক্ষক, সাহায্যকারী, বন্ধু, ইত্যাদি) গ্রহণ কর না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে উঠেছে আর যা কিছু তাদের অন্তরে লুকায়িত তা আরও বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হল, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদ্ভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে- 'আমরা ঈমান এনেছি।' পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ্ তোমাদের মনের কথা ভালই জানেন।" [সূরা আলি ইমরান:১১৮-১১৯]

আলী (রা.)-এর বরাত দিয়ে আত-তাবারানি সহীহ্ ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"তিনটি বিষয় সত্য: আল্লাহ্ ইসলামে অংশীদার আছে এমন লোকদেরকে ইসলামে কোনরূপ অংশীদার নেই এমন কারো মত বিবেচনা করবেন না। এমন কোন বান্দা নেই যে আল্লাহ্'কে ওয়ালী বা রক্ষাকারী হিসেবে গ্রহণ করার পর আল্লাহ্ তাকে অন্য কারও হাতে ছেড়ে দেন। এবং এমন কোন ব্যক্তি নেই যে অন্য একজনকে ভালবাসে অথচ একইসাথে বিচার দিবসে উত্থিত হয় না।"

এ থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে বিচার দিবসে একসাথে উত্থিত হওয়ার ভয় থেকে বিশ্বাসের দিক থেকে সমমানের নয় এমন লোকদের ভালবাসা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আত্-তিরমিযী একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং মু'য়ায বিন আনাস আল-জুহানীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র জন্য কোন কিছু প্রদান করল, আল্লাহ্'র জন্য কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকল, আল্লাহ্'র জন্য ভালবাসল এবং তাঁরই জন্য ঘৃণা করল, আল্লাহ্'র জন্য কাউকে বিবাহ দিল সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।"

আবু হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যখন আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন তখন তিনি জিব্রাইলকে ডেকে বলেন: "অবশ্যই আমি অমুক এবং অমুককে ঘৃণা করি, সুতরাং তুমিও ঘৃণা কর"। তখন জিব্রাইলও ঘৃণা করে। তখন জিব্রাইল আকাশের অধিবাসীদের ডাকেন এবং বলেন: "অবশ্যই আল্লাহ্ অমুক এবং অমুককে ঘৃণা করেন, সুতরাং তোমরাও ঘৃণা কর।" তিনি (সাঃ) বলেন: অতঃপর তারাও তাদেরকে ঘৃণা করে এবং তখন এ ঘৃণাকে পৃথিবীতে স্থাপন করা হয়।"

তাঁর (সাঃ) বক্তব্য **"তখন এ ঘৃণাকে পৃথিবীতে স্থাপন করা হয়"**-হচ্ছে একটি বিঃপ্রকাশ যা প্রয়োজনীয় অর্থের (required meaning (*dalalat al-Iqidaa'*) দিকে ইঙ্গিত করতে অনুরোধ জানায়, কারণ অনেক কাফির, মুনাফিক এবং পাপাচারী রয়েছে যাদেরকে ভালবাসা হয় এবং ঘৃণা করা হয় না। সুতরাং বক্তার সত্যবাদিতা এই মনোভাবকে অপরিহার্য করে তোলে যে, এটি একটি ইন্শা বা অনুরোধ বা তলব এর বর্ণনা। এটি অনেকটা এরকম যে তিনি বলছেন, হে পৃথিবীর লোকেরা, তাকে ঘৃণা কর যাকে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন। ফলে এ হাদীস থেকে আল্লাহ্ যাকে ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করার বাধ্যবাধকতার (obligation) ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়া যায়। আলাদ আল-খাসামের (*Aladd al-Khasm*) প্রতি ঘৃণার বিষয়টি আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্'র কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি সেই যে প্রতিপক্ষের সাথে সবচেয়ে বেশী ঝগড়াটে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]; তাছাড়া আনসারগণ যাদের ঘৃণা করেন তাদের ঘৃণা করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা পাওয়া আল-বার্‌রা' বর্ণিত হাদীসে যেখানে তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি:

"কেবলমাত্র ঈমানদারগণই আনসারদের ভালবাসেন এবং কেবলমাত্র মুনাফিকরা তাদের ঘৃণা করেন। যে তাদেরকে ভালবাসে, আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন। যে তাদেরকে ঘৃণা করে, আল্লাহ্ তাকে ঘৃণা করেন।" (মুত্তাফিকুন আলাইহি); তাছাড়া যে সত্য কথা বলে কিন্তু তা মানে না অর্থাৎ বাস্তবে সম্পাদন করে না, তাকে ঘৃণা করা সম্পর্কে জানা যায় আলী (রা.) বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণিত হাদীস থেকে যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিছু লোকের বর্ণনা দিয়ে গেছেন যাদের বৈশিষ্ট্য আমি এই লোকদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তারা মুখে সত্য কথা বলে কিন্তু তা কখনওই (গলাকে দেখিয়ে বললেল) এর নীচে নামে না। সৃষ্টির মধ্যে তারাই আল্লাহ্'র কাছে সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত।"

তার বক্তব্য: লা ইয়াযুজ (*laa yajooz*) অর্থ সীমা অতিক্রম করে না (*laa yata'adda*)। আবু দারদার বরাত দিয়ে তিরমিযী বর্ণিত হাদীস থেকে মন্দ ভাষা ব্যবহারকারীকে ঘৃণা করার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে জানা যায়। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"অবশ্যই আল্লাহ্ দুষ্ট এবং অশালীন ভাষা ব্যবহারকারীকে ঘৃণা করেন।"

এছাড়াও কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে সাহাবীদের (রা.) কুফ্ফারের প্রতি ঘৃণা সম্পর্কে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সালামাহ্ বিন আকওয়া (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে:

“যখন আমরা ও মক্কার লোকেরা শান্তিচুক্তি সম্পাদন করলাম এবং এক পাশের লোকেরা অন্যদের সাথে মেশা শুরু করল, তখন আমি একটি গাছের কাছে আসলাম এবং কাটা সরিয়ে এর গোঁড়ায় বিশ্রামের জন্য বসে পড়লাম। যখন আমি সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন মক্কা থেকে আগত চারজন মুশরিক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে বিষোদগার করছিল। এতে আমি তাদের প্রতি রাগান্বিত হলাম এবং অন্য একটি গাছের দিকে চলে গেলাম। ”

তাছাড়া জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.)-এর বরাত দিয়ে আহ্মদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন রুওয়া’হাহ্ খায়বারের ইহুদীদেরকে বলেন:

“হে ইহুদীগণ! আমার দৃষ্টিতে তোমরা সবচেয়ে ঘৃণিত সৃষ্টি। তোমরা আল্লাহ্ ‘আজ্জা ওয়া যাল্লা-এর নবীগণদের হত্যা করেছ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সম্পর্কে মিথ্যা কথা ছড়িয়েছ। কিন্তু আমার এ ঘৃণার কারণে আমি তোমার উপর অবিচার করব না।”

এছাড়াও এমন বর্ণনা রয়েছে যেখানে মুসলিমদের ঘৃণাকারীদের ঘৃণা করার কথা বলা হয়েছে। আবু ফার্‌রাসের বরাত দিয়ে আহ্মদ, ‘আবদ আর-রাজ্জাক এবং আবু ইয়ূ’লা ভাল বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে, এবং আল-হাকিম তার আল-মুসতাদরাকে হাদীসটিকে মুসলিমের শর্ত অনুসারে এটি সহীহ্ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন যে, উমর বিন আল-খাত্তাব একটি বক্তব্য দেন যেখানে তিনি বলেন:

“তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মন্দ বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে তখন আমরা তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষন করব এবং এর জন্য তাকে ঘৃণা করব।”

সুতরাং আল্লাহ্’র ওয়াস্তে ভালবাসা এবং ঘৃণা যা একজন মুসলিমের কাছে অনেক বড় একটি বিষয়। কেননা সে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা’র সন্তুষ্টি, তাঁর দয়া, বিজয় এবং জান্নাতের আকাঙ্খা করে, এবং এটিই তার বৈশিষ্ট্য।

৫. প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহ্'কে ভয় করা

আল্লাহ্'কে ভয় করা ফরয এবং যার দলিল হচ্ছে কুর'আন এবং সুন্নাহ্। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কু'রআনে বলেন:

"একমাত্র আমাকেই ভয় কর।" [সূরা আল-বাক্বারা :৪১]

"আমি ছাড়া কাউকে ভয় করো না।" [সূরা আল-বাক্বারা: ৪০]

"নিশ্চয়ই শয়তান শুধুমাত্র তার বন্ধুগণ হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে; কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় করো।" [সূরা আলি ইমরান: ১৭৫]

"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর (শাস্তি) সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন।" [সূরা আলি ইমরান: ২৮)

"অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো।" [সূরা আল-মা'য়িদাহ্: ৩]

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো।" [সূরা আন-নিসা: ১]

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্'র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে।" [সূরা আল-আনফাল: ২]

"আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে পাকড়াও করেন, তখন এমনিভাবেই করে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠিন। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে। উহা এমন একটি দিন, যেদিন সমস্ত মানব সম্প্রদায়কে একসাথে সমবেত করা হবে, সেদিনটি হলো সকলের হাযিরের দিন। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্যে বিলম্বিত রেখেছি। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্'র অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না। অনন্তর তাদের মধ্যে কতক তো দূর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। অতএব, যারা দূর্ভাগা হবে তারা তো দোযখে এই অবস্থায় থাকবে যে, তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।" [সূরা হুদ: ১০২-১০৬]

"এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশঙ্কা রাখে।" [সূরা রাদ: ২১]

"এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে।" [সূরা ইব্রাহীম: ১৪]

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুত: আল্লাহ্'র আযাব অত্যন্ত কঠিন।" [সূরা আল-হাজ্জ:১-২]

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি উদ্যান (অর্থাৎ, জান্নাতে)।" [সূরা আর-রহমান: ৪৬]

"তোমাদের কি হল, (যে তোমরা আল্লাহ্-কে (তাঁর শাস্তি) ভয় করছো না, এবং) (আল্লাহ্-এর কাছ থেকে) মানমর্যাদা পাওয়ার মোটেই আশা পোষণ করো না?" [সূরা নুহ: ১৩]

এর অর্থ হলো তোমাদের কি হলো যে তোমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর শ্রেষ্ঠত্বকে ভয় করছো না।
"সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।" [সূরা আবাসা: ৩৪-৩৭]

সুন্নাহ্-এর দলিলের ক্ষেত্রে বলা যায়, কিছু হাদীসের সরাসরি শব্দ প্রয়োগ (মানতুক) এবং কিছু হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ (মাফহুম) থেকে আল্লাহ্-কে ভয় করা ফরয হওয়ার বিষয়টি নির্দেশ করে:

- আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলতে শুনেছি :

"শেষ বিচারের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্-এর আরশের নীচে ছায়া পাবে যেদিন তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাঁরা হলেনঃ একজন ন্যায়বিচারক শাসক, একজন যুবক যে আল্লাহ্-এর ইবাদতের মধ্যে বেড়ে উঠেছে, একজন ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে সংযুক্ত, দুইজন ব্যক্তি যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্-এর ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে-যারা একত্রিত হয় একমাত্র আল্লাহ্-এর কারণে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্নও হয় একমাত্র আল্লাহ্-এর কারণে, যাকে কোন অভিজাত পরিবারের সুন্দরী রমণী অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য আহ্বান জানায় এবং তখন সে বলে, 'আমি আল্লাহ্-কে ভয় পাই', একজন লোক যে গোপনে এমনভাবে দান করে যে, সে ডানহাতে দান করলে তার বাম হাত তা জানতে পারে না এবং সে ব্যক্তি যিনি একাকী গোপনে আল্লাহ্-কে স্মরণ করেন এবং অতঃপর তার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠে।"

- আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন :

"আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- 'ইদ্দি বিন হাতিম (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন :

"বিচার দিবসে তোমাদের কারোই তার এবং আল্লাহ্-এর মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারী থাকবে না, সে তার ডানদিকে তাকাবে এবং সে যা অর্জন করেছে তা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, এবং অতঃপর সে তার বামদিকে তাকাবে এবং সে যা অর্জন করেছে তা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সে তার সামনে তাকাবে এবং আগুন ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। এবং সুতরাং, তোমাদের প্রত্যেকেই তার নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচানো উচিত, এমনকি একটি খেজুরের অর্ধাংশ (দান)-এর বিনিময়ে হলেও।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন :

"লোকেরা খালি পায়ে, নগ্ন ও খৎনাবিহীন অবস্থায় হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে।" 'আয়েশা (রা.) বললেন, "হে আল্লাহ্'র রাসূল! পুরুষ এবং মহিলাগণ কি একে অপরেরর দিকে তাকাবে?" প্রত্যুত্তরে তিনি (সাঃ) বললেন, "পরিস্থিতি তাদের জন্য এতটাই ভয়াবহ হবে যে তারা এতে মনযোগ দেয়ার কোন সুযোগই পাবে না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- নু'মান বিন আল-বাশী'র (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যেঃ

"বিচারের দিন যে ব্যক্তি দোযখের অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে কম কষ্ট পাবে, তার পা দুটিকে জ্বলন্ত অঙ্গারের নীচে স্থাপন করা হবে এবং এতে করে তার মগজ ফুটতে থাকবে।"

- ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

"দুনিয়ার সব মানুষ তার প্রভূর সামনে এমন অবস্থায় দাঁড়াবে যে, তখন প্রত্যেকে তার ঘামে কানের মধ্যখান পর্যন্ত ডুবে যাবে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

"শেষবিচারের দিন মানুষ এমন অঝোরে ঘামতে থাকবে যে তাদের ঘামে ভূ-পৃষ্ঠে সত্তর হাত গভীরতা তৈরি হবে, এবং তাদের কান অবদি ডুবে যাওয়া পর্যন্ত তা থামবে না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন (ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে), 'আমার বান্দা যখন কোন পাপ কাজের মনস্থির করে, তবে তোমরা তা তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না, যতক্ষন না সে তা সম্পাদন করে। আর যদি সে করে তবে সেটিকে শুধুমাত্র

একটি পাপ কাজ হিসেবেই লিপিবদ্ধ করো। কিন্তু যদি সে আমার ভয়ে কাজটি করা থেকে বিরত থাকে, তবে সেটিকে একটি ভালো কাজ হিসেবে লিপিবদ্ধ করো। আর বান্দা যখন ভালো কাজের মনস্থির করে, অতঃপর তা সম্পাদন না করলেও তার আমলনামায় একটি ভালো কাজ হিসেবে লিপিবদ্ধ করো, এবং যদি সে তা সম্পাদন করে, তখন সেটিকে দশ থেকে শুরু করে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে লিপিবদ্ধ করো।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"ঈমানদারগণ যদি জানতো যে আল্লাহ্ কী ধরণের শাস্তি মজুদ করে রেখেছেন, তাহলে তাদের কেউ আর জান্নাতের আশা পোষণ করতো না। এবং কাফিররা যদি জানতো আল্লাহ্'র হাতে কত ধরনের রহমত রয়েছে, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশের আশা কখনও ত্যাগ করতো না।" [মুসলিম]

- ইবনে উমর বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"বনী ইসরাইলের সম্প্রদায়ের কিফল তার খারাপ কাজের জন্য গুনাহ্-এর পরোয়া করতো না। একদিন এক মহিলা তার কাছে এলো এবং সে ঐ মহিলাকে ৬০ দিনার দিল, তার সাথে যিনাহ্'র সম্পর্ক করার উদ্দেশ্যে। যখন কিফল মহিলাটি যিনাহ্'র দিকে আহ্বান করলো, তখন সে (মহিলাটি) ভয়ে থরথর করে কাঁপতে এবং ক্রন্দন করতে লাগলো। সে (কিফল) বলল: তুমি কাঁদছো কেনো? মহিলাটি বলল: এটা এমন এক ধরনের কাজ যা আমি আগে কখনও করিনি। কেবলমাত্র অভাবের তাড়নায় আমি এটা করতে বাধ্য হচ্ছি। কিফল বললো: তুমি এমন করছো কারণ তুমি আল্লাহ্-কে ভয় করো! তবে আমার তো আল্লাহ্-কে এর চেয়ে বেশী ভয় পাওয়া উচিত। যাও; টাকাগুলো নিয়ে চলে যাও, আল্লাহ্'র কসম, আমি কখনোই আর আল্লাহ্'র অবাধ্য হবো না। অতঃপর সে রাতেই কিফল মারা গেলো এবং লোকেরা তার দরজার উপর এই লেখা দেখতো পেলো: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কিফলকে মাফ করে দিয়েছেন', যা দেখে সবাই বেশ অবাক হয়েছিল।" আত্-তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল-হাকিম এটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং আয-যাহাবী এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইবনে হিব্বান তার সহীহ্তে এবং আল-বায়হাকী তার আল-শু'আবে তা উল্লেখ করেছেন।

- আবু হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন যে, তাঁর রব বলেন :

"আমার ইজ্জতের কসম, আমি আমার বান্দার জন্য দু'বারের জন্য ভয় এবং দু'বারের জন্য সুরক্ষা বয়ে আনবো না। যদি সে দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে, তাহলে বিচার দিবসে আমি তাকে সুরক্ষা দিবো। আর দুনিয়াতে সে যদি (আমার ভয়ের ব্যাপারে) নিজেকে সুরক্ষিত মনে করে, তাহলে আখিরাতে আমি তার জন্য ভয়ের কারণ হবো।" এটি ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ্তে উল্লেখ করেন।

- বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন:

"যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন:
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।" [সূরা আত-তাহ্রীম:৬]; **একদা রাসূল (সাঃ) সাহাবীগণদের সামনে আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, তখন আয়াতটি শুনে এক যুবক অজ্ঞান হয়ে গেলো। রাসূল (সাঃ) বালকটির হৃদপিন্ডের উপর হাত রাখলেন এবং তখনও তার স্পন্দন পেলেন, এবং বালকটিকে বললেন: হে যুবক, বল: *লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ্*। যুবকটিও পুনরাবৃত্তি করলো: *লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহ্*, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: এটা কি আমাদের মধ্য হতে তার জন্য, হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)? জবাবে রাসূল (সাঃ) বললেন: তোমরা কি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এ আয়াতটি শুনতে পাওনি:**
"এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে (বিচার দিবসে অথবা আমার শাস্তির ভয়ে) দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকেও ভয় করে।" **[সূরা ইব্রাহীম :১৪]"**; ইহা আল-হাকীম হতে বর্ণিত এবং তিনি একে যাচাই করেছেন। আয-যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

- বর্ণিত আছে যে, আয়েশা (রা.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট আল্লাহ্ 'আজ্জা ওয়া যাল্লা-এর নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলওয়াত করলাম:

"এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। [সূরা আল-মু'মিনুন: ৬০]; তিনি (রা.) আরও যোগ করে বললেন:

"এরা কি তারা, যারা মদ খায় এবং চুরি করে, (ইত্যাদি)?"- ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী- এরা কি সে ব্যক্তি যারা যিনাহ্ করে, চুরি করে ও মদ খায় যদিও তারা আল্লাহ্ 'আজ্জা ওয়া যাল্লা-কে ভয় করে? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ না! ওয়াকী'র বর্ণনা অনুযায়ীঃ না, হে আস-সিদ্দিক-এর কন্যা, বরং তারা হলো যারা রোযা রাখে, সালাত আদায় করে ও দান করে, ইত্যাদি; এবং তারা এই ভয় করে যে তাদের ইবাদত হয়তো আল্লাহ্'র দরবারে কবুল নাও হতে পারে।" আল-বায়হাকী তার শু'আব আল-ঈমান, আল-হাকিম তার মুসতাদরাক-এ এটিকে সহীহ্ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং আয-যাহাবী এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

- সাওবান (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

"আমি নিশ্চয়ই জানি, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক তিহামা সাদা পাহাড়ের ন্যায় নেক কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকনায় পরিণত করে দিবেন। "সাওবান বললেন, 'হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ), আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অবগত করুন, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ আমরা তাদের অন্তর্ভূক্ত না হয়ে যাই!' তিনি (সাঃ) বললেন, "তারা তোমাদের ভাই, এবং তোমাদের লোকদের মধ্য হতে, এবং তারা রাতগুলোকে সেভাবেই অতিবাহিত করে যেভাবে তোমরা অতিবাহিত করো (অর্থাৎ ইবাদতের মধ্য দিয়ে, ইত্যাদি।), কিন্তু তারা সেই সমস্ত লোক, যারা, যখন একাকী অবস্থায় থাকে তখন হারাম কাজে লিপ্ত থাকে এবং আল্লাহ্'র নিষেধ অমান্য করে।" (ইবনে মাজাহ্) মিজবা'হ্ আজ-জুযা'যাহ্ বইয়ের লেখক আল-কান্নানী হাদিসটিকে সহীহ্ এবং এর বর্ণনাকারীদের বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

- আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রা.) আমাদের দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন; এদের একটি রাসূল (সাঃ) এবং অপরটি তার উপর বর্তায়। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ

"একজন ঈমানদারের নিকট তার পাপসমূহ এমন পর্বতের ন্যায় দৃশ্যমান যেন সে তার নীচে বসে আছে এবং তা তার উপর যেকোনো মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে। আর একজন খোদাদ্রোহীর কাছে তার গুণাহ্সমূহ এমন তুচ্ছ মাছির ন্যায় দৃশ্যমান যেন সেটা তার নাকের ডগার সামনে ঘুর্ণিমান এবং সে থাপ্পর দ্বারা সেটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে...।" আল-বুখারী হতে বর্ণিত।

- সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ

"আল্লাহ্ (সর্বশক্তিমান, সর্বসম্মানিত) সেই বান্দাকে ভালবাসেন, যিনি ত্বাকীঈ' (অর্থাৎ, আল্লাহ্ ভীরু), ঘানীঈ' (অর্থাৎ, হৃদয়ের দিক থেকে ধনী) এবং খাফিঈ' (অর্থাৎ, যে লোক দেখানো কাজ হতে বিরত থাকে)।" মুসলিম হতে বর্ণিত।

- উসামাহ্ বিন সুরাইক বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

"তোমাদের যেকোনো প্রকারের কাজ যা আল্লাহ্ নিকট অপছন্দীয়, তা হতে দূরে থাকো, বিশেষতঃ যখন তোমরা একা থাকো। ইবনে হিব্বান তার সহীহ্তে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

- আবদুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিতঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো; কারা সর্বশ্রেষ্ঠ? জবাবে তিনি (সাঃ) বললেনঃ প্রত্যেক মাখমুম আল-কালব এবং সৎ জবান সম্পন্ন ব্যক্তি। তারা বললোঃ সৎ জবান সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমরা জানি কিন্তু মাখমুম আল-কালব কি? তিনি (সাঃ) বললেনঃ প্রত্যেক আল্লাহ্ ভীরু ও পবিত্র হৃদয়, যেখানে কোনো পাপ, অন্যায়, ঘৃণা কিংবা শত্রুতা স্থান পায়নি।" আল-কান্নানী এর ইসনাদকে সহীহ্ বলেছেন এবং আল-বায়হাকী তার সুনানে একইভাবে তা উল্লেখ করেছেন।

- আবু উমা'মাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

"আমার দৃষ্টিতে আমার বন্ধুদের (আউলিয়া') মধ্যে সবচেয়ে ঈর্ষণীয় ব্যক্তি হলো সেই ঈমানদার যার রয়েছে সামান্য সম্পদ, কিন্তু সালাতে রয়েছে তার গভীর মনোযোগ, যে আল্লাহ্'র ইবাদত করে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে এবং তাকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে) সে সবার অগোচরে মান্য করে, এবং সে লোকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেউ নয় এবং তার দিকে কেউ অঙ্গুলি নির্দেশ করে না (লোকেরা তার কাছে ধরনা দেয়না), প্রাপ্ত রিযক তার জন্য যথেষ্ট এবং এতেই সে সন্তুষ্ট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার আঙ্গুলে টোকা দিলেন এবং বললেন, 'উপরে উল্লেখিত ব্যক্তি খুব দ্রুত মারা যায় (দ্রুত জীবন পার করে), এবং খুব কম লোক তার

মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এবং সে সামান্য সম্পদ রেখে যায়।" আত্-তিরমিযী হতে বর্ণিত, হাদীসটিকে হাসান আখ্যায়িত করেছেন।

- বাহায বিন হাকিম বর্ণনা করেন যে, বানু কুসাইর মসজিদে জুরা'রাহ্ বিন আবি আও'ফা (রা.) আমাদের নামাজে ইমামতি করছিলেন। তিনি সূরা আল-মুদ্দাস্সির তিলাওয়াত করছিলেন যতক্ষণ না তিনি নীচের আয়াতটিতে পৌছান:

"অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে।" [সূরা মুদ্দাস্সির:৮]; এরপরই তিনি (রা.) পড়ে যান এবং মারা যান। এটি আল-হাকীম হতে বর্ণিত, যিনি ইসনাদকে সহীহ্ বলেছেন।

- ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যদি তোমাদের কেউ আল-'আব্বাসের দেখা পাও তবে তাকে হত্যা করো না, কারণ তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। আবু হুযাইফা বিন 'উতাবা বলেন: 'আপনি কি আমাদের পিতা, সন্তান ও গোত্রের লোকদের হত্যা করতে চান এবং আল-'আব্বাসকে ছেড়ে দিতে চান?' আল্লাহ্'র কসম, আমি যদি তার দেখা পাই তবে আমি তাকে আমার তলোয়ার দিয়ে আঘাত করবো। এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কানে পৌছালো, এবং তিনি (সাঃ) 'উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.)-কে বললেন: হে আবু হাফস- এবং উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে সেটাই ছিল প্রথমবার যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই নামে সম্বোধন করেছিলেন - আল্লাহ্ রাসূল (সাঃ)-এর চাচার চেহারা কী তলোয়ারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হওয়া উচিত? 'উত্তরে উমর (রা.) বললেন: আমাকে তার গর্দান হতে মাথা আলাদা করতে দিন, কারণ সে মুনাফেকী প্রদর্শন করেছে। আবু হুযাইফা বলতেন: সেদিনের পর থেকে আমার এই কথার জন্য আমি নিজেকে কখনোই নিরাপদ মনে করতাম না। শাহাদাতের মৃত্যুই যার একমাত্র পায়শ্চিত্ত, তাই আমি সর্বদা ভীত থাকতাম যদি আমার শাহাদাতের মৃত্যুর সৌভাগ্য না হয়। আল-ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন"। আল-হাকিম তার আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং মুসলিম-এর শর্তানুযায়ী একে সহীহ্ বলেছেন।

৬. আল্লাহ্'র ভয়ে এবং স্মরণে ক্রন্দন করা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র ভয়ে ক্রন্দন করা মানদুব (recommended) এবং এর দলিল হচ্ছে কুর'আন এবং সুন্নাহ্:

কুর'আন-এর দলিলের ক্ষেত্রে:

"তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছো? এবং হাসছো-ক্রন্দন করছো না?" [সূরা আন-নাজম: ৫৯-৬০]

"তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভুমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।" [সূরা আল-ইস্‌রা:১০৯]

"তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্'র আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়তো এবং ক্রন্দন করতো।" [সূরা মারইয়াম:৫৮]

সুন্নাহ্'র দলিলের ক্ষেত্রে:

- ইবনে মাস'উদ বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বলেন:

"আমাকে কুর'আন তিলাওয়াত করে শোনাও।" তিনি (আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রা.)) বললেন: 'আমি কি আপনাকে কুর'আন তিলাওয়াত করে শুনাবো অথচ যখন এটা আপনার উপরই নাযিল হয়েছে।' প্রত্যুত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন: "আমি অন্য কারো মুখে কুর'আন তিলাওয়াত শুনতে বেশী ভালোবাসি।" অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা.) তাকে (সাঃ) সূরা নিসা তিলাওয়াত করে শুনালেন। তিনি (রা.) যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন: *"আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনবো প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী (স্বাক্ষী) এবং আপনাকে ডাকবো তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে (স্বাক্ষীরূপে)"*। [সূরা আন-নিসা:৪১]; রাসূল (সাঃ) বললেন: 'যথেষ্ট হয়েছে।' যখন ইবনে মাস'উদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চেহারার দিকে তাকালেন, দেখলেন তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আনাস (রা.) বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এমনভাবে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন যে আমি পূর্বে এমনভাবে তাঁকে বলতে শুনিনি:

"আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশী। অতঃপর সাহাবীগণ (রা.) তাদের মুখ ঢেকে ফেললেন কারণ তারা কাঁদছিলেন এবং ফুপাচ্ছিলেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"শেষ বিচারের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্'র আরশের নীচে ছায়া পাবে যেদিন তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। ...এবং সে ব্যক্তি যে একাকী গোপনে আল্লাহ্-কে স্মরণ করে এবং তার চোখদুটি অশ্রুতে ভরে উঠে।"[মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত: যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যাথা চরমে পৌছালো তখন তাকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করা হলো, কে নামাজের ইমামতি করবে? তিনি (সাঃ) বললেন:

"আবু বকরকে বলো নামাজে ইমামতি করার জন্য।" 'আয়েশা (রা.) বললেন: "আবু বকর একজন নরম হৃদয়ের মানুষ এবং তিনি হয়তো তাঁর ক্রন্দনের কাছে পরাভূত হয়ে যেতে পারেন।" আল-বুখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এবং হাদিসটি আল-মুসলিম কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে:

'আয়েশা (রা.) বলেন: "হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ), আবু বকর একজন নরম হৃদয়ের মানুষ এবং তিনি কুর'আন তিলাওয়াতের সময় তার ক্রন্দনকে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হবেন না...।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আনাস (রা.) হতে বর্ণিত: **রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে বলেন, "আল্লাহ্ 'আজ্জা ওয়া যাল্লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাকে সে আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনাই:**

"যারা অবিশ্বাস করেছিল..." [সূরা বাইয়্যিনাহ:১]; **তিনি রাসূল (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন: "আল্লাহ্ কি এখানে আমাকেই বুঝিয়েছেন?" জবাবে তিনি (সাঃ) বললেন: "হ্যাঁ"। একথা শুনে উবাই কাঁদতে আরম্ভ করলেন।"** [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্'র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না দুধ দোহনের পর তা আবার উলানে ফেরৎ যায়; এবং আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদের সময় উত্থিত ধুলি এবং জাহান্নামের আগুন হতে উত্থিত ধোঁয়া কখনোই একত্রিত হবে না।" আত্-তিরমিযী হতে বর্ণিত, যিনি একে হাসান সহীহ্ উল্লেখ করেছেন।

- আবদুল্লাহ্ বিন সাকির (রা.) হতে বর্ণিত:

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট এমন এক সময়ে পৌঁছালাম যখন তিনি (সাঃ) সালাত আদায় করছিলেন। তিনি (সাঃ) ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলেন এবং তার বুক থেকে ফুটন্ত কেটলীর মতো শব্দ আসছিল।" আন-নববী বলেন: "হাদীসটি আবু দাউদ এবং আত্-তিরমিযী তার আশ-শামা'য়িল-এ এর ইসনাদকে সহীহ্ হিসেবে উল্লেখ।"

- ইব্রাহীম বিন আবদ আর রহমান বিন আউফ বর্ণনা করেন যে, ইফতার করার জন্য আবদ আর রহমান বিন আউফ (রা.)-এর কাছে যখন কিছু খাবার আনা হলো, তখন তিনি বললেন:

"মুসা'ব বিন 'উমায়ের শহীদ হন। তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তার মৃতদেহকে ঢাকতে এমন এক টুকরো কাপড় ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই ছিল না, যা দ্বারা তার মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যাচ্ছিল এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল। হামজা শহীদ হন এবং তিনিও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদেরকে পৃথিবীতে অনেক নিয়ামতের মধ্যে রেখেছেন। আমি এই ভয়ে খুবই ভীত যে আল্লাহ্ হয়তো এই পৃথিবীতে আমাদের সব পুরষ্কার দিয়ে দিয়েছেন।" অতঃপর তিনি (রা.) ফুপিয়ে ফুপিয়ে এমনভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন যে আর কিছুই খেতে পারলেন না।

- আল-'ইরবাদ বিন সা'রিয়্যা (রা.) বলেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের সামনে এমন খুতবা দিলেন, যার ফলে আমাদের হৃদয় আল্লাহ্'র ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো এবং চোখ দিয়ে অশ্রু নেমে এল...।" [আবু দাউদ ও আত্-তিরমিযী]; দ্বিতীয়জন হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

- আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্-কে স্মরণ করে এবং এতে আল্লাহ্'র ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু বেড়িয়ে আসে, কিয়ামতের দিন ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষন না তার অশ্রু জমীনে গিয়ে পড়বে।" আল-হাকীম হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ্ বলেছেন এবং আয-যাহাবী এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

- আবু রায়হানা বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে একটি অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম এবং তখন তাঁকে বলতে শুনেছি:

"সে চোখের জন্য দোযখের আগুন হারাম যা আল্লাহ্'র ভয়ে কাঁদে, আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদের ময়দানে সর্বদা জাগ্রত থাকে এবং আমি তৃতীয়টি ভুলে গেছি। কিন্তু পরবর্তীতে আমি শুনেছি তিনি বলছেন, 'আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন এরকম কোন কিছু দেখা থেকে বিরত থাকার জন্য দৃষ্টিকে নীচে নামিয়ে রাখে।"

আহমাদ এবং আল-হাকিম হতে বর্ণিত। আল-হাকিম এটিকে সহীহ্ বলেছেন, এবং আয-যাহাবী এবং আন-নাসা'ঈ এ বিষয়ে তার (আল-হাকিম) সাথে একমত পোষণ করেছেন।

- ইবনে আবু মুলায়কাহ্ থেকে বর্ণিত, আমরা হিজরে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর-এর সাথে বসে ছিলাম, যিনি বলেন:

“কাঁদো, এবং যদি তোমরা কাঁদতে না পারো, তবে অন্ততঃ (আল্লাহ্’র ভয়ে) কাঁদার ভান করো। যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম খেয়ে বলছি, যদি তোমাদের কেউ সত্যি সত্যি জানতো কী অপেক্ষা করছে তবে তোমরা আল্লাহ্’র নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত কাকুতি-মিনতি করতে যতক্ষণ না তোমাদের গলা ভেঁঙ্গে যায় এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত আদায় করতে যতক্ষণ না তোমাদের কোমর ভেঁঙ্গে যায়।”

- এটা বর্ণিত আছে যে, আলি (রা.) বলেছেন:

“বদরের যুদ্ধের দিন আল-মিকদাদ ছাড়া আমাদের আর কারো নিকট একটি ঘোড়া ছিল না এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছাড়া আমি আর কাউকে সে রাতে ইবাদতে মশগুল দেখিনি, তিনি (সাঃ) একটি গাছের নীচে ইবাদত করছিলেন এবং সকাল পর্যন্ত ক্রন্দন করেন।” এটি ইবনে খুজাইমা তার সহীহ্তে উল্লেখ করেছেন।

- সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

“সেই ব্যক্তি কল্যানপ্রাপ্ত যে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করে, তার আবাসস্থল তার আনুকূল্যে এবং সে তার পাপ কর্মের জন্য ক্রন্দন করে।” আত্-তাবারানী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

৭. আল্লাহ্'র ব্যাপারে ভরসা রাখা এবং তার রহমত হতে নিরাশ না হওয়া

এখানে 'ভরসা' এর অর্থ হলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপনকে বুঝায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দয়া, সাহায্য, ক্ষমা এবং বিজয়ের উপর ভরসা রাখাও এর অন্তর্ভূক্ত। তাঁর প্রতি ভীতি স্থাপনকারীকে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) যেভাবে প্রশংসা করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তাঁর প্রতি ভরসা স্থাপনকারীকেও তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) প্রশংসা করেছেন; এবং তাকে ভয় করা তিনি যেভাবে ফরয করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তাঁর উপর ভরসা রাখা এবং তাঁর সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপনকেও তিনি ফরয করেছেন। সুতরাং বান্দার উচিত আল্লাহ্-কে ভয় করা এবং তাঁর উপর ভরসা রাখা। আমরা ইতোমধ্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে ভয় করা সংক্রান্ত দলিলাদি উপস্থাপন করেছি এবং নিম্নে আমরা আল্লাহ্'র উপর ভরসা রাখার আবশ্যকতা সংক্রান্ত দলিলাদি কুর'আন এবং সুন্নাহ্ হতে উপস্থাপন করলাম:

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আর এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্'র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্'র রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, পরম করুণাময়।" [সূরা আল-বাক্বারা:২১৮]

"পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহবান করো ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।" [সূরা আল-'আরা'ফ: ৫৬]

"আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটে।" [সূরা আর-রা'দ: ৬]

"যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাইতো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতা তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।" [সূরা বণী-ইসরাইল: ৫৭]

"তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৯০]

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।" [সূরা আয-যুমার: ৯]

সুন্নাহ্ হতে দলিল:

বর্ণিত আছে যে, ওয়াছিলা বিন আল-আসকা' (রা.) বলেন, তোমরা সুসংবাদ দাও, কারণ আমি শুনেছি 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন যে আল্লাহ্ 'আয্যা ওয়া যাল্লা বলেন:

"বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা পোষণ করে আমাকে ঠিক তেমনভাবেই পাবে। সে যদি আমাকে দয়াময় মনে করে, সেটা তার, এবং কঠোর মনে করলে, সেটাও তার।"

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন চিন্তা করে আমি তার জন্য ঠিক তেমন, এবং যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন:

"আল্লাহ্ আয্যা ওয়া যাল্লা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ ব্যতিরেকে তোমরা কেউ মৃত্যুবরণ করো না।" [মুসলিম]

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, একটি যুবক যখন মারা যাচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে দেখতে গিয়েছিলেন: তিনি (সাঃ) বলেন:

তুমি কেমন বোধ করছো? যুবকটি বলল, হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমি আল্লাহ্'র উপর ভরসা করি, কিন্তু পাশাপাশি আমি আমার পাপসমূহ নিয়েও শঙ্কিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: "এই দু'টি জিনিস (আল্লাহ্ উপর ভরসা এবং নিজের গুনাহ্'র জন্য ভীত থাকা) একজন বান্দার হৃদয়ে একসঙ্গে থাকতে পারে না, যদি না সে যা আশা করে আল্লাহ্ তাকে তা না দিতেন এবং সে যে বিষয়ে শঙ্কিত তাকে তা হতে সুরক্ষা না দিতেন।" [ইবনে মাজাহ্ ও আত-তিরমিযী] হাফিজ আল মুনজিরি বলেন এর ইসনাদ সহীহ্।

আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি:

"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের কৃতকর্মকে ক্ষমা করে দিবো যতক্ষন না তোমরা দু'আ এবং আমার উপর ভরসা করো এবং এক্ষেত্রে আমি কোনকিছুর পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান, তোমাদের গুনাহ্ যদি এতোই বিস্তৃত হয় যে তা আকাশের খালি জায়গাসমূহকে পূরণ করে ফেলে, এবং তারপরও যদি তোমরা ক্ষমার আশায় আমার নিকট ফরিয়াদ করো তবে আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিবো, এবং আমি কোনকিছুর পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান, শিরক ব্যতিরেকে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যায় এমন পরিমাণ গুনাহ্ নিয়েও যদি তোমরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করো, তবে সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আমি তোমাদের স্বাগত জানাবো।" আত-তিরমিযী হতে বর্ণিত, যিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

হতাশা এবং নৈরাশ্য পরস্পরের সমার্থক। এগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র উপর ভরসা স্থাপনের বিপরীত। আল্লাহ্'র করুণা থেকে নিরাশ হওয়া হারাম। এ ব্যাপারে দলিল হচ্ছে আল্লাহ্'র কিতাব এবং সুন্নাহ্:

কিতাব:

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ করো এবং আল্লাহ্'র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র রহমত (*Rawh*) থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।" [সূরা ইউসূফ: ৮৭]; আয়াতটিতে রাওহিল্লাহি বলতে আল্লাহ্'র ক্ষমা ও করুণাকে বুঝায়।

"তারা বললো: আমরা আপনাকে সত্য সু-সংবাদ দিচ্ছি। অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। তিনি বললেন: পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?" [আল-হিজর: ৫৫-৫৬]

"যারা আল্লাহ্'র আয়াতসমূহ (*proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.*) ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [সূরা আল-আনকাবুত:২৩]

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহ্'র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব গুনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা যুমার:৫৩]

সুন্নাহ্

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"আল্লাহ্'র নিকট মজুদকৃত সব শাস্তি সম্পর্কে যদি মু'মিনগণ জানতো তাহলে তারা কখনো জান্নাতের আশা করতো না, এবং আল্লাহ্'র নিকট মজুদকৃত সব রহমত সম্পর্কে যদি কাফেররা জানতো তাহলে তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশের আশা পরিত্যাগ করতো না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

ফাদালাহ্ বিন উবায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"এবং তিন ধরনের লোক নিজেদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে না (তারাই হতভাগ্য): একজন ব্যক্তি যে আল্লাহ্ 'আয্যা ওয়া যাল্লার সাথে তাঁর পোশাকের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলার) পোশাকের উপরের অংশ হলো তাঁর অহংকার (*kibriyaa'*) এবং নীচের অংশ (*izaar*) হলো তাঁর পরাক্রমশীলতা ('*izzah*), এবং এমন একজন যে আল্লাহ্'র অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দিহান, এবং এমন একজন যে আল্লাহ্'র করুণা ও ক্ষমা হতে হতাশ হয়ে গেছে।"

(আহ্মদ, আত-তাবারানী, আল-বাজ্জার হতে বর্ণিত) আল-হায়সামী বর্ণণাকারীদেরকে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আল-বুখারী একে আল-আদাব আল-মুফরাদে এবং আল-হিব্বান একে তার সহীহ্তে বর্ণনা করেছেন।

খালিদের দুই ছেলে হাব্বাহ্ ও সাওয়াহ্ বর্ণনা করেন যে:

"একবার রাসূলুল্লাহ্ কোন একটি কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আমরা তাঁর গৃহে প্রবেশ করি, এবং তাকে কাজটি করতে সহায়তা করি। তিনি বললেন: গর্দান হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ জীবিত থাকা পর্যন্ত) তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিকের ব্যাপারে নিরাশ হইও না, কেননা মানুষ কোমল লাল ত্বক নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে যার কোন খোলস নেই, অতঃপর আল্লাহ্ আয্যা ওয়া যাল্লা তাকে রিযক দান করেন।"

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে একজন ব্যক্তি বলেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ), কবীরাহ্ গুনাহ্গুলো কি কি? তিনি (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্'র সাথে কাউকে শরিক করা, আল্লাহ্'র করুণার প্রতি হতাশ হওয়া এবং আল্লাহ্'র করুণা হতে হতাশ হওয়া।"

আল-হায়সামি বলেন: এ হাদীসটি আল-বাজ্জার এবং আত-তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত। আস-সুয়্যূতি এবং আল-ইরাকী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

রাসূলগণ (সাঃ) কখনও আল্লাহ্'র করুণা এবং বিজয় হতে নিরাশ হননি। বরং তাদের লোকদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়েছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।" [সূরা ইউসুফ:১১০] আল-বুখারী আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে: তিনি (রা.) কুযিবু পড়তেন একটি শাদ্দাহ্ সহকারে অর্থাৎ যেহেতু রাসূলগণ নিষ্পাপ তাই লোকেরা তাদের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করতো।

৮. প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্য্য ধারণ করা এবং ঐশী সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্'র সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহ্'র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।" [সূরা বাক্বারা: ২১৪]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও যারা সবর করে তাদেরকে। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্'র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।" [সূরা বাক্বারা: ১৫৫-১৫৬]

"অবশ্যই ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্যই তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তা হবে একান্তই সৎসাহসের ব্যাপার।" [সূরা আলি ইমরান:১৮৬]

"যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।" [সূরা আয-যুমার: ১০]

"তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।" [সূরা আল-বাক্বারা: ১৫৫]

"হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ করো এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো।" [সূরা আলি-ইমরান: ২০০]

"অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।" [সূরা আশ-শূরা: ৪৩]

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা বাক্বারা: ১৫৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:
"যখন আল্লাহ্ আয্যা ওয়া যাল্লা কাউকে ভালবাসেন, তাকে পরীক্ষা করেন। যে ধৈর্য্যশীল তাকে ধৈর্য্য প্রদান করা হবে। এবং যে উদ্বেগ প্রদর্শন করবে, তাকে উদ্বেগ দেয়া হবে।" মাহমুদ বিন লাবেদ এর বরাত দিয়ে আহমাদ এটি বর্ণনা করেন।

এছাড়া আহমাদ উল্লেখ করেন যে, মুসায়েব বিন সা'দ তার বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে: আমি বললাম: হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ): কোন লোকেরা সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়? তিনি (সাঃ) বললেন:

"নবীগণ সবচেয়ে অগ্রগামী, তারপর সৎকর্মশীলরা, তারপর তার পরবর্তী স্তরের লোকেরা, তারপর তারও পরবর্তী স্তরের লোকেরা। দ্বীনের প্রতি নৈকট্য যার যতটুকু তার পরীক্ষাও ততটুকু। সে যদি তার অঙ্গীকারের প্রতি দৃঢ় থাকে, তবে সে আরও বেশী পরীক্ষিত হবে, এবং যদি সে তার অঙ্গীকারের প্রতি দূর্বলতা প্রকাশ করে, তবে তার পরীক্ষাকেও হালকা করা হবে। একজন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষা করা হবে যতক্ষন না সে এমন অবস্থায় পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে যার কোনো গুণাহ্ নাই।"

আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত, যিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:
"...সবর হলো আলো।" [মুসলিম]
আবু সা'ঈদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি সবর করার চেষ্টা করেন, আল্লাহ্ তাকে সবর দান করবেন। এবং সবরের চেয়ে উত্তম এবং বৃহৎ কোনো পুরষ্কার কাউকে দেয়া হয়নি।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আবু ইয়াহিয়া সুয়াইব বিন সানা'ন (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"যদি সে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং এতে ধৈর্য্য ধারণ করে, তবে এটা তার জন্য কল্যাণকর।" [মুসলিম]

আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কবরের পাশে ক্রন্দনরত একজন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (সাঃ) তাকে আল্লাহ্-কে ভয় এবং ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিলেন। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বললেন, 'চলে যাও, তুমি আমার মতো দূর্যোগের ভেতর দিয়ে যাওনি।' মহিলা তখনও তাকে (সাঃ) সনাক্ত করতে না পারায় এমনটি বলেছিল। অতঃপর তাকে জানানো হয় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছিলেন। সুতরাং মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাড়িতে গেলেন এবং সেখানে কোনোরূপ পাহারা দেখতে পেলেন না। অতঃপর মহিলাটি বলল, 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই সবর হচ্ছে দূর্যোগের উপর প্রথম প্রতিঘাত'।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"আল্লাহ্ বলেন, 'আমার কাছে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত ছাড়া আর কোনো পুরষ্কার নাই, কারণ আমি তার নিকটজনকে দুনিয়া থেকে তুলে নেয়ার পরও সে সবর করে এবং আমার নিকট হতে পুরষ্কারের আশা করে।" [বুখারী]

আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সাঃ) তাকে (রা.) বলেন:

"ইহা একটি শাস্তি, যা আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা প্রেরণ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ এটিকে বিশ্বাসীদের জন্য রহমত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এমন একজন বান্দাও নেই যে নিজেকে প্লেগ রোগের প্রার্দুভাব হয়েছে এমন একটি ভূমিতে পেয়েও ধৈর্য্যের সাথে অবস্থান করে একথা ভেবে যে, তার ভাগ্যে আল্লাহ্ যা পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন এর বাইরে কিছুই হবে না, তখন আল্লাহ্ তাকে একজন শহীদের মতই পুরষ্কৃত করবেন।" [আল-বুখারী]

আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি:

"আল্লাহ বলেন, 'যদি আমি আমার বান্দার দু'টি প্রিয় জিনিস (দুটি চোখ) কেড়ে নিই এবং এতে সে ধৈর্য্য ধারণ করে, তবে এর ক্ষতিপূরণবাবদ আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো'।" তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বান্দার চোখকে বুঝিয়েছেন। আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।

আতা বিন আবি রাবাহ বর্ণনা করেছেন: ইবনে আব্বাস আমাকে বলেন, 'আমি কি তোমাকে এমন এক মহিলাকে দেখাবো যিনি জান্নাতি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন:

"এই কালো মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, 'আমার মৃগী রোগ রয়েছে এবং আমি সেসময় বিবস্ত্র হয়ে যাই। আপনি আমার জন্য আল্লাহ্'র নিকট দু'আ করুন।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তুমি যদি চাও তবে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারো এবং এজন্য তুমি জান্নাত পাবে। আর যদি তুমি চাও তবে তোমার রোগ মুক্তির জন্য আমি দু'আ করতে পারি।' মহিলাটি বলল, 'আমি ধৈর্য্য ধারণ করবো। তবে আমি যাতে বিবস্ত্র না হয়ে যাই এর জন্য আপনি আমার জন্য দু'আ করুন।' রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মহিলাটির জন্য দু'আ করলেন।"

'আব্দুল্লাহ্ বিন আও'ফা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শত্রুর মোকাবেলা করলেন, সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন এবং অতঃপর আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে মুসলিমগণ! তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করো না এবং আল্লাহ্'র নিকট হতে কল্যান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করো। আর যদি শত্রুর মুখোমুখি হয়েই যাও তবে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তার মোকাবেলা করো। মনে রেখো জান্নাত তরবারির ছায়ার নীচে।" তারপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্, আপনি কুর'আন

নাযিলকারী এবং মেঘসমূহের সঞ্চালনকারী, দুষ্কর্মের সহযোগীদের নিশ্চিহ্নকারী, তাদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন"।

এটা ছিল দূর্যোগময় পরিস্থিতিতে সবর সংক্রান্ত আলোচনা। ঐশী সিদ্ধান্তকে (ক্বাদা) মেনে নেয়া সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে; ইবনে আবু 'আসিম এবং আল-বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদে এই বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একই হাদীস আল-হাকীম বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ্ বলেছেন এবং আয-যাহাবী এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:

"আমি ঐশী সিদ্ধান্ত (ক্বা'দা) নির্ধারিত হবার পর আমি তাকে মেনে নেয়ার তৌফিক চাই।" আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী বিধানদাতা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, তাঁর নির্ধারিত ক্বা'দা-এর উপর বান্দার আত্মসমর্পণের প্রশংসা করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"আল্লাহ্'র ঐশ্বর্য্যরাজির মধ্য হতে তাঁর আরশের নীচে স্থান পাওয়া এমন একটি শব্দ সম্পর্কে কি আমি তোমাদের বলবো না বা দেখাবো না: আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই। আল্লাহ্ 'আয্যা ওয়া যাল্লা বলেন: আমার বান্দা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সুতরাং সে আত্মসমর্পণকারী।" এটি আল-হাকিম বর্ণনা করেন এবং তার মতে এর ইসনাদ সহীহ্। না এর কোন ত্রুটির (*'illah*) পরিলক্ষিত হয়েছে, না আমাদের শায়খদ্বয় তা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে হাজার বলেছেন: হাদীসটি আল-হাকিম সহীহ্ ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

ঐশী সিদ্ধান্তের (ক্বা'দা) প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম। আল-কুরাফি আয-যাখিরাহ্তে বর্ণনা করেন যে, এ ব্যাপারে ইজ্মা বা ঐক্যমত্য রয়েছে। এখানে তিনি মুজতাহিদদের ইজ্মার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'ইজমা অনুসারে ঐশী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম।' তিনি ঐশী সিদ্ধান্ত (ক্বা'দা) ও সিদ্ধান্তকৃত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন। তিনি বলেন, কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে মানবীয় প্রকৃতির কারণে সে ব্যাথা অনুভব করবে। কিন্তু এটি ঐশী সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করার নাম নয়, বরং এটি হলো সিদ্ধান্তকৃত বিষয়কে অস্বীকার করা। তবে সে যদি বলে, 'এভাবে কষ্ট পাওয়ার মতো কি কাজ আমি করেছি', 'আমার পাপ কি ছিল' অথবা 'এটি আমার প্রাপ্য ছিল না'-এসবই সিদ্ধান্তকৃত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান নয়, বরং ঐশী সিদ্ধান্তকে (ক্বা'দা) প্রত্যাখান করা। ঐশী সিদ্ধান্তের উপর অসন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়টি হারাম হওয়ার ব্যাপারে জানা যায় মাহমুদ বিন লাবিদ বর্ণিত হাদীস থেকে, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যখন আল্লাহ্ আয্যা ওয়া যাল্লা কাউকে ভালবাসেন, তাকে পরীক্ষা করেন। যে ধৈর্য্যশীল তাকে ধৈর্য্য প্রদান করা হবে। এবং যে উদ্বেগ প্রদর্শন করবে, তাকে উদ্বেগ দেয়া হবে।" [আহমাদ ও আত-তিরমিযী] ইবনে মুফলিহ বলেন এর ইসনাদ জাইয়্যিদ (*jayyid*)। সাদরে গ্রহণ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ মানুষের পক্ষ থেকে এবং সেকারণে সে তার গ্রহণের জন্য পুরষ্কৃত হবে এবং অসন্তুষ্টির জন্য শাস্তি পাবে। কিন্তু ঐশী সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই মানুষের কাজের কারণে নয়। ঐশী সিদ্ধান্তের গ্রহণ ও এ ব্যাপারে অসন্তুষ্টির বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। কেননা এগুলো তার কাজের অংশ।

"এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে।" [সূরা আন-নাজম: ৩৯]; ঐশী সিদ্ধান্ত (ক্বা'দা) পাপের জন্য কাফ্ফারাহ্ (expiation) এবং গুনাহ্সমূহ দূর করার একটি উপায়। এর পেছনে অনেক দলিল রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ্ বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"এমন কোনো মুসলিম নাই যে কিনা কোনো ক্ষতির মধ্যে পতিত হয় অথচ আল্লাহ্ তার গুণাহ্সমূহ মাফ করেন না, যেভাবে গাছের পাতাসমূহ ঝড়ে যায়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি (Agreed upon)]

এছাড়া আয়েশা (রা.) কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত আছে যে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন:
"এমন কোন দূর্যোগ মুসলিমের উপর আপতিত হয় না যার কারণে আল্লাহ্ তার কিছু গুনাহ্ মাফ করেন না, এমনকি এটি কোন কাঁটার আঘাত হলেও।"

এছাড়াও আবু হুরায়রা এবং আবু সা'ঈদের বর্ণিত হাদীস রয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"এমন কোনো ক্লান্তি, রোগ, কষ্ট, যন্ত্রনা, আঘাত, হতাশা নাই, যার কারণে আল্লাহ্ কোনো মুসলিমের গুনাহ্সমূহ মাফ করেন না, এমনকি সেটা কাঁটার আঘাতও হোক না কেন। [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

এছাড়াও আমরা এই বিষয়ে সা'ঈদ, মুয়াবিয়া, ইবনে আব্বাস, জাবির, উম্মে আলা', আবু বকর, আবদ আর রহমান আজহার, আল হাসান, আনাস, সাদ্দাদ, আবু উবায়দাহ (রা.)-দের কাছ থেকেও হাদীসের বর্ণনা পেয়েছি। এই বর্ণনাসমূহ হয় হাসান না হয় সহীহ্, কিন্তু সবগুলোই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং যেখানে বর্ণিত আছে যে, কষ্ট গুনাহ্সমূহকে দূরীভূত করে।

আয়েশা (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"এমন কোনো দূর্যোগ মুসলিমের উপর আপতিত হয় না যার কারণে আল্লাহ্ তার কিছু গুনাহ্ মাফ করেন না এবং তার অবস্থানকে আরও উপরে তুলেন না, এমনকি সেটা কাঁটার আঘাতও হোক না কেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে:

"যতক্ষণ না আল্লাহ্ তার জন্য এর পরিবর্তে একটি ভাল কাজ লিপিবদ্ধ করেন।" এখানে ঐশী সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়া, ধৈর্য্য ধারণ করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে কারও কাছে অভিযোগ না করার কারণে এই পুরষ্কার। এ শর্তগুলো সংক্রান্ত বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ শুয়াইব (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"মুমিনের বিষয়সমূহ অদ্ভুত, কেননা তার সব কাজের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং মু'মিন ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না। কারণ খুশি হওয়ার মতো কিছু ঘটলে সে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে ধন্যবাদ জানায়, অর্থাৎ এর মধ্যে তার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর যদি সে সমস্যায় পতিত হয় এবং সে সময় ধৈর্য্য প্রদর্শন করে, এর মধ্যেও তার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"

এছাড়াও সহীহ্ ঘোষিত এবং আয-যাহাবী সমর্থিত আল-হাকিম বর্ণিত হাদীসে আবু দারদা বলেন আমি আবু কাসিমকে বলতে শুনেছি:

"আল্লাহ্ 'আয্যা ওয়া যাল্লা বলেন: হে ঈসা, আমি তোমার পর এমন এক উম্মাহ্'র উত্থান ঘটিয়েছি, যারা অপছন্দীয় কিছু প্রাপ্ত হলে আল্লাহ্'র শুকরিয়া আদায় করে, কিন্তু অপছন্দীয় কষ্টকর কিছুতে পতিত হলে তারা হিলম্ (forbearance বা ধৈর্য্য) কিংবা ইলম্ (knowledge বা জ্ঞান) ছাড়াই আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে পুরষ্কারের আশা করে এবং বিচলিত হয় না। তিনি (সাঃ) প্রশ্ন করলেন: হে আমার রব, এটা কীভাবে সম্ভব? আল্লাহ্ বলেন: আমি আমার ধৈর্য্য (হিলম্ (forbearance)) এবং আমার জ্ঞান (ইলম্ (knowledge)) হতে তাদের দান করবো।"এছাড়াও একটি গ্রহণযোগ্য ইসনাদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস বরাত দিয়ে আত-তাবারানী বর্ণনা করেন যে:

"কোন ব্যক্তিকে জান ও মালের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হলে সে যদি পরীক্ষার বিষয়টি গোপন রাখে এবং লোকদের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ না করে তখন সে বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহ্'র অধিকার হয়ে যায়।" আল-বুখারী উল্লেখ করেন, আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্ আয্যা ওয়া যাল্লা বলেন, 'আমি যদি আমার কোন বান্দার দু'টি প্রিয় জিনিস (দুইটি চোখ) কেড়ে নিই এবং এতে সে ধৈর্য্য ধারণ করে, তবে এর ক্ষতিপূরণবাবদ আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো'।" [আল-বুখারী]

এছাড়া আল-আদাব আল-মুফরাদে আবু হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল-বুখারী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:
"যত ছোটই হোক, এ দুনিয়ায় কোনো মুসলিমের উপর যদি কোনো দূর্যোগ আপতিত হয় এবং পুরষ্কারের আশায় সে সময়টি ধৈর্য্যের সাথে অতিক্রম করে, তাহলে বিচার দিবসে তাকে তার গুনাহ্সমূহ্ থেকে মুক্তি দেয়া হবে।"

এখানে আমাদের থামা প্রয়োজন এবং ধৈর্য্যের বিষয়টি চিন্তা করা দরকার যাতে করে এর অর্থ ও বাস্তবতার বিষয়ে কিছু মুসলিমের মধ্যে থাকা সন্দেহ দূরীভূত হয়। ইসলামের পবিত্র বিষয়সমূহের লঙ্ঘন, হুদুদ উপেক্ষিত ও জিহাদ রদ হতে দেখেও কিছু লোক ভাবে যে, তাদের নিজেদের গুটিয়ে রাখা এবং লোকদের থেকে নিজেকে আলাদা রাখা উচিত এবং মুনকার ও মুনকারকারীর কাছ থেকে দূরে থাকা যায়। তারা এগুলোর বিরুদ্ধে কোনরূপ অবস্থান গ্রহণ করে না। তারা এগুলো থেকে দূরে থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্বকে পরিত্যাগ করে এবং এটাকেই কিছু লোক ধৈর্য্য ধারণ করা হিসেবে বিবেচনা করে। অন্য কিছু লোক মনে করে যে, ধৈর্য্য হলো ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা এবং ধৈর্য্যশীলতা প্রকাশ পেলে হয়তো আল্লাহ্'র শত্রুরা তাদের উপর দমন-পীড়ন করতে পারে এই ভয়ে তা থেকে বিরত থাকা। তারা সত্য কথা বলতে সাহস করে না অথবা

এমন কোন কাজ করে না যা আল্লাহ্'কে সন্তুষ্ট করতে পারে। তার বদলে তারা নীরবতা অবলম্বন করে এবং কোন জায়গার কোণে অবসাদগ্রস্ত হয়ে বসে থাকে এই ভেবে যে তারা ধৈর্য্যশীল। এটা সেই ধৈর্য্য নয় যার জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

"যারা সবর করে, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।" [সূরা যুমার:১০]; এটি আসলে এক ধরনের দূর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয় যা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিরত থাকার জন্য দু'আ করতেন:

"হে আল্লাহ্ আমি দুশ্চিন্তা ও দূর্দশা, অসহায়ত্ব ও আলস্যতা, কাপুরুষতা ও কৃপণতা, ব্যাপক ঋণগ্রস্ততা ও মানুষের জুলুম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।"

ধৈর্য্য অর্থ হলো আপনি হক্ব কথা বলবেন ও সে অনুযায়ী কাজ করবেন এবং আল্লাহ্'র রাস্তায় যত পরীক্ষা আসবে তা ধৈর্য্যের সাথে কোনরূপ বিচ্যুতি, দূর্বলতা ও হক্ব পরিত্যাগ করা ব্যতিরেকে সহ্য করবেন।

অবশ্যই ধৈর্য্য হলো তাই যা তাক্বওয়া থেকে উদ্ভুত হয়- যা নীচের আয়াত থেকে জানা যায়:

"নিশ্চয়ই যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" [সূরা ইউসুফ: ৯০]

যারা আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদ করে তাদের ক্ষেত্রে ধৈর্য্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে:

"আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহ্'র পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্'র রাস্তায় তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা আলি ইমরান: ১৪৬]

এটি হলো কষ্টে পতিত এবং এ ব্যাপারে ঐশী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ধৈর্য্য যা একজনকে অবিচলতা ও দৃঢ়তার দিকে নিয়ে যায় এবং নড়বড়ে হতে দেয় না। এটি একটি লোককে কুর'আনকে আকড়ে ধরতে উদ্ধুদ্ধ করে এবং ধৈর্য্যের নাম করে একে অবহেলা করে না। এটি বান্দাকে তার প্রভূর নিকটে নিয়ে আসে এবং দূরত্ব তৈরী করে না:

"অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেনঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার।" [সূরা আম্বিয়া: ৮৭]

এটি এমন এক ধরনের ধৈর্য্য যা সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে এবং জান্নাতকে নিকটে নিয়ে আসে। এটি হচ্ছে বিলাল, খাব্বাব ও ইয়াসিরের পরিবারের ধৈর্য্য:

"হে ইয়াসিরের পরিবার ধৈর্য্য ধারণ করো, কারণ অবশ্যই জান্নাত হবে তোমাদের আবাস।" এটি হলো খুবাইব ও যায়েদের ধৈর্য্য: "আল্লাহ্'র কসম যদি মুহম্মদ (সাঃ)-এর উপর একটি কাটারও আঘাত আসে, তখনও আমি আমার পরিবারের মধ্যে নিরাপদ থাকতে চাই না।"
এটি হলো যারা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাউকে ভয় না করে অত্যাচারী শাসকের হাত চেপে ধরতে চায় তাদের ধৈর্য্য:

"আল্লাহ্'র কসম, অবশ্যই তোমরা যদি সৎ কাজের আদেশ না দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ না করো, এবং অত্যাচারী শাসকের হাত চেপে না ধরো এবং তাকে হক্বের উপর থাকতে বাধ্য না করো, এবং তাকে হক্বের মধ্যে বেঁধে না রাখো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের একজনের হৃদয়কে আরেকজনের বিরুদ্ধে আক্রান্ত করে দিবেন, অতঃপর তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তোমাদের সেভাবে অভিশাপ দিবেন যেভাবে তিনি বনী ইসরাইলীদের দিয়েছিলেন।"

এটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিখ্যাত, সৎ ও বিশ্বাসভাজন সাহাবীদের ধৈর্য্য।

এটি হলো সাহিফার এবং বয়কটের সম্মুখীন হওয়া সিহাব এ আবদুল মুত্তালিব এর লোকদের, যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন তাদের এবং যারা আল্লাহ্'কে রব হিসেবে মেনে নেয়ার কারণে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদের ধৈর্য্য।

এটি হলো মুশরিক, পারস্য ও রোমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আনসার ও মুহাজেরীনদের ধৈর্য্য।

আবদুল্লাহ্ বিন আবু হুযায়ফা এর সৈন্যবাহিনী থেকে যাদের কয়েদী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের ধৈর্য্য।

এটি হল বিশ্বাসী ও সৎ মুজাহিদদের ধৈর্য্য।

এটি হল যারা সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং আল্লাহ্'র রাস্তায় সংগ্রামরত অবস্থায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দূর্বল হয় না, তাদের ধৈর্য্য।

এটি হল তার ধৈর্য্য যে আল্লাহ্'র নীচের কথাটিকে পূরণ করেছে:

"অবশ্যই ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্যই তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।" [সূরা আলি ইমরান: ১৮৬]

এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যে পর্যন্ত না জানতে পারি তোমাদের মধ্য থেকে জেহাদকারী এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।" [সূরা মুহাম্মদ: ৩১]

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্'র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্'র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত।" [সূরা বাক্বারাহ্: ১৫৫-১৫৭]

৯. দু'আ, আল্লাহ্'র স্মরণ, এবং মাগফিরাত কামনা করা

১. দু'আ (supplication) শুধুমাত্র ইবাদতই নয় বরং ইবাদতের মগজ, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বক্তব্য হতে স্পষ্ট:

"এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেন: "তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। নিশ্চয়ই! যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে দাখিল হবে"!" [গাফির: ৬০]; এখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দু'আকে ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যখন তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা), '**ادْعُونِي** পর **عِبَادَتِي**' উল্লেখ করেছেন। অনুরুপ বক্তব্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট থেকেও পাওয়া যায়:

"দু'আ হলো ইবাদতের মগজ।" নু'মান বিন-বাশি'র-এর বরাত দিয়ে আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি (আত-তিরমিযী) হাদিসটিকে হাসান সহীহ্ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

দু'আ হলো ইবাদত এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সেই বান্দাকে ভালবাসেন যে দু'আ করে। দু'আ করা মুস্তাহাব এবং যে এটি ত্যাগ করলো সে প্রভূত কল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত হলো। আর যে অহংকারবশতঃ দু'আ পরিত্যাগ করলো, তার অবস্থান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিম্নোক্ত বক্তব্যের মধ্যে পড়ল:

"তারা সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে দাখিল হবে"! [সূরা গাফির: ৬০]

অর্থাৎ, তারা লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নীচু মানসিকতা সম্পন্ন।

২. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের কাছে পরিষ্কার করেছেন যে, যখন আমরা দু'আ করছি তখন আমাদের তাঁর আদেশ মানা উচিত, শারী'আহ্ গ্রহণ করা উচিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অনুসরণ করা উচিত:

"কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথের দিকে ধাবিত হতে পারে।" [সূরা বাক্বারা:১৮৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"কোন ব্যক্তি আল্লাহ্'র নিকট দু'আ করে, কিন্তু তার খাবার ও পানীয় হারাম পথে অর্জিত। সুতরাং তার দু'আ কিভাবে কবুল হবে?" [মুসলিম]

দু'আর জন্য শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে সিজদাকালীন সময়ে, মধ্যরাতে, প্রতি ওয়াক্তের ফরয নামাজে। আবু হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"সিজদাকালীন সময়ে বান্দা তার রব-এর সবচেয়ে সন্নিকটে থাকে, সুতরাং ঐ সময়টিতে ঘন ঘন দু'আ করো।" আবু উমামার বরাত দিয়ে আত্-তিরমিযী বর্ণিত একটি হাদীসে যাকে তিনি হাসান আখ্যা দিয়েছেন, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো দু'আ কবুলের শ্রেষ্ঠ সময় কোনটি? প্রত্যুত্তরে তিনি (সাঃ) বললেন:

"মধ্যরাতে এবং ফরয নামাজের পর দু'আ।"

তাছাড়া রমযান মাসের দু'আও বরকতময়। আত্-তিরমিযী একটি হাসান হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"তিনব্যক্তির দু'আ কখনো প্রত্যাখাত হয় না : ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ, ন্যায়পরায়ণ শাসকের দু'আ এবং সেই ব্যক্তির দু'আ যার উপর অন্যায় করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের দু'আকে মেঘের উপরে উঠিয়ে নেন, এবং জান্নাতের দরজাগুলো তাদের জন্য খুলে দেয়া হয়, এবং আল্লাহ্ বলেন, 'আমার মর্যাদা'র কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাহায্য করবো, এমনকি তা কিছু বিলম্বে হলেও'।"

৩. দু'আকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করার অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টাকে ত্যাগ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, কিভাবে তিনি (সাঃ) বদরের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, সৈন্যদের সজ্জিত করেছেন এবং তাদের নিজ নিজ জায়গায় স্থাপন করেছেন। বিজয়ের জন্য তিনি প্রথমে খুব ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন এবং পরে আল্লাহ্'র দরবারে আকুল প্রার্থনার জন্য তাবুতে প্রবেশ করেছেন। তিনি (সাঃ) এত পরিমাণ দু'আ করছিলেন যে, আবু বকর (রা.) তাঁকে বললেন:

"হে রাসূলুল্লাহ্, আপনার দু'আর একটি অংশই এই যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য যথেষ্ট।"

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেয়া হলো তখন তিনি (সাঃ) তাঁর যাত্রাকে সুগম করার জন্য সব ধরনের উপায় অবলম্বন করেছিলেন ঠিক যেমনিভাবে কুরাইশদের এবং তাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে দূরে রাখার এবং নিরাপদে মদীনা পৌছানোর জন্য দু'আও করেছিলেন।

সুতরাং তিনি (সাঃ) উত্তর দিকে যাওয়ার বদলে দক্ষিণে যাত্রা করেন এবং লুকানোর জন্য আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে সাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। তিনি (সাঃ) আব্দুর রহমান বিন আবু বকরের মাধ্যমে কুরাইশদের এবং তাদের পরিকল্পনার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতেন। এবং তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর সময় তার পদচিহ্নগুলো মুছে ফেলতে তার পিছু পিছু মেষপালক পাঠাতেন যাতে কুরাইশ কাফিরদের বোকা বানানো যায়। তাঁকে খোঁজার অভিযান ঝিমিয়ে পড়া পর্যন্ত তিনি (সাঃ) সেখানে তিনদিন যাবৎ অবস্থান করেন, এবং তারপর মদীনা আল-মুনাওওয়ারা পথে যাত্রা শুরু করেন। মদীনা পর্যন্ত পৌছানোর ব্যাপারে পুরোপুরি আত্নবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সাঃ) এসব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যখন কাফিররা গুহা মুখে পৌছে গেলো তখন কাফিররা দেখে ফেলতে পারে আবু বকর (রা.)-এর এই আশঙ্কার জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে কি বলেছিলেন সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। আবু বকর (রা.) বললেন: **"হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), তারা যদি শুধুমাত্র তাদের পায়ের পাতার দিকে তাকায় তাহলেই আমাদের দেখে ফেলবে।"** প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বললেন: **"ঐ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার কী অভিমত যাদের সাথে তৃতীয়জন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা?"** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফিররা তাঁকে বহিস্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।" [সূরা আত্-তাওবাহ্ :৪০]

কুরাইশদের কাছে ফেরত নিয়ে যাওয়া ও পুরস্কার জেতার আশায় হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও আবু বকর (রা.)-কে প্রায় ধরে ফেলেছিলেন যেই ব্যক্তি, সেই সুরাকাকে তিনি (সাঃ) বলেছিলেন:

"তাকে ফিরে যেতে দাও এবং সে কিসরার হাতের বালা পাবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতেন যাতে করে আমরা তাকে অনুসরণ করতে পারি। আবার একইসাথে মনে রাখতে হবে যে, কুরাইশদের অনুসন্ধান থেকে নিজেকে রক্ষা ও তাদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্'র নিকট দু'আ করেছেন। যখন তিনি (সাঃ) রাতের বেলা কাফির পরিবেষ্টিত গৃহ ত্যাগ করছিলেন তখন তিনি তাদের মুখে ধুলো ছুড়ে দিয়েছিলেন।

তিনি (সাঃ) আত্নবিশ্বাসী ছিলেন যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করবেন এবং তাদের কাছ থেকে তাকে রক্ষা করবেন। সে কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

দু'আ করার অর্থ এই নয় যে, আমরা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা বাদ দিবো। বরং দু'আর সাথে সাথে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির সমন্বয় থাকতে হবে।
যে ব্যক্তি চান যে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক সে তা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র দু'আ করেই আত্মতুষ্টিতে ভোগা উচিত নয়। বরং তাকে অবশ্যই খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের সাথে কাজ করতে হবে এবং এর দ্রুত প্রত্যাবর্তনের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দরবারে দু'আ করতে হবে। বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের পাশাপাশি তাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছে অনুনয়-বিনয় করা উচিত।

এভাবেই একজন ব্যক্তির যাবতীয় কাজগুলো সম্পন্ন করা উচিত। সে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ওয়াস্তে নিষ্ঠার সাথে কাজ করবে, এবং রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি সৎ থাকবে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছে বিনীত ও আকুল হয়ে দু'আ করবে। কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন সেই সত্ত্বা যিনি শোনেন ও বান্দার আহ্বানে সাড়া দেন।

৪. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ ব্যক্তির আহ্বানেই সাড়া দেন যিনি তাঁকে ডাকেন। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নিঃসহায় বান্দার আহ্বানে সাড়া দেন।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:
"এবং তোমাদের পালনকর্তা বলেন: "তোমরা আমাকে ডাকো, (এবং যেকোন কিছুর জন্য আমাকে ডাকো) আমি সাড়া দেব"।" [সূরা গাফির: ৬০]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:
"আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তখন (তাদেরকে বলে দাও) বস্তুত: আমি সন্নিকটে রয়েছি। যখন বান্দা আমার নিকট দু'আ করে তখন আমি দু'আকারীর আহ্বানে সাড়া দেই। [সূরা বাক্বারা:১৮৬]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:
"তিনিই কি (তোমাদের ইলাহ্'দের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন যিনি নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে, এবং যিনি কষ্ট দূরীভূত করেন।" [সূরা আন-নামল: ৬২]

দু'আয় সাড়া দেয়ার শরী'আহ্গত অর্থ রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের নিকট পরিষ্কার করেছেন:

"কোন মুসলিমের দু'আ'তে যখন গুনাহ্ ও রক্তের সম্পর্কচ্ছেদ বিষয়ক কোনকিছুর অন্তর্ভূক্তি না থাকে তখন সে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যেকোন একটি দ্বারা পুরষ্কৃত হবেন: আল্লাহ্ হয়তো তার দু'আ কবুল করবেন, অথবা এটার পুরষ্কার পরকালের জন্য জমা রাখবেন, অথবা তার উপর থেকে সমপরিমান কোন মুসিবত সরিয়ে দিবেন।" যারা এ কথা শুনতে পেলো তারা বলল, "আমরা তাহলে এখন থেকে বেশী বেশী দু'আ করবো।" প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: "দু'আ কবুলের ক্ষেত্রে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তোমাদের চাওয়ার চেয়েও বেশী প্রস্তুত।" [আহ্মদ এবং আল-বুখারী কর্তৃক আল-আদাব আল-মুফরাদ-এ উল্লেখিত]

তিনি (সাঃ) বলেন:

"দু'আ কবুল করা হবে যদি সে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ না করে এবং অধৈর্য্য না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো: হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অধৈর্য্য কি? তিনি (সাঃ) বললেন: অধৈর্য্য হচ্ছে যখন বান্দা একথা বলে, 'আমি দু'আ করলাম অথচ আমার দু'আ কবুল হলো না' এবং ফলশ্রুতিতে সে হতাশ হয়ে গেল এবং দু'আ করা ত্যাগ করলো।" [মুসলিম]

তাই আল্লাহ্'র কাছে আমাদের দু'আ করতে হবে। আমরা যদি সৎ, নিষ্ঠা ও আনুগত্যশীল হই তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বক্তব্য অনুযায়ী তা কবুলের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি।

তাছাড়া আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে জিকির (অর্থাৎ আল্লাহ্'র স্মরণ) করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"সুতরাং তোমরা (ইবাদত, প্রসংশা, ইত্যাদির মাধ্যমে) আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।" [সূরা বাক্বারা: ১৫২]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"এবং স্মরণ করতে থাকো স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না।" [সূরা আ'রাফ: ২০৫]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আল্লাহ্'কে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" [সূরা আল-জুমু'আ:১০]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ্'কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। এবং সকাল বিকাল আল্লাহ্'র পবিত্রতা বর্ণনা করো।" [সূরা আল-আহ্যাব:৪১-৪২]

এবং আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্ বলেন; 'আমি আমার বান্দার কল্পনার সাথেই বিরাজ করি এবং যখনই সে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহার সাথে অবস্থান করি। যখন সে আমাকে মনে মনে একাকী স্মরণ করে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যখন সে আমাকে বড় জামায়াতে স্মরণ করে আমি তাহাকে উহার চাইতেও উৎকৃষ্ট সমাবেশে স্মরণ করি। বান্দা যখন আমার প্রতি একবিঘৎ নিকটবর্তী হয় আমি তাহার প্রতি একহাত নিকটবর্তী হই, আর যখন সে আমার প্রতি একহাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার প্রতি একগজ অগ্রসর হই। সে যখন আমার প্রতি হাটিয়া অগ্রসর হয়, আমি তাহার প্রতি ছুটিয়া দৌড়াইয়া আসি।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আবু হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা অভিমূখে যাত্রা করার সময়ে যখন তিনি (সাঃ) একটি পাহাড়ের উপর আসলেন, যা *'যুমদান'* পাহাড় হিসেবে পরিচিত ছিল। এই যুমদান পাহাড়ের সফর করো। *মুফার্‌রিদু'নগণ* (যেসমস্ত মানুষ যারাই একাই) শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছেন। সাহাবীগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) *মুফার্‌রিদু'ন* কারা? উত্তরে তিনি (সাঃ) বলেন: যেসব নারী-পুরুষগণ (সবসময়) অত্যধিক মাত্রায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে স্মরণ করে।"

আল-কুরা'ফী তার আয-যাকিরাহ্ গ্রন্থে বলেন: আল-হাসান বলেন: যিকির (স্মরণ) দু'ধরনের: জিহ্বার যিকির-যা পছন্দনীয়, কিন্তু তদাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে আল্লাহ্'র যিকির করা যখন তিনি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ দেন। যিকিরের বিষয়টি অনেক ব্যাপক, তাই এ বিষয়ে আরও জানতে আগ্রহীগণ সংশ্লিষ্ট স্থানে খোঁজ করতে পারেন।

আল্লাহ্'র ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়টির ক্ষেত্রে: এটাকেও মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য করা হয়, কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"তারা ধৈর্য্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।" [সূরা আ'লি 'ইমরান: ১৭]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যে গুনাহ্ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্'কে ক্ষমাশীল, করুণাময় হিসেবে পায়।" [সূরা আন-নিসা: ১১০]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"অথচ আল্লাহ্ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ্ কখনও তাদের উপর আযাব দিবেন না।" [সূরা আল-আনফাল: ৩৩]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহ্'কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।" [আলি-ইমরান: ১৩৫]

আবু হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্ত্বার কসম, যদি তোমরা ভুল না কর, তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তোমাদেরকে সরিয়ে এমন লোকদের উত্থান ঘটাবেন যারা ভুল করবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।"

আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে একটি হাসান ইসনাদ সহকারে আত্-তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, যতক্ষণ তুমি আমার কাছে সকাতরে প্রার্থনা করো এবং আমার উপর ভরসা রাখো, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি যে অপরাধ করো তার জন্য আমি ক্ষমা করতে থাকবো এবং এ ব্যাপারে তোয়াক্কা করবো না। হে আদম সন্তান তোমার গুনাহ্ যদি এত বেশী হয় যে তা আসমানের খালি জায়গাসমূহ পূরণ করে ফেলে, তারপর তুমি আমার ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো এবং এ ব্যাপারে আমি কারও পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান, শিরক করা ব্যতিরেকে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যায় এমন পরিমাণ গুনাহ্ নিয়েও তুমি যদি আমার সাথে সাক্ষাৎ করো, তবে সমপরিমাণ ক্ষমা দ্বারা আমি তোমাকে অভিবাদন জানাবো।"

আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আহমাদ ও আল-হাকিম উল্লেখিত একটি হাদীস পরবর্তীতে সহীহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আয-যাহাবী একমত পোষণ করেছেন। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"ইবলিশ বললো: তোমার ইজ্জতের কসম, আমি ততক্ষন পর্যন্ত তোমার বান্দাদেরকে প্রতারিত করতে থাকবো যতক্ষন তাদের দেহের মধ্যে তাদের রুহ্ বিদ্যমান থাকবে। প্রত্যুত্তরে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলবেন: আমার গৌরব ও ইজ্জতের কসম, আমি ততক্ষন পর্যন্ত আমার বান্দাকে ক্ষমা করতে থাকবো যতক্ষন সে ক্ষমা চাইতে থাকবে।" আব্দুল্লাহ্ বিন বিশর-এর বরাত দিয়ে ইবনে মাজাহ্ একটি সহীহ্ ইসনাদে বর্ণনা করেন যে, বিন বিশর বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছেন:

"রহমত তার প্রতি যার আমলনামায় ঘন ঘন ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি লিপিবদ্ধ রয়েছে।" আবু যর (রা.)-এর বরাত দিয়ে একটি দীর্ঘ হাদীসে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর রব-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে :

"হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিনে এবং রাতে অনেক ভুল করো এবং আমি সেগুলোর সবগুলোকে ক্ষমা দেব। সুতরাং আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব।"

১০. আল্লাহ্'র উপর ভরসা রাখা ও তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্'র উপর ভরসা করার বিষয়টি কয়েকটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত:

প্রথমত: বিষয়টি আক্বীদার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর তা হলো যে, একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, যিনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা; মুসলিমরা কল্যাণ হাসিল ও অকল্যাণকে দূর করার জন্য যার উপর ভরসা রাখে। যে ব্যক্তি এটিকে অস্বীকার করে সে কাফির বা অবিশ্বাসী।

দ্বিতীয়ত: বান্দাকে অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র উপর ভরসা করতে হবে। এবং বিষয়টি হৃদয় (Heart) দ্বারা উপলব্দির একটি কাজ। সুতরাং, বান্দা যদি হৃদয় দ্বারা উপলব্দি না করে শুধু মুখে তাওয়াক্কুলের কথা বলে তাহলে কোনো লাভ নাই।

তৃতীয়ত: যদি বান্দা তাওয়াক্কুল সম্পর্কিত ক্বাতঈ দলিলসমূহকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

চতুর্থত: বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা এবং তাওয়াক্কুল করা দুটি ভিন্ন বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন দলিলের আলোকে তারা দুটি ভিন্ন বিষয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাওয়াক্কুল করতেন এবং পাশাপাশি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতেন, এবং আয়াত ও হাদিস দ্বারা সাহাবী(রা.)-দেরকেও তাই করার নির্দেশ দিতেন। তিনি (সাঃ) তাঁর আয়ত্তের মধ্যে থাকা সম্ভব সবকিছুই প্রস্তুত করতেন, যেমন: বদরের কুয়া খালি করা, পরিখা খনন করা, সাফওয়ানের কাছ থেকে বর্ম ধার করা, baths springs, খায়বারে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া, মক্কা বিজয় করতে মনস্থির করার পর কুরাইশদের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়া, and he entered Makkah supported by two plates of armour. নীচের আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগে তিনি (সাঃ) সুরক্ষার জন্য একজন পাহারাদার নিয়োগ দিয়েছিলেন:

"আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন।" [সূরা আল-মা'য়িদাহ্: ৬৭]; মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এগুলো হলো এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ। আর মক্কা জীবনে, তিনি (সাঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে হাবাশায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং চাচা আবু তালিবের নিকট আশ্রয়ের পূর্বে বয়কটকালীন সময়টিতে তিনি (সাঃ) সি'ব-এ অবস্থান করছিলেন। হিজরতের রাতে তিনি (সাঃ) আলী (রা.)-কে তাঁর বিছানায় ঘুমানো নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেসময় তিনি (সাঃ) তিন রাত একটি গুহায় কাটিয়েছিলেন এবং বানি জু'ল-এর একজন অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শককে রাস্তা চেনার জন্য ভাড়া করেছিলেন। এসব হচ্ছে বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের উদাহরণ। তাঁরা তাওয়াক্কুল এবং এ সম্পর্কিত কোনকিছুকে বাদ দেননি। দু'টি বিষয়কে এক করে ফেললে তাওয়াক্কুল কোনো প্রভাব ছাড়া শুধুমাত্র একটি নামেই পরিণত হবে। (They do not negate *tawakkul* or have anything to do with the subject. Mixing both topics leads to *tawakkul* to become only in form without any effect.)

তাওয়াক্কুল করা ফরয, এ সংক্রান্ত দলিলগুলো হচ্ছে:

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যাদেরকে (মু'মিনদের) লোকেরা (মুনাফিকরা) বলেছে যে, "তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা (মুশরিকরা) সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম, সৈন্যদল; সুতরাং, তাদেরকে ভয় করো।" কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস শুধু দৃঢ়তর হয়, এবং তারা বলে: "আল্লাহ্'ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এবং তিনি কতই না চমৎকার সফলতা দানকারী।" [সূরা আলি ইমরান:১৭৩]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গুনাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট খবর রাখেন।" [সূরা আল-ফুরক্বান: ৫৮]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আল্লাহ্'র উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।" [সূরা আত্-তাওবাহ্: ৫১]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্'র উপর ভরসা করুন।" [সূরা আলি 'ইমরান: ১৫৯]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।" [সূরা ত্বালাক: ৩]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"অতএব, তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর উপর ভরসা রাখো।" [সূরা হুদ: ১২৩]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহ্'ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।" [সূরা আত্-তাওবাহ্: ১২৯]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"বস্তুত যারা ভরসা করে আল্লাহ্'র উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ।" [সূরা আল-আনফাল: ৪৯]

- একটি হাদিসে ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সত্তর হাজার লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি (সাঃ) বলেন:

"...তারা হলো সে ব্যক্তি যারা রুকাইয়াহ্ (জাদুটোনা) এর আশ্রয় নেয়নি, নৈরাশ্যবাদী নয়, উল্কি আকাঁয় না এবং পুরোপুরি আল্লাহ্'র উপর ভরসা রাখে।"

- ইবনে 'আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়াতেন তখন তিনি দু'আ করতেন এই বলে:

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার নিকট নিজেকে আত্মসমর্পন করলাম, তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তোমার উপর আস্থা স্থাপন করলাম।"

- এটি বর্ণিত আছে যে, আবু বকর আস-সিদ্দিক (রা.) বলেন: "যখন আমরা গুহায় লুকিয়ে ছিলাম তখন আমি মুশরিকদের পায়ের পাতা দেখতে পাচ্ছিলাম এবং তারা (কাফিররা) আমাদের মাথার উপরে ছিল। তখন আমি বললাম: হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তারা যদি তাদের পা বরাবর নীচের দিকে তাকায় তাহলেই আমাদের দেখতে পাবে।" তিনি (সাঃ) বললেন:

  "হে আবু বকর, ঐ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার মন্তব্য কি যাদের সাথে তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা?" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- উম্মে সালামাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, গৃহ ত্যাগের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারণত নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন:

"আল্লাহ্'র নামে, আল্লাহ্'তে আমি আমার বিশ্বাস স্থাপন করলাম..."

আত্-তিরমিযী হতে বর্ণিত। তিনি এটিকে হাসান সহীহ্ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আন-নববী রিয়াদুস সালেহীনে উল্লেখ করেন যে, এটি একটি সহীহ্ হাদীস।

- আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ্ বলেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে: "আল্লাহ্'র নামে, আল্লাহ্'তে আমি আমার বিশ্বাস স্থাপন করলাম; আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো শক্তি এবং ক্ষমতা নাই।" ঐ সময়ে তাকে বলা হবে: তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট, কারণ তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ, পথপ্রদর্শিত ও সুরক্ষিত।" তখন একজন শয়তান অপর শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ করে বলবে: "ঐ ব্যক্তিকে তুমি কেমন করে পথভ্রষ্ট করবে যে কিনা স্বয়ংসম্পূর্ণ, পথপ্রদর্শিত ও সুরক্ষিত?"**

ইবনে হিব্বান এটি তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেছেন। আল-মাকদিসি আল-মুখতারাহ্'তে উল্লেখ করেন যে: এই হাদীসটি আবু দাউদ ও আন-নাসা'ঈ সহীহ্ ইসনাদের সাথে বর্ণনা করেন।

- উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"তুমি যদি বাস্তবিকভাবে ও সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্'র উপর পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করো, তবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তোমাদের এমনভাবে রিযিক প্রদান করবেন যেভাবে তিনি পাখিদের প্রদান করেন। তারা দিনের শুরুতে খালি পেটে বের হয়, এবং সম্পূর্ণ ভরা পেটে ফিরে আসে।"

এটি আল-হাকিম বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন এর ইসনাদ সহীহ্। ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে এটি উল্লেখ করেন ও আল-মাকদিসি তার মুখতারাহ্'তে এটিকে সহীহ্ বলেন।

মুস্তাহাব ইবাদতে নিষ্ঠার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এর অর্থ হচ্ছে রিয়া' (লোক দেখানো ইবাদত) ত্যাগ করা। এটি হৃদয়ের একটি কাজ, যা বান্দা এবং স্রষ্টা ব্যতিরেকে আর কেউ জানে না। হয়তো বিষয়টি বান্দার নিকট অজ্ঞাত থেকে যাবে যদি না সেটি সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করে, আত্মজিজ্ঞাসা করা শুরু করে ও নিজেকে জিজ্ঞেস করে কেন সে একটি বিশেষ মুস্তাহাব কাজ করছে কিংবা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে। যদি দেখা যায় যে, সে কেবলমাত্র আল্লাহ্'র জন্য কাজটি করছে তবে সে নিষ্ঠাবান। আর যদি দেখা যায় যে, সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কারণে করছে তাহলে তার রিয়া' বা প্রদর্শনেচ্ছা রয়েছে। এ ধরনের চারিত্রিক প্রবণতাকে সংশোধন প্রয়োজন, এবং এজন্য দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। যখন বান্দা এমন এক চারিত্রিক পর্যায় অর্জন করে যখন সে তার ভাল কাজগুলোকে গোপন করা শুরু করে তখন এটি নিষ্ঠার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। আল-কুরতুবি বলেন: আল-হাসানকে নিষ্ঠা ও প্রদর্শনেচ্ছার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন উত্তরে তিনি বলেন: 'নিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত হলো তুমি তোমার সৎকাজকে গোপন রাখতে পছন্দ করো এবং মন্দ কাজকে গোপন করতে পছন্দ করো না।' আবু ইউসুফ তার কিতাব আল-খারাজে বলেন: 'আমাকে মিস'আর-এর মাধ্যমে জানানো হয় ও তিনি সাদ বিন ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেন যে: 'আল-কাদিসিয়্যার দিন তারা এমন একজন লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার হাত এবং পা ছিন্ন করা হয়েছিল এবং সে নীচের আয়াতটি তেলাওয়াত করছিল:

"আর যে কেউ আল্লাহ্'র হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।" [সূরা আন-নিসা:৬৯]; একজন ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্'র বান্দা, তুমি কে? সে উত্তরে বলল, আমি একজন আনসার এবং তিনি তাঁর নাম বলেনি।

ইখলাস বাধ্যতামূলক, এবং এ ব্যাপারে কুর'আন এবং সুন্নাহ্'তে অসংখ্য দলিল রয়েছে।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সূরা আয-যুমার-এ উল্লেখ করেন যে:

"আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্'র ইবাদত করুন। জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্'কে পাওয়া যায়।" [সূরা যুমার: ২-৩]; এটা সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি সম্বোধন তাঁর উম্মাহ্'র প্রতিও একধরণের সম্বোধন।

সুন্নাহ্ থেকে প্রাপ্ত দলিল:

- আত্-তিরমিযী এবং আশ-শা'ফী আর-রিসালাহ্তে উল্লেখ করেন যে, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন:

"আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে দিক যে আমার কথা শুনে, অতঃপর তা সংরক্ষণ করে এবং যারা শুনেনি তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। ঐ সময়ে ফিকহ্-এর জ্ঞানশূণ্য একজন ফিকহ্ বহনকারী হবে, এবং ঐ সময়ে ফিকহ্ বহনকারী তার চেয়ে অধিক ফিকহ্-এর জ্ঞানসম্পন্ন একজনের কাছে ফিকহ্ বহন করবে (At times the one carrying *fiqh* has no *fiqh*,himself, and at times the one carrying *fiqh* conveys it to one who has more *fiqh* than himself)। একজন মুসলিমের হৃদয় তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে কখনওই প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে না: আল্লাহ্'র জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা; মুসলিমদের প্রতি বিশ্বস্ততা; এবং বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকা - তাদের আহ্বান বিশ্বাসীদের সুরক্ষা দিবে এবং শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।"

ইবনে মাজাহ্ ও ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেন যে, একই বিষয়ে হাদীসে আমাদের কাছে যায়িদ বিন সাবিত (রা.)-এর বর্ণনা রয়েছে। ইবনে মাজাহ্ ও আল-হাকিম বর্ণনা করেন যে, জুবায়ের বিন মু'তিম এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। আল-হাকিম এ হাদীসটিকে দুই শায়খের শর্ত অনুসারে সহীহ্ আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে ও আল-বাজ্জার হাসান ইসনাদের মাধ্যমে উল্লেখ করেন যে, সাঈদ আল-খুদরী (রা.) এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীসটি আস-সুয়ুতি তার আল-আজাহার আল-মুতানাসিরাহ্ ফি আল-হাদীস আল-মুতাওয়াতিরাহ্'তে উল্লেখ করেন।

- আহমাদ বর্ণিত হাসান হাদীসে এবং আল-মাকদিসি আল-মুখতারাহ্'তে উল্লেখ করেন যে, উবাই বিন কা'ব বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"সমৃদ্ধি, গৌরব ও ধার্মিকতা এবং ভূমিতে শাসনের ক্ষেত্রে উম্মাহ্ যাতে সুসংবাদের মধ্যে থাকে। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে আখিরাতের জন্য কাজ করে, পরকালের জীবনে তার কোন অংশীদারিত্ব নেই।"

- ইবনে মাজাহ্ ও দুই শায়খের শর্ত অনুসারে হাদীসটিকে সহীহ্ হিসেবে ঘোষণাকারী আল-হাকিম উল্লেখ করেন যে, আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ও আল্লাহ্'র সাথে কাউকে শরিক না করে দুনিয়াকে ত্যাগ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয়, তখন সে এমনভাবে দুনিয়া ত্যাগ করবে যেন আল্লাহ্ তার উপর রাজি-খুশি।"

- আন-নাসা'ঈ ও আবু দাউদ উল্লেখ করেন যে, আবু উমামা আল-বাহিলী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার কোন কাজকে গ্রহণ করবেন না যদি না সেটি তাঁর ওয়াস্তে আন্তরিকতার সাথে ও কেবলমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।" আল-মুনজিরি বলেন: এর ইসনাদ হচ্ছে জাই'য়িদ।

১১. সত্যের উপর অবিচলতা এবং দৃঢ়তা

ইসলামের রাজনৈতিক কর্মীরা হয় দারুল কুফরে অবস্থান করে একে দারুল ইসলামে পরিবর্তনের জন্য কাজ করবেন, যেমনটি তারা বর্তমানে তথা হিজরী পনের শতকের এক-চতুর্থাংশের শেষের দিকে করছেন। খিলাফত ধ্বংসের পর প্রায় ৮০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এবং পৃথিবী অযোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা শাসিত হতে চলেছে এবং মুসলিমদের জীবন হতে ইসলামের অনুপস্থিত।

অথবা ইসলামের রাজনৈতিক কর্মীরা দারুল ইসলামে অবস্থান করে এর শাসকের জবাবদিহীতা, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করার কাজে ব্যস্ত থাকবেন। এখানে প্রথম পরিস্থিতিকে উদ্দিষ্ট করা হবে যেহেতু মুসলিমরা সাধারণত এবং বিশেষতঃ ইসলামের রাজনৈতিক কর্মীরা এমনই পরিস্থিতিতে বসবাস করছেন। যেসকল রাজনৈতিক কর্মীরা পরিবর্তনের জন্য করছেন তাদের অবস্থা মক্কার মুসলিমদের মতই। এর পাশাপাশি তারা হিজরতের পর নাযিলকৃত হুকুমসমূহ দ্বারাও সম্বোধনকৃত। তথাপিও অবস্থার সাদৃশ্যতার কারণে আলোচনা এখানে হিজরতের পূর্বাবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। মক্কার কাফিরগণ তখন মুসলিমদেরকে ঈমান, ইসলাম এবং ইসলামের রাজনীতি পরিত্যাগ করার, এবং জনসম্মুখে প্রকাশ্যে ইবাদত না করার নির্দেশ দিত। বর্তমান যালিম শাসকেরাও তাদের চিন্তাকে ছড়িয়ে দিতে তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগীরি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক দালালের কাজ করাসহ একই ধরনের দাবি করে আসছে। যাতে করে এসব অযোগ্য শাসকদের নেতৃত্বের স্বার্থে এবং মুসলিম ভূমিতে কাফিরদের প্রভাব বজায় রেখে তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার পথ প্রলম্বিত হয়। যেকারণে গোয়েন্দা, বুদ্ধিবৃত্তিক দালাল এবং মুফতিদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী এই দাবি অনুসারে কাজ করছে। আমি বিশ্বাস করি না যে, এমনকি কুরাইশরাও এমন দাবি তুলেছিল। উপরোক্ত দাবিসমূহ আদায় করতে মক্কার কুরাইশরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, যেমন: হত্যা, নির্যাতন, ক্ষতিসাধন ও আহত করা, আটকে রাখা, পায়ে বেঁড়ি পড়িয়ে রাখা, হিজরত করতে বাঁধা দেয়া, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, উপহাস করা, জীবিকার উপর আঘাত করা, বয়কট করা, মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে লোকদের সম্মানহানী করা। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এসব পদ্ধতি ও এর সাথে নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে এবং ক্রমান্বয়ে অত্যাচার করায় দক্ষ হয়ে উঠেছে। তারা আধুনিক আবিষ্কার যেমন বিদ্যুৎকে শিল্প বিপ্লব নয় বরং নির্যাতনের জন্য ব্যবহার করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং সাহাবীগণ (রা.) দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যা আমাদের অনুসরণ করা উচিত। আর তা মূল্যায়নের জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের বিভিন্ন দাবি, নির্যাতনের পদ্ধতি এবং নিপিড়নমূলক অবস্থানসমূহ নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এগুলো হলো:

মারধর করা:

আল-হাকীম তার আল-মুসতাদরাক-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যিনি ইমাম মুসলিম-এর শর্ত অনুসারে এটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং এর সাথে আত্-তালখিস একমত পোষণ করেছেন, আনাস (রা.) বলেন: **"তারা ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আঘাত করতে থাকলো যতক্ষণ না তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। আবু বকর আসলেন এবং চিৎকার করে বলতে থাকলেন, ধিক্কার তোমাদের প্রতি! তোমরা কী একটি লোককে এই কারণে হত্যা করবে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই? তারা বলল, এই লোকটি কে? তারা উত্তর দিল, সে আবু কুহাফার পুত্র, একজন পাগল।"** মুসলিম আবু যর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি তারই বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, **"আমি মক্কায় পৌছালাম এবং তাদের মধ্য থেকে একজন সাধারণ মানুষকে বাছাই করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম: কোথায় সে ব্যক্তি যাকে তোমরা একজন সাবি বলে ডাক? সে ব্যক্তি আমার দিকে নির্দেশ করে বলল: সেই সাবি। সেকারণে উপত্যকার লোকেরা আমাকে ঘাসের চাপড়া ও ধনুক দিয়ে আক্রমণ করল এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তা চলতে থাকল যতক্ষণ না আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফেরার পর আমি উঠে দাঁড়াই এবং নিজেকে লাল রংয়ের মূর্তির ন্যায় রক্তাক্ত অবস্থায় পাই।"**

বেঁধে রাখা:

সাইদ বিন যায়িদ বিন 'আমর বিন নুফায়েল-এর বরাত দিয়ে বুখারী বর্ণনা করেন যে, কুফা মসজিদে বসে থাকা অবস্থায় তিনি (রা.) বলেন, **"আল্লাহ্'র কসম, উমর নিজে ইসলাম গ্রহনের পূর্বে আমাকে বেঁধে রাখত এবং ইসলাম পরিত্যাগ করার জন্য জবরদস্তি করত। তাছাড়া উসমানের সাথে তোমরা যে অন্যায় করেছ এর জন্য উহুদ পাহাড় চলনক্ষম হলে এর বর্তমান স্থান থেকে সরে যাওয়ার অধিকার ছিল।"**

আল হাকিমের বর্ণনায় এসেছে, **"..সে এবং আমার মা আমাকে বেঁধে ফেলল..."**

দুই শায়খের শর্ত অনুসারে আল হাকিম এ হাদীসটিকে সহীহ্ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং আয-যাহাবী এর সাথে একমত পোষণ করেন।

মা কর্তৃক চাপ প্রয়োগ করাঃ

ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেন যে, মুসা'ব বিন সা'দ তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সা'দ বলেন, **"আল্লাহ্ কি পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দেননি? তাহলে আল্লাহ্'র কসম, শুনে রাখ আমি ততক্ষন পর্যন্ত কোন খানা-পানি গ্রহণ করব না যতক্ষন না হয় তুমি (মুহাম্মদ-এর প্রতি) ঈমান ত্যাগ করবে অথবা আমি এভাবে মৃত্যুবরণ করব। তিনি বলেন, যখন তারা তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করত তখন জোরপূর্বক তার মুখকে খুলতে হত। অতঃপর নীচের আয়াত নাযিল হলঃ**

"এবং আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি।" [সূরা আল-আনকাবুত:৮]

প্রখর রোদে ফেলে রাখাঃ

আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, "প্রথম যারা ঘোষণা দিয়েছিল যে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা ছিল সাত। তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), যাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর চাচা আবু তালিব-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং আবু বকর (রা.), যাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার গোত্রের লোকদের মাধ্যমে নিরাপত্তা দিয়েছেন। আর বাকীদের মুশরিকরা ধরে নিয়ে যায় এবং ধাতব বর্ম পরিয়ে প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে রাখে। বিলাল (রা.) বাদে বাকী মুসলিমরা মুশরিকদের দাবি পূরণ করে, তিনি (রা.) আল্লাহ্ আয ওয়া যাল-এর ওয়াস্তে নিজেকে কুর'বানী করেন, এবং তাঁর লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে। তাকে শিশু-শিকোরদের হাতে ছেড়ে দেয়, যারা তাকে টেনে-হিচড়ে মক্কায় ঘুরে বেড়াত, অথচ তিনি "আহাদ! আহাদ! (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)" বলতেন। এটি আল হাকিম আল মুসতাদরাক-এ উল্লেখ করেন যে, ইসনাদের দিক থেকে সহীহ্ এবং আয-যাহাবী তার সাথে আত-তারিখ-এ একমত পোষণ করেন। ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে বর্ণনা করেন এবং এই সাতজনের নাম উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন, "তাদের প্রত্যেকেই মুশরিকরা যা দাবি করেছিল তারা তা মেনে নিয়েছিল" অর্থাৎ প্রত্যেকেই তারা যা চেয়েছিল সে ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এখানে কিছু পরিবর্তন থাকতে পারে, মূলতঃ তারা তাদের সাথে সম্মত হয়েছিলেন, কেননা মুশরিকরা কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতি পেয়ে সন্তুষ্ট হবার কথা নয়।

প্রচারে প্রতিবন্ধকতা ও জনগণের কাছে প্রকাশ্য বক্তব্য দেয়ায় বাঁধা

আল-বুখারী একটি লম্বা হাদীস বর্ণনা করেন যেখানে আয়েশা (রা.) বলেন: "কুরাইশরা ইবনে আদ-দাগিন্না কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদানকে অস্বীকার করতে পারছিল না, এবং তারা ইবনে আদ-দাগিন্না'কে বলল, "আবু বকরকে তাঁর বাড়িতে তাঁর প্রভূর ইবাদত করতে বল। সে সেখানে নামাজ পড়তে ও কুর'আন তেলাওয়াত করা থেকে যা খুশী তাই করতে পারবে। কিন্তু সে যাতে এগুলো দ্বারা আমাদের আঘাত না করে এবং প্রকাশ্যে এগুলো পালন না করে। কারণ আমরা ভয় পাই যে, এগুলো আমাদের শিশু ও নারীদের প্রভাবিত করতে পারে।" ইবনে আদ-দাগিন্না এগুলো সবই আবু বকরকে বললেন। আবু বকর সেভাবেই চালাচ্ছিলেন অর্থাৎ নিজ বাড়িতে প্রভূর ইবাদত বন্দেগী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে নামাজ পড়তেন না এবং বাড়ির বাইরে কুর'আন তেলাওয়াত করতেন না। অতঃপর আবু বকরের মাথায় বাড়ির সামনে একটি মসজিদ নির্মাণ করার পরিকল্পনা আসল এবং সেখানেই তিনি সালাত আদায় করতেন ও কুর'আন তেলাওয়াত করতেন। মুশরিক নারী ও শিশুরা তার চারপাশে বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হওয়া শুরু করল। তারা তাঁকে (রা.) দেখে বিস্মিত হত। আবু বকর এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি কাঁদতেন বেশী এবং কুর'আন তেলাওয়াত করতে গিয়ে তিনি কান্না সংবরণ করতে পারতেন না। এ অবস্থা কুরাইশ মুশরিক বিশিষ্টজনদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলল। বিধায় তারা আদ-দাগিন্নাকে ডেকে পাঠাল। যখন আদ-দাগিন্না তাদের কাছে আসল, তারা বলল, "তোমার জিম্মায় আমরা আবু বকরকে এ কারণে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, সে তাঁর নিজের বাড়িতে ইবাদত বন্দেগী করবে। কিন্তু সে তো শর্ত ভঙ্গ করেছে এবং তাঁর বাড়ির সামনে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে যেখানে সে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করে ও কুর'আন তেলাওয়াত করে। আমাদের ভয় হচ্ছে তাঁর কর্মকান্ড শিশু ও নারীদের মনে খারাপ প্রভাব ফেলবে। সুতরাং তাঁকে এ কাজ থেকে নিবৃত কর। যদি সে তাঁর প্রভূর ইবাদত আবদ্ধ অবস্থায় করতে চায়, সে তা করতে পারে, কিন্তু সে যদি তা প্রকাশ্যে করতে থাকে তবে তাঁকে বল তোমার জিম্মা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে এবং তখন আমরাও তোমার সাথে কৃত চুক্তি প্রত্যাহার করে নেব। অবশ্যই তার কর্মকান্ড প্রকাশ্যে করাকে আমরা বরদাশত করব না।"

পাথর ছুড়ে মারাঃ

আবু তারিক আল-মুহারিবি'র বরাত দিয়ে ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুজায়মা তাদের সহীহ্'তে উল্লেখ করেন যে, মুহারিবি বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় জিল মা'আজে বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকদের বললেন,

"হে লোকেরা তোমরা বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তবে সফল হতে পারবে।"

একজন ব্যক্তি যে তাকে অনুসরণ করছিল সে পাথর ছুড়ে মারল এবং এতে করে তার পায়ের গোড়ালি ও রগ দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকল। আর সে লোকদের বলতে লাগল, ঐ লোকটি মিথ্যাবাদী এবং সেকারণে তার কথা শুনো না। আমি বললাম এই ব্যক্তি কে? তারা বলল, আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের একজন। যে ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করছিল সে কে? তারা বলল, সে আব্দুল ওজ্জা, আবু লাহাব।

রাস্তায় উটের নাড়ীভূড়ি নিক্ষেপ করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন মু'য়িত এর বরাত দিয়ে আল বুখারী উল্লেখ করেন যে, কিছু কুরাইশ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সিজদারত ছিলেন তখন উকবা বিন আবু মু'য়িত উটের নাড়ীভূড়ি নিয়ে এল এবং সেগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিঠের উপর রাখল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর মাথা উঠাতে পারলেন না যতক্ষন না ফাতিমা (রা.) এসে সেগুলো সরালেন এবং যারা একাজ করেছে তাদের অভিশাপ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, **"হে আল্লাহ্, কুরাইশদের নেতা আবু জাহেল বিন হিশাম, উতবা বিন রাবিয়্যাহ, শায়বা বিন রাবিআ'হ, উমাইয়াহ্ বিন খালাফ অথবা উবাই বিন খালাফকে ধ্বংস করে দিন।"** (অন্যতম বর্ণনাকারী শেষের নামটির ব্যাপারে নিশ্চিত নন) আমি তাদের সবাইকে বদরের যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি এবং তাদের মৃতদেহকে কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। কেবলমাত্র কুপে নিক্ষেপ করা হয়নি উমাইয়াহ্ অথবা উবাইকে যার- লাশ ছিন্নভিন্ন করা হয়। আয়েশা (রা.) এর বরাত দিয়ে ইবনে সা'দ তার আত-তাবাকাতে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"আমি দুই মন্দ প্রতিবেশীর মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করতাম: আবু লাহাব ও ওকবা বিন আবু মু'য়িত। তারা উটের নাড়ীভূড়ি নিয়ে আসত ও আমার দরজায় ফেলে রাখত। তাদের ফেলে দেয়া আবর্জনা আমার দরজায় নিক্ষেপ করত।"** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বের হয়ে এসে বলতেন, **"হে আবদে মানাফ, তোমরা কি ধরনের প্রতিবেশী?"**

গর্দান পদদলিত করা এবং মুখমন্ডলে ধুলো মাখিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা:

আবু হুরাইরা (রা.) এর বরাত দিয়ে মুসলিম উল্লেখ করেন যে, আবু জাহেল লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের উপস্থিতিতে মুহাম্মদ (সাঃ) কি মাটিতে মুখ ঠেকিয়েছে? তারা কেউ কেউ বলত, হ্যাঁ। তখন সে (আবু জাহল) বলত, লাত ও উজ্জার কসম, আমি যদি তাকে (সাঃ) এরূপ করতে দেখতাম তাহলে গর্দান পদদলিত করতাম ও মুখমন্ডলে ধুলো মাখিয়ে দিতাম। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতরত ছিলেন, তখন সে তাঁর (সা) কাছে আসল এবং তাঁর (সা) গর্দানকে পদদলিত করতে উদ্যত হল। বর্ণিত আছে যে যখন সে (আবু জাহল) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আসল তখন সে তার পায়ের গোড়ালির উপর ঘুরে গেল এবং হাত দিয়ে কোন কিছু তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। তাকে বলা হল: তোমার কি হয়েছে? সে বলল, মুহাম্মদ (সাঃ) ও আমার মাঝে আগুনের পরিখা এবং ভয়ঙ্কর ও পাখাবিশিষ্ট কিছু দেখতে পাই। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"যদি সে আমার কাছে আসত তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত।"**

নাম না জানা বিবিধ অত্যাচার:

উরওয়া এর বরাত দিয়ে আয-যাহাবি আত-তারিখ-এ, আল-বায়হাকী আল-শু'আবে, ইবনে হিশাম তার সীরাতে এবং আহমাদ ফাযা'ইল আস্-সাহাবা'তে উল্লেখ করেন, বিলাল (রা.) তার দাসত্বের সময়ে অত্যাচারিত হওয়াকালীন একদা ওরাকা বিন নওফেল পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন ওরাকা বিলাল (রা.) এর উপর ভয়াবহ অত্যাচার প্রত্যক্ষ করলেন তখন তাকে সতর্ক করা হল। তখন নওফেল বিলালের প্রভূ উমাইয়াহ বিন খালাফের কাছে গেলেন এবং বললেন, "আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র নামে কসম করে বলছি, তোমাদের অত্যাচারের কারণে সে কি মারা যাবে, আর তোমাদের সবাইকে এ কারণে আমার নিরবিচ্ছিন্ন অভিশাপ দিতে থাকব। বিলাল (রা.) কে তার ঈমান পরিত্যাগ করানোর জন্য উমাইয়া বিন খালাফ ও তার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন চালানোর সময় একদা আবু বকর (রা.) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিটি আঘাতের সাথে বিলাল বাতাসের জন্য শ্বাস নিচ্ছিলেন এবং প্রচন্ড ব্যাথায় চিৎকার করে বলছিলেন "আহাদুন আহাদ! আহাদুন আহাদ!" (রব কেবলমাত্র একজন এবং তিনি

হচ্ছেন আল্লাহ্!)। যখন আবু বকর এ দৃশ্য দেখলেন তখন তিনি উমাইয়া বিন খালাফকে বললেন, "তুমি কেন আরও বুদ্ধিমান হচ্ছো না এবং আল্লাহ্'র অভিশাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করছ না? তুমি কতক্ষন এ দরিদ্র লোকটিকে আর এ এভাবে অসহনীয় নির্যাতনের ভেতর রাখবে, তুমি কি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'কে ভয় কর না?" এতে উমাইয়া রাগতস্বরে উত্তর দিল, "তোমার কারণেই এই দাস নষ্ট হয়ে গেছে, তোমার এত খারাপ লাগলে একে ক্রয় করে নাও।" আবু বকর বললেন, "অবশ্যই আমি তা করব। শোন, আমার একটি দাস রয়েছে যে এর চেয়ে বলবান ও শক্তিশালী এবং সে তোমার ধর্মের অনুসারী। তুমি চাইলে একে আমার বর্তমান দাসের দ্বারা বিনিময় করতে পারি।" উমাইয়া সাথে সাথে জবাব দিল, "আমি মেনে নিলাম।" এভাবে আবু বকর (রা.) তার দাসের বিনিময়ে বিলাল (রা.)-কে খরিদ করলেন এবং অতঃপর মুক্ত করে দিলেন। এটিও বর্ণিত আছে যে, মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরতের আগে আবু বকর (রা.) গোপনে ইসলাম গ্রহণ করা এমন ছয়জন দাসকে ক্রয় করেছিলেন এবং তাদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন, এবং তাদের মধ্যে বিলাল ছিলেন সপ্তম। আমর বিন ফুহাইরাহ্, বদর এবং ওহুদ প্রত্যক্ষ করেন এবং উম্মে উবায়েস ও জুনাইরার সাথে বী'র মা'ওনার দিন শহীদ হন।" এটি আল-হাকিম আল-মুসতাদরাক-এ বর্ণনা করেন, এবং বলেন যে, মুসলিমের শর্ত অনুসারে এটি সহীহ্। আল তালখিস-এ আয-যাহাবি এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আম্মার (রা.) ও তার পরিবার নির্যাতিত হওয়ার সময় তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (সা) তখন বললেন, **"আম্মার ও ইয়াসিরকে সুসংবাদ দাও, কেননা জান্নাতে তাদের আবাস হবে।"**

আহমাদ সহীহ্ ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, ওসমান বলেন, আমার হাত ধরে রাখা অবস্থায় আম্মারসহ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথে পাশাপাশি চলছিলাম যতক্ষন না একটি খোলা জায়গায় পৌছলাম যেখানে তাঁর পিতা, মাতা অত্যাচারিত হচ্ছিল। আম্মারের পিতা বললেন, **"হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), এটিই কি আমাদের গন্তব্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ**

"ধৈর্য্যধারণ কর। তিনি তার মুখটিকে আকাশের দিকে উঠালেন এবং দু'আ করলেন, "হে রব! ইয়াসিরের পরিবারকে ক্ষমা করে দাও। আমার পক্ষে যা সম্ভব আমি তাই করলাম।"

ক্ষুধাঃ

আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেন যে,

("I have been frightened so much on account of Allah that no one else will have been threatened like me and I have been made to suffer so much on account of Allah that no one else will have been made to suffer equally; and there have come on me three days and nights to which I had food that could have be hidden under the armpit of Bilal.") ("আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র রাহে এতটাই আতঙ্কিত হয়েছি যে, কেউ হয়ত কোনদিন এতটা হবেনা এবং আমি আল্লাহ্'র রাহে এতটাই কষ্টভোগ করেছি যে, কেউ হয়তো কোনদিন এর সমান কষ্টভোগ করবে না; এবং আমাকে এমন তিন দিন ও রাত কাটাতে হয়েছে, যখন আমার নিকট এত সামান্যই খাবার ছিল যা কিনা বেলালের বগলের নীচে লুকানো যেত।") এ হাদীসটি ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে এবং আল হাকিম তার আল-মুসতাদরাক-এ উল্লেখ করেন এবং বলেন মুসলিমের শর্ত অনুসারে এটি সহীহ্ ও আয-যাহাবী তার আত্-তালখিস-এ এর সাথে একমত পোষণ করেন। খালিদ বিন উমায়ের আল আদাওয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "উতবা বিন গাজওয়ান আমাদের উদ্দেশ্যে একটি খোৎবা দিলেন এবং আল্লাহ্'র প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন:...এবং এমন একদিন আসবে (when it would be fully packed) (যখন এটা লোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে) এবং আপনারা অবশ্যই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে যে সাতজন ছিলেন তাদের মধ্যে আমি সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম এবং আমাদের নিকট গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই খাওয়ার ছিল না। সে পাতা খেয়ে মুখের কোণা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ছিলে যেত। আমরা একটি চাদর পেলাম এবং তা আমার ও ইসলামের বীর সা'দ বিন মালিক (রা.) এর মধ্যে ভাগ করে নিলাম। এর অর্ধেক দিয়ে আমি শরীরের নিম্নাংশকে আবৃত করলাম এবং সা'দও একই কাজ করল। আজকে আমাদের ঐ সাতজনের মধ্যে এমন একজনও নাই যে কিনা কোন না কোন শহরের গভর্ণর হয়নি এবং আমি নিজেকে বড় কিছু মনে করা থেকে আল্লাহ্'র নিকট আশ্রয় চাই, কেননা আল্লাহ্'র দৃষ্টিতে আমিতো খুবই নগণ্য...।"

বয়কটঃ

ইবনে আব্বাস, আবু বকর বিন আবদুর রহমান, আর হারিস বিন হিশাম এবং ওসমান বিন আবু সুলায়মান বিন যুবায়ের বিন মু'তিম থেকে আল ওয়াকিদি থেকে ইবনে সা'দ তার আত-তাবাকাত-এ উল্লেখ করেন এবং উভয় বর্ণনা অংশত একইরকম যে, "বনী হাশিমের ব্যাপারে কুরাইশগণ একটি নোটিশ ঝুঁলিয়ে দিল যেখানে লেখা ছিল, মক্কার কোন অধিবাসী তাদের সাথে বিয়ে, লেনদেন ও মিশতে পারবে না। পণ্য ও খাদ্য সরবরাহের পথকে তারা রুদ্ধ করল। এভাবে মৌসুমের পর মৌসুম অতিবাহিত হল

এবং তাদের জীবনযাপন খুবই কঠিন হয়ে গেল। তারা উপত্যকার পেছনে তাদের শিশুদের কান্না শুনতে পেত। কুরাইশদের মধ্যে কেউ কেউ এটিকে ভালভাবে কেউবা এটিকে খারাপভাবে নিয়েছিল... এভাবে তারা উপত্যকায় তিনবছর ছিল। মুসা বিন উকবাহ্'র সুত্রে আয-যুহরী হতে আয-যাহাবি আত-তারিখ-এ বয়কটের বিষয়টি তুলে ধরেন।

উপহাস ও কুৎসা রটানো:

ইবনে হিশাম সীরাতে উল্লেখ করেন, ইবনে ইসহাক বলেন যে, আমি ইয়াযিদ বিন যিয়াদের থেকে এবং তিনি মুহাম্মদ বিন কা'ব আল কুরাইজী থেকে জানতে পারেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তায়েফ এ পৌঁছলেন তখন তিনি সাকিফ গোত্রের কিছু লোকের সাথে দেখা করতে গেলেন। তারা ছিল সাকিফ গোত্রের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। তারা তিন ভাই... রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের সাথে বসলেন এবং তিনি (সাঃ) আল্লাহ্'র দিকে তাদেরকে আহ্বান জানালেন। তিনি তাঁর প্রস্তাব, অর্থাৎ ইসলামকে সমর্থন প্রদান করা ও তাঁর লোকদের মধ্য থেকে যারা বিরোধীতা করছে তাদের হাত থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য কথা বললেন। এদের একজন তাঁকে বলল, (I would attest tohaving stolen the cover of Ka'ba rather than attesting to your Prophethood.")"আমি বরং কা'বা'র গিলাফ চুরির দায় নিব, কিন্তু তোমার নবুয়্যতের নয়।" অন্য একজন বলল, "তোমাকে ছাড়া নবী বানানোর জন্য আল্লাহ্ কি আর কাউকে পেলেন না?" তারা কেবলমাত্র রাসূল (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করেই থেমে থাকেনি, বরং তারা এক দল শিশু ও সমাজের কিছু দুর্বৃত্তকে শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাড়িয়ে বেড়ানোর জন্য লেলিয়ে দিয়েছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন আমরু-এর বরাত দিয়ে ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন, হিজর-এর (কা'বা'র উন্মুক্ত অংশ) চারপাশে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নিয়ে যখন কথা বলছিল তখন আমি সেখানে উপস্থিত হলাম: তারা বলছিল, এই নগণ্য ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি এরকমটি আর কখনওই হইনি। সে আমাদের জীবন পদ্ধতিকে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, পূর্বপুরুষদের অপমান করেছে, ধর্মকে সংশোধন করতে চাচ্ছে, আমাদেরকে বিভক্ত করেছে এবং দেবতাদের অভিশাপ দিয়েছে। What we have had to bare is past all baring, or words to that effect. যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে নিয়ে আলোচনা করছিল তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি (সাঃ) হাজরে আসওয়াদ বা কাল পাথরটিকে চুমু দিলেন এবং বায়তুল্লাহ্'কে প্রদক্ষিণকালে তাদেরকে অতিক্রম করার সময় তারা রাসূল (সাঃ)-কে মন্দ কিছু বলল যা আমি তাঁর অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারলাম। আবার তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্বিতীয়বার তারা খারাপ কোন মন্তব্য দ্বারা আক্রমণ করল এবং এটিও তাঁর অভিব্যক্তি দেখে আমি বুঝতে পারলাম। অতঃপর তিনি তৃতীয়বার অতিক্রম করলেন এবং তারা একই কাজ করল। তিনি থামলেন এবং তাদেরকে বললেন,

"তোমরা কি আমার কথা শুনবে, হে কুরাইশ? যেই সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ তার কসম, অতিসত্তরই আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নিয়ে আসব।"

নেতা ও অনুসারীদের সম্পর্ককে আঘাত করা:

সা'দ-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আমরা ছয়জন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম যখন কাফিররা তাঁকে বলছিল, "তারা আমাদের বিরুদ্ধে স্পর্ধা দেখানো শুরুর পূর্বে এদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।" ছয়জনের মধ্যে আমি, ইবনে মাসুদ, হুযাইল গোত্রের একজন, বিলাল এবং বাকী দুইজন যাদের নাম মনে করতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেরকমই চিন্তা করলেন যেরূপ আল্লাহ্ ইচ্ছে করলেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাযিল করলেন:

"আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার এবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।" [সূরা আল আনআম: ৫২]

নেতৃত্ব, টাকা এবং নারীর লোভ দেখিয়ে আদর্শকে ক্রয়ের চেষ্টা:

আবু ইউ'লা আল-মুসনাদে এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সাহায্যে ইবনে মা'য়ীন তার তারিখ-এ বর্ণনা করেন, যার মধ্যে আল-আযলাহ্ বিদ্যমান নাই। জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে প্রামাণিক দলিলের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয় যে, আবু জাহল ও কুরাইশদের প্রধানগণ বলে যে, মুহম্মদ-এর দ্বীন ছড়িয়ে পড়ছে। তোমরা যদি জাদুবিদ্যা, ভাগ্য গণনা ও কবিতায় পারদর্শী কাউকে পাও তবে তার সাথে কথা বল। তখন ঐ ধাঁচের একজন ব্যক্তি আমাদের কাছে আসল ও পুরো বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার করল। 'উতবা বলল, আমি জাদুময়, ভাগ্যগণনার অথবা কাব্যিক সে কথা শুনেছি এবং এসব বিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। আর তার কথা যদি জাদুময়, ভাগ্যগননার অথবা কাব্যিক হতো তবে সে তা কোনভাবেই আমার নিকট লুকোতে পারত না। যখন মুহাম্মদ (সাঃ) আসলেন, তখন উতবা বলল, হে মুহাম্মদ তুমি কি হাশিমদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ? কে বেশী উত্তম, আব্দুল মুত্তালিব না

তুমি? আব্দুল্লাহ্ নাকি তুমি? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কোন উত্তর দিলেন না। তুমি কেন আমাদের দেবতাদের গালি দাও এবং পূর্বপুরুষদের সমালোচনা কর? তুমি যদি নেতৃত্ব চাও, তবে তোমার জন্য আমাদের পতাকা উত্তোলন করব এবং তুমি আমাদের নেতা হয়ে যাবে। তোমার যদি যৌনাকাঙ্খা থাকে তবে কুরাইশদের কন্যাদের মধ্য থেকে তোমার পছন্দমত যেকোন দশজন নারীকে তুমি বিয়ে করতে পার। তুমি যদি সম্পদ চাও তাহলে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে তোমাকে এত সম্পত্তি প্রদান করব যে, তা যেকোন কুরাইশীর চেয়ে বেশী হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নীরব ছিলেন এবং কোন কথা বলেননি। যখন উতবা শেষ করল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তেলাওয়াত করলেন,

"হা-মীম। এটা অবতীর্ণ পরম করুনাময়, অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কুর'আনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য।" [সূরা ফুস্সিলাত:১-৩] যতক্ষণ না তিনি **"অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত।"** [সূরা ফুস্সিলাত:১৩] পর্যন্ত পৌঁছান। এটুকু শুনে উতবা আতঙ্কিত ও বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়াল ও অনুনয় করে হাত দিয়ে তাঁর (সাঃ) এর মুখ চেপে ধরল। উতবা তার লোকদের কাছে ফিরে না গিয়ে চলে গেল। আবু জাহেল বলল, আমার মনে হয় উতবা মুহাম্মদ-এর ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং তাঁর কথায় হয়ত প্রভাবিত হয়ে গেছে। চল আমরা তার কাছে যাই। তার কাছে পৌঁছার পর আবু জাহেল বলল, আল্লাহ্'র কসম, আমরা ভয় পাচ্ছি যে, তুমি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছ এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছ। তুমি যদি অভাবী হও তাহলে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে আমাদের সম্পত্তি দিয়ে দেব যাতে করে মুহম্মদের কোন কিছু তোমার প্রয়োজন না পড়ে। সে তখন রাগান্বিত হয়ে গেল এবং খোদার নামে শপথ করে বলল, আর কেউ কখনও মুহাম্মদের সাথে কথা বলবে না। উতবা বলল: তোমরা জান আমি কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। কিন্তু আমি তার কাছে গিয়েছিলাম.....অতঃপর উতবা তাদের কাছে গল্পটি খুলে বলল। সে বলল, মুহাম্মদ আমাকে এমনকিছুর বক্তব্যের দ্বারা উত্তর দিয়েছে যা শুধুমাত্র আল্লাহ্'র বাণী হওয়া সম্ভব; জাদু, ভাগ্যগণনা বা কাব্য নয়। অতঃপর সে তেলাওয়াত করল,

"হা-মীম। এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কুর'আনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য।" [সূরা ফুস্সিলাত: ১-৩] যতক্ষণ না সে **"অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত।"** [সূরা ফুস্সিলাত: ১৩] পর্যন্ত পৌঁছাল। তারপর আমি অনুনয় করে হাত দিয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরলাম। তোমরা জান মুহাম্মদ যখন কথা বলে তখন সে মিথ্যে বলে না। আমার ভয় হচ্ছিল যে তোমাদের উপর না আল্লাহ্'র শাস্তি বর্ষিত হয়।

এটি ইবনে মা'ইন-এর বর্ণনা। কিন্তু এটি মুহাম্মদ বিন কা'ব আল কুরাজি'র মাধ্যমে ইবনে ইসহাক যা বর্ণনা করেছেন তা নয় যেখানে একজন অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছে ও সীরাত ইবনে হিশামে তা উল্লেখিত আছে।

গালাগালি:

আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) এর বরাত দিয়ে আল বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "বদরের দিন যখন আমি সম্মুখ সমরে ছিলাম তখন পেছনে তাকিয়ে আমার ডানে ও বায়ে দু'জন বালক দেখতে পেলাম এবং তাদের মাঝে থাকাটা নিরাপদ মনে করলাম না। তখন তাদের একজন আমাকে গোপনে এমনভাবে জিজ্ঞেস করল যাতে তার সাথী শুনতে না পায়, "হে চাচা! আমাদের আবু জাহেলকে দেখিয়ে দিন।" আমি বললাম, "ও ভাতিজা, এটি জেনে তুমি কী করবে?" সে বলল, "আমি আল্লাহ্'র কাছে শপথ করেছি যে, যদি আবু জাহেলকে পাই তাহলে হয় তাকে আমি হত্যা করব, অথবা তাকে হত্যা করার আগে সে আমাকে হত্যা করে ফেলবে।" অতঃপর অপর সাথীও গোপনে আমাকে একই কথা এমনভাবে বলল যাতে প্রথমজন শুনতে না পায়।" ইবনে আব্বাস (রা.) এর বরাত দিয়ে আল বুখারী ও মুসলিম নীচের আয়াতটি ব্যাখ্যা করেন:

"আপনি নিজের নামায আদায়কালে উচ্চশব্দে পড়বেন না এবং নি:শব্দেও পড়বেন না।" [সূরা বনী ইসরাইল:১১০]; এ আয়াতটি তখন নাযিল হয় যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজেকে মক্কায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেসময়, যখন তিনি সাহাবীদের নামাজে ইমামতি করতেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে কুর'আন তেলাওয়াত করতেন; এবং মুশরিকরা যদি তাঁর তেলাওয়াত শুনতো তবে তারা কুর'আন, এর নাযিলকারী ও যার উপর নাযিল করা হয়েছে তাকে অপমান করত। সুতরাং, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে বলেন, **"আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচু করে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।"** [সূরা বনী ইসরাইল: ১১০] আবু হুরায়রার বরাত দিয়ে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের সূত্রে আহমদ তার মুসনাদে উল্লেখ করেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেন,

"তুমি কি দেখনি কীভাবে আল্লাহ্ আমাকে কুরাইশদের অভিশাপ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন, তারা আমাকে মুধাম্মামান (দোষী ব্যক্তি) বলে গালি দিত, কিন্তু আমি হচ্ছি মুহাম্মাদ (প্রশংসার যোগ্য)।"

তাছাড়া ইবনে আব্বাসের হাদীসের বর্ণনা অনুসারে, যখন নিচের আয়াতটি নাযিল হয়:

যখন **"আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।"** [সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪] আয়াতটি নাযিল হয় তখন রাসূল (সাঃ) সাফা পাহাড়ে আরোহন করে **"হে বনু ফিহর! ও বানু আ'দি!'** বলে কুরাইশের বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ডাকতে থাকেন। মুহাম্মদ (সাঃ) কি বলছেন তা জানার জন্য যারা আসতে পারেনি তারা তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। আবু লাহাবাসহ কুরাইশদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হল। রাসূল (সাঃ) বললেন: **"ধরুন আমি যদি বলি উপত্যকার দিক থেকে একটি অশ্বারোহী শত্রুবাহিনী তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে তাহলে কী তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে?"** তারা বলল, "হ্যাঁ, কারণ আমরা তোমাকে সত্য ছাড়া আর কিছু কখনওই বলতে শুনিনি।" তিনি অতঃপর বললেন, **"ভয়াবহ আযাবের মুখে আমি তোমাদের জন্য একজন সর্তককারী।"** আবু লাহাব বলল, "এই দিনের জন্য তোমার হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক"। তুমি কি এ জন্য আমাদের এখানে ডেকে নিয়ে এসেছ? তারপর নীচের আয়াতটি নাযিল হল:

"আবু লাহাব ও তার হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক!" [সূরা লাহাব:১] [মুত্তাফিকুন আলাইহি]; মুনবিত আল আজাদি থেকে আত-তাবারানী উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জাহিলিয়াতের সময় বলতে শুনেছি যে, **হে লোকেরা, যদি তোমরা বল যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।** তাদের একজন তাঁর (সাঃ) মুখে থুতু দিল, কিছু লোক ধুলো ছুড়ে দিল এবং অন্যরা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত তাঁর প্রতি অকথ্য ভাষা ছুড়ে দিতে থাকল। একটি মেয়ে তাকে বড় পাত্রতে পানি এনে দিল। তিনি (সাঃ) তাঁর হাত ও মুখ ধুয়ে বললেন, **"হে আমার কন্যা, তোমার পিতার হত্যা বা অপমান নিয়ে এত বিচলিত হয়ো না।"** আমি বললাম এ কারণে লোকেরা জয়নাবকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কন্যা বলত।" আল হায়সামী বললেন, ইসনাদের মধ্যে একজন মুনবিত বিন মুদরিক রয়েছেন। কিন্তু তাকে আমি জানি না, কিন্তু অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

<u>প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা বলার অভিযোগ:</u>

জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে আল বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:
"যখন কুরাইশগণ আমার ইসরা-মিরাজ'কে অবিশ্বাস করল, আমি হিজর-এ (কা'বা'র ছাদহীন অংশ) উঠে দাড়ালাম এবং আল্লাহ্ আমার সম্মুখে বায়তুল মাকদিস'কে হাজির করলেন এবং আমি এর দিকে তাকিয়ে হুবুহু এর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করলাম।"

আল বুখারী আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের (লোকদের) জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু তোমরা (আমাকে) বল, 'আমি মিথ্যা বলছি', অথচ আবু বকর বলে, 'আপনি সত্য বলেছেন।"

<u>সাংঘর্ষিক প্রপাগান্ডা:</u>

উম্মে সালামাহ্ (রা.)-এর বরাত দিয়ে আহ্মাদ ও আত-তাবারানী ইসনাদের (আল-হায়সামীর মতে বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত) মাধ্যমে একটি দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ করেন যে, "যখন দু'জন ব্যক্তি নাজ্জাশীকে ত্যাগ করল, তখন আমর আবদুল্লাহ্'কে বলল, "আগামীকাল আমি তাকে এমন একটা কিছু বলব যা তাদের ধ্বংস করে দেবে।" তাদের মধ্যকার সবচেয়ে পরহেযগার ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ বলল, "এরকমটি করো না! কারণ আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করলেও তারা আমাদের গোত্রেরই লোক।" কিন্তু আমর জোর দিয়ে বলল, "আমি তাকে বলব যে, তারা মরিয়মের পুত্র যীশুকে একজন মানবসন্তান বলে থাকে।" আর সেভাবেই আমর পরদিন নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, "হে রাজা, এ লোকেরা যীশু সম্পর্কে ভয়াবহ বক্তব্য দিয়ে থাকে। তাদেরকে ডেকে পাঠান ও এ ব্যাপার জিজ্ঞেস করুন।" নাজ্জাশী সে অনুযায়ী কাজ করল। এর আগে আমাদের এরকম কখনও কিছু হয়নি। হিজরতকারীগণ একত্রিত হলেন এবং আলোচনা করতে থাকলেন যীশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেয়া যায়। অতঃপর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, "যাই ঘটুক না কেন, আমরা এ ব্যাপারে আল্লাহ্ যা বলেছেন ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর উপর যা নাযিল হয়েছে তাই বলব.....।" ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, দিমাদ মক্কায় আসল। সে আজদ সানু'আহ্ গোত্রের লোক ছিল। সে সেইসব লোকদের রক্ষা করত যারা ছিল মোহাচ্ছন্ন। সে শুনতে পেল যে, মক্কার বোকা লোকেরা বলছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ) জাদুর মধ্যে আছে। ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেন যে, যখন কা'ব বিন আল আশরাফ মক্কায় আগমন করল তখন কুরাইশগণ তার সাথে দেখা করার জন্য গেল। তারা বলল, "আমরা হজ্বের ব্যবস্থাপনা, কা'বা'র দেখাশোনা ও হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্বে রয়েছি এবং তুমি হলে ইয়াতরিবের লোকদের প্রধান। আমরা কি সেসব দূর্বল, অসহায়, সন্তানহীন লোকদের চেয়ে ভাল নই যারা তাদের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে? সে বলে সে নাকি আমাদের চেয়ে ভাল। আশরাফ বলল, না আপনারা তার চেয়ে ভাল। তারা এরূপ বলছিল এ কারণে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করলেন,

"যে আপনার শত্রু সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ।" [সূরা কাউসার: ৩] এবং
"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলিমদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।" [সূরা আন-নিসা: ৫১]

হিজরতে বাঁধা প্রদান:

আল হাকিম আল মুসতাদরাকে একটি হাদীস উল্লেখ করেন যার বর্ণনার ধারাবাহিক শিকলকে তিনি সহীহ্ বলেন এবং আজ-জাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেন। হাদীসটি সুহাইবের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন যে:

"আমাকে তোমাদের হিজরতের ভূমি দেখানো হয়েছে যা মরুভূমির মধ্যে লবণাক্ত জলা জায়গা। সুতরাং হয়ত সেটি হাজার বা ইয়াতরিব।"

তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তার সাথে ছিলেন আবু বকর (রা.)। আমি তাঁদের সাথে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কিছু কুরাইশ যুবক দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হলাম। আমি পুরো রাতটি না বসে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম। তারা বলল: সে তার পেট নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু আমি এতে কোন প্রতুত্তর করলাম না। তারা উঠে দাঁড়াল, এবং তাদের কেউ কেউ আমার পিছু নিল এবং আমি প্রায় বারি'দ (দুটি দূরত্ব চিহ্নের খুটি, যা কিছু মাইলের সমন্বয়ে গঠিত) পরিমান দূরত্ব অতিক্রম করার পর তারা আমাকে ধরে ফেলল, এবং মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। আমি বললাম, আমি তোমাদেরকে কিছু আউন্স সোনা দিচ্ছি যার বিনিময়ে তোমরা আমাকে যেতে দিবে, তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে? সুতরাং, আমি তাদেরকে মক্কায় নিয়ে গেলাম এবং আমার বাড়ির সিড়ির মাটি খুড়ে তার নীচে গচ্ছিত কয়েক আউন্স সোনা নিতে বললাম, এবং এমুক মহিলার নিকট গিয়ে আমার কথা বলে দুই টুকরো গহনা নিতে বললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিবা' থেকে মদিনা পৌছানোর পূর্বেই আমি তার নিকট হাজির হলাম। যখন তিনি আমাকে দেখলেন তখন বললেন:

"হে আবা ইয়াহ্ইয়া! ব্যবসাতো লাভজনক হয়ে গেল।" তিনি এটি তিনবার বললেন। আমি বললাম, আমার আগে কেউই আপনার কাছে পৌঁছতে পারেনি এবং নিশ্চয়ই একমাত্র জীব্রাঈল (আঃ) আপনাকে এটি বলেছে। মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে হিজরত করতে বাঁধা দিতে এতটাই মরিয়া ছিল যে, তারা নবী (সাঃ) বা তার সাহাবীদের হত্যা বা গ্রেফতারের জন্য অনেক পুরষ্কার ঘোষণা করেছিল। আল বারার বরাত দিয়ে আল বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবু বকর বলেন, "...আমরা এমন এক সময়ে মদিনার পথে যাত্রা করে যখন লোকেরা আমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল..." তিনি সুরাকা বিন জু'সাম এর হাদীসটি বর্ণনা করেন: "কুরাইশদের ধর্মহীন বার্তাবাহকেরা আমাদের নিকট আসল ও ঘোষণা দিল যে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হত্যা বা গ্রেফতার করার জন্য লোক নিয়োগ দিয়েছে ... আমি তাঁকে বললাম: "তোমার লোকেরা তোমার মাথার সমপরিমাণ রক্তপণ ঘোষণা দিয়েছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: **"তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো তবে সেখানেই থাকো এবং আমাদের নিকট কাউকে ভিড়তে দিও না।"** তিনি বললেন: "সুতরাং, দিনের প্রথম ভাগে সুরাকা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর শত্রু ছিল এবং শেষ ভাগে সে ছিল তাঁর রক্ষাকারী...।"

হত্যার চেষ্টা এবং হুমকি প্রদান:

উরওয়া বিন আজ জুবায়ের এর বরাত দিয়ে আল বুখারী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "আমি আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতি মুশরিকদের সবচেয়ে খারাপ আচরণ কোনটা করেছিল?" তিনি বললেন, "আমি দেখেছি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সালাতরত অবস্থায় আছেন তখন উকবা বিন আবু মু'ইত আসল। উকবা তার চাদরটি রাসূলের ঘাড়ের চারপাশে জড়িয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল। আবু বকর আসলেন এবং উকবাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন: "তুমি কী একারণে একটি লোককে হত্যা করতে চাও যে, তিনি (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ আমাদের প্রভূ এবং প্রভূর কাছ থেকে তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলিল সহকারে এসেছেন। আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের বরাত দিয়ে আল বুখারী যেখানে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেন সেখানে উল্লেখ করেন যে, "যখন উমর ঘরের মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছিলেন তখন সেলাইয়ের কাজ করা আলখাল্লা ও রেশমী কাপড়ের পাড়যুক্ত জামা পরিহিত অবস্থায় সেখানে আল আস বিন ওয়াইল আস সামি আবু আমর উপস্থিত হল। ইসলাম আসার পূর্বে জাহিলি যুগে আমাদের সহযোগী বানু সাম গোত্রের লোক ছিল সে। আল-'আস ওমরকে বললেন, 'তোমার সমস্যা কি?' তিনি বললেন, 'আমি যদি মুসলিম হই তাহলে তোমার লোকেরা আমাকে হত্যা করতে পারে।" আল-'আস বলল, "আমি আপনাকে সুরক্ষা দেয়ার পর কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।" পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, আমি এটি বিশ্বাস করি।" কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে হত্যার কোন চেষ্টাই বাদ দেয়নি। ইবনে হাজার ফাত'উল বারীতে উল্লেখ করেন যে: ইবনে ইসহাক, মুসা বিন উকবাহ্ এবং মাগাজীর (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) অন্যান্য আলেমগণ বলেন: "যখন কুরাইশগণ দেখল যে, সাহাবীগণ এমন একটি ভূমি পেয়ে গেছে যেখানে তারা নিরাপদ, উমর ইসলাম

গ্রহণ করেছে, যেসব জাতি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে হত্যা করার জন্য একমত হয়েছিল তাদের মধ্যেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। যখন এ খবর আবু তালিবের কাছে পৌছাল তখন তিনি বনু হাশিম ও বনু মোত্তালিবকে এক জায়গায় একত্রিত করলেন। উপস্থিত সবাই এটা মেনে নিল যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরই একজন, এবং যারাই তাকে হত্যা করতে চাইবে তারা তাঁকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করবে...।' ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে আহমাদ শুধুমাত্র 'উসমান আল-জাযারি ব্যতিত বাকিসব বিশ্বাসযোগ্য ইসনাদের দ্বারা একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যাকে আবার ইবনে হিব্বান বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে গণ্য করেছেন কিন্তু বাকিরা নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন পরিকল্পনা করত তেমনি, আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্র পরিকল্পনা সবচেয়ে উত্তম।" [সূরা আনফাল: ৩০]; তিনি বলেন: "একদিন রাতে কুরাইশগণ মক্কাতে পরামর্শ করতে বসল। তাদের কেউ কেউ বলল, যখন মুহাম্মদ (সাঃ) জেগে উঠবে তখন তাকে বেঁধে ফেলতে হবে। কেউ কেউ বলল, না তাকে মেরে ফেলতে হবে এবং অন্যরা বলল, তাকে বের করে দাও...।"
ইবনে হিশাম তার সীরাতে উল্লেখ করেন যে, ইবনে ইসহাক বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনাতে তার সাহাবীদের কাছে চলে যাচ্ছেন এ ব্যাপারে কুরাইশদের সতর্ক করা হয়েছিল...সুতরাং কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দারুল নাদওয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ব্যাপারে কী করা যায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য একত্রিত হল। তাদের কেউ কেউ বলল: তাকে শিকলবদ্ধ কর... অন্যরা বলল, আস তাকে আমরা বের করে দেই। আবু জাহল বলল, আমার এমন একটি চিন্তা আছে যা সম্পর্কে তোমরা এখন পর্যন্ত কেউ ভাবনি। তারা বলল, সেটা কী হে আবু জাহেল? সে বলল, প্রত্যেক জাতি থেকে একজন তরুণ, শক্তিশালী, সঠিক জন্মপরিচয় সম্পন্ন, অভিজাত ও যোদ্ধা দরকার। তাদের প্রত্যেকের সাথে থাকবে ধারালো তলোয়ার। তাদের প্রত্যেককেই তাকে (সাঃ) আঘাত করবে ও হত্যা করবে। যাতে তারা তাঁকে শেষ করে দিতে পারে। (Some of the companions patiently bore the killing like Sumayyah mother of 'Ammar (ra), she was the first martyr of Islam) (কিছু সাহাবী আম্মার (রা.) এর মা সুমাইয়া (রা.) এর মৃত্যুকে ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করেছিল- যিনি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ)।

এমন কিছু পরিস্থিতি ছিল যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবীগণ মুশরিকদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যা থেকে তাদের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

- মুসা বিন উকবার বরাত দিয়ে আল বুখারী আল-তারিখ আল-কাবীর এ উল্লেখ করেন, মুসা বলেন যে, উকাইল বিন আবি তালিব আমাকে জানাল যে, কুরাইশগণ আবু তালিবের কাছে আসল এবং বলল, তোমার ভাইয়ের ছেলে আমাদের জমায়েতের মধ্যে অপমান করেছে। সে বলল, 'হে ওকাইল, মুহাম্মদকে আমার কাছে নিয়ে আস।' সে গেল এবং তাকে একটি ছোট্ট বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসল। খুব গরমের সময় সে দুপুর বেলা তাঁকে নিয়ে আসল এবং তারা ছায়াযুক্ত একটি জায়গা পাওয়ার জন্য হাটছিল। যখন আবু তালিব তাদের কাছে পৌছল তখন সে বলল, তোমার চাচাত ভাইয়েরা অভিযোগ করছে যে, তুমি ক্লাবঘর ও মসজিদে তাদের অপমান করেছ। এরূপ করো না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'আপনি কি এই সূর্যটি দেখতে পাচ্ছেন? **(I can't stop that from you until you forment a blaze from it.** আমি কি তার উজ্জ্বল শিখা আপনার নিকট পৌছানো বাঁধাগ্রস্ত করতে পারব)। আবু তালিব বললেন, আমার ভাইপো কখনও আমাদের সাথে মিথ্যা বলে না। সুতরাং তোমরা চলে যাও।
- ইবনে আব্বাস (রা.) এর বরাত দিয়ে দুই শায়খ বর্ণনা করেন যে, তিনি (রা.) বলেন: যখন আবু যর (রা.) মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে শুনলেন...তখন তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) কে না পাওয়া, তার সাথে কথা না বলা ও ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত খুঁজতে থাকলেন। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন: "তোমার লোকদের কাছে ফেরত যাও এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে ইসলামের ব্যাপারে কথা বলো না যতক্ষণ না আমার নির্দেশ আসে।" তিনি (রা.) বললেন, "যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মক্কা পরিত্যাগ করব না যতক্ষণ না পবিত্র মসজিদে (কা'বা) যাই ও কুরাইশদের মাঝে সত্যের প্রকাশ্য ঘোষণা না দেই। তিনি মসজিদে পৌছলেন এবং কণ্ঠের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে ঘোষণা করেন যে, "হে কুরাইশের লোকেরা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্'র রাসূল।" তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও নিষ্ঠুরভাবে পেটাতে লাগল যতক্ষণ না তিনি মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর চাচা আব্বাস (রা.) তাকে চিনতে পারলেন ও তাকে রক্ষা করেন। আব্বাস (রা.) বলেন, "ধ্বংস তোমাদের জন্য! তোমরা কি গিফার গোত্রের একটি লোককে মেরে ফেলতে চাও যখন তোমাদের ব্যবসায়ী দলকে সে গোত্রের পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে হয়?" এ কথা শুনে তারা তাকে ছেড়ে দিল। আবু যর পরদিন আবার আসলেন ও একই কাজ করলেন। কুরাইশগণও তীব্র আঘাতের মাধ্যমে আবারও এর জবাব দেয় এবং এবারও আব্বাস (রা.) তাকে রক্ষা করেন।
- উরওয়ার বরাত দিয়ে আহমাদ বিন হাম্বল ফাজাই'ল আস সাহাবাতে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পর মক্কাতে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) প্রথম কুর'আন তেলাওয়াত করেন। উরওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর

সাহাবীগণ একদিন মিলিত হলেন এবং বললেন, "কুরাইশগণ এখনও প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরে কুর'আন তেলাওয়াত শুনেনি। কে সেই ব্যক্তি যে কুরাইশদের জন্য কুর'আন তেলাওয়াত করবে?" আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) স্বতস্ফূর্তভাবে বললেন, "আমি তাদের জন্য তেলাওয়াত করব।" তারা বলল, "আমরা তোমাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছি। আমরা এমন কাউকে চাচ্ছিলাম যার বংশ ভাল যাতে করে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।" কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ জোর করে বললেন, "আমাকে সুযোগ দিন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাকে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন।" তারপর তিনি পবিত্র মসজিদ কা'বাতে গমন করলেন এবং মাকামে ইব্রাহিমে (কা'বা থেকে কয়েক মিটার দূরে) পৌছলেন। তখন ছিল সকালবেলা এবং কুরাইশগণ কা'বা'র চারিদিকে বসে ছিল। আব্দুল্লাহ্ মাকামে দাঁড়ালেন এবং তেলাওয়াত করা শুরু করলেন:

"করুণাময় আল্লাহ্। শিক্ষা দিয়েছেন কুর'আন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ।" [সূরা আর রাহমান: ১-৩]

তিনি তেলাওয়াত করতে থাকলেন। কুরাইশগণ তার দিকে তাকাল এবং তাদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, "ইবনে উম্মে আবদ কি তেলাওয়াত করছে?" তারা বুঝতে পারল এবং তার মুখে আঘাত করা শুরু করল, কেননা তখনও তিনি তেলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি সাহাবীদের কাছে পৌছলেন তখন তার মুখ থেকে রক্ত ঝরছিল। সাহাবীগণ বললেন, "তোমার ব্যাপারে এ ভয়ই আমরা করছিলাম।" আব্দুল্লাহ্ বললেন, "আল্লাহ্'র কসম! আমি এখন যতটা স্বস্তি বোধ করছি আল্লাহ্'র দুশমনেরা ততটা নয়। আপনারা যদি চান, তাহলে আমি আগামীকাল যেতে পারি ও একই ধরনের কাজ করতে পারি।" তারা বললেন, "আপনি যথেষ্ট করেছেন। আপনি তাদের তাই শুনিয়েছেন যা তারা অপছন্দ করে।"

- আল বুখারী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) এর কাছ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: আমি মনে করতে পারি না যে আমার জ্ঞাতসারে কখনও আমার পিতা মাতা ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য ধর্মে বিশ্বাস করেছিল...এ অবস্থা কুরাইশের মুশরিকদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। সুতরাং তারা ইবনে দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। যখন সে তাদের কাছে আসল, তারা বলল, "তোমার জিম্মাধারীতে আবু বকরকে আমরা সুরক্ষা প্রদান করেছিলাম এই শর্তে যে, সে ঘরের ভেতরে উপাসনা করবে...কিন্তু আমরা তার এ সুযোগ রহিত করতে চাই একারণে যে, সে প্রকাশ্যে ইবাদতের কাজ করছে।" ইবনে আদ দাগিনা আবু বকরের কাছে গেলেন এবং বললেন, "হে আবু বকর, তুমি জান, তোমার পক্ষ হয়ে আমি কি শর্তে আবদ্ধ হয়েছি। এখন হয় তুমি সেটি মেনে চলবে, অথবা আমাকে এর দায় থেকে মুক্তি দাও। কেননা আমি এ কথা শুনতে চাই না যে, আরবগণ আমার লোকদের চুক্তি ভঙ্গকারী হিসেবে অভিহিত করে।" আবু বকর বললেন, "আমাকে রক্ষা করার চুক্তি থেকে তোমাকে অব্যাহতি দিলাম এবং আমি আল্লাহ্'র নিরাপত্তায় থাকতে সন্তুষ্ট।"

আল হাকিম আল-মুসতাদরাকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যাকে তিনি মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ্ বলেছেন এবং আয-যাহাবী এ ব্যাপাওে একমত পোষণ করেন। আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রা.) এর বরাত দিয়ে ইবনে হিব্বান তার সহীহতে উল্লেখ করেন যে, "মক্কার মসজিদের ভেতরে উমর (রা.) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। ক্লান্ত হয়ে অতঃপর তিনি বসে পড়লেন। লাল কাপড় পরিহিত একজন বিশিষ্ট ও সুশ্রী চেহারার লোক আসল ও তাদেরকে ওমরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল এবং বলল, 'তোমরা এ লোকের কাছে কি চাও?' তারা বলল, 'কিছু না, এ লোক তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। সে ব্যক্তি বলল, 'কি চমৎকার মানুষ তিনি যে, তার ধর্ম নিজে পছন্দ করেছেন। তোমরা কি মনে কর বনু আদি উমরকে হত্যা করা পছন্দ করবে?' 'না, বনু আদি এটি পছন্দ করবে না।' তিনি বলেন, 'উমর সেদিন বলেছিল, 'আমরা যদি তিনশত লোক হতে পারতাম, তাহলে হে আল্লাহ্'র দুশমনেরা, মক্কা থেকে তোমাদেরকে ছুড়ে ফেলে দিতাম।' আমি আমার বাবাকে পরে জিজ্ঞেস করলাম, সে ব্যক্তি কে ছিল যিনি আপনাকে সেদিন তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল?' তিনি বলেন, 'তিনি ছিলেন আল আস বিন উয়া'ইল, আমরু বিন আল আস এর পিতা।' এটি আল হাকিমের ভাষায় বর্ণিত। এ হাদীসটি আল বুখারী উল্লেখিত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যেখানে বলা হয়, 'হত্যার ভয়ে উমর তার বাড়িতে ছিল।' এর কারণ হল এগুলো দু'টি ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়েছিল।

- মুসা বিন উকবা'র বরাত দিয়ে আল বায়হাকী আদ দালা'ইল এ আয-যাহাবী আল তারিখ এ বর্ণনা করেন যে, 'উসমান বিন মাজ'উন ও তার সাথীরা ফেরত এসেছিলেন এবং কারও জিম্মাদারিত্ব ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করতে পারছিলেন না। সুতরাং আল ওয়ালিদ বিন মুগীরাহ উসমান বিন মাজ'উনকে সুরক্ষা দিলেন। কিন্তু যখন উসমান তার সাথীদের চেহারায় যন্ত্রনার ছাপ দেখতে পেলেন, আগুন ও চাবুকের মাধ্যমে নির্যাতন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তিনি ছিলেন নিরাপদ ও হস্তক্ষেপমুক্ত। তিনি চাইলেন পরীক্ষিত হতে। তিনি আল ওয়ালীদকে বললেন, তুমি আমাকে সুরক্ষা দিয়েছ, আমি চাই তুমি আমাকে তোমার গোত্রের কাছে নিয়ে যাবে ও তোমাকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। ওয়ালীদ বলল, হে আমার ভাইপো, কেউ কি তোমার কোন ক্ষতি করেছে অথবা গালি দিয়েছে? তিনি বললেন, না, কেউ আমাকে গালি দেয়নি বা আমার ব্যাপারে নাক গলায়নি। বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তিনি যখন চাপাচাপি করছিলেন তখন সে তাকে

মসজিদের কাছে নিয়ে গেলেন যেটিকে ঘিরে কুরাইশগণ বসে ছিল ও সময় উপভোগ করছিল। একজন কবি লাবিব বিন রাবিয্যা'আহ্ তাদের জন্য কবিতা আবৃত্তি করছিল। আল ওয়ালীদ হাত ধরে উসমানকে নিয়ে গেল এবং বলল এ ব্যক্তি তার সুরক্ষা থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য করেছে এবং আমি তোমাদের এ ব্যাপারে সাক্ষী রেখে বলতে চাই যে, যতক্ষণ না সে পূণরায় এটি চায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার সুরক্ষার ব্যাপারে আমার কোন করণীয় নেই। উসমান বললেন, সে সত্য বলেছে এবং আল্লাহ্'র কসম আমি তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করেছি ও আমার বিষয়ে তার কোন দায়দায়িত্ব নেই। এরপর তিনি প্রথমবারের মত তাদের সাথে বসলেন যদিও পরবর্তীতে তিনি আক্রমণের শিকার হন।

যদিও সাহাবা (রা.) ছিলেন দৃঢ় তবুও তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে অভিযোগ করেছিলেন এবং নিবেদন করেছিলেন যাতে তিনি দু'আ করেন ও আল্লাহ্'র সাহায্য চান। তখন তিনি (সা.) যে উত্তর দিয়েছিলেন তা খাব্বাব বিন আল আরাত (রা.) এর বরাত দিয়ে আল বুখারী বর্ণনা করেন:

"একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কা'বা'র ছায়ায় বসে বিশ্রামরত অবস্থায় আমরা তাঁর নিকট অভিযোগের সূরে বললাম, 'আপনি কি আমাদের জন্য বিজয় চাইবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন না?' প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন: 'তোমাদের আগে এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছিল যখন গর্ত খুঁড়ে সেখানে জীবন্ত মানুষকে পুঁতে তাকে করাত দিয়ে লম্বালম্বিভাবে দ্বিখন্ডিত করা হতো; লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যা তার গায়ের হাড়-মাংসকে ছিন্ন করে ফেলত, এবং তবুও এগুলো তাকে দ্বীন থেকে বিচ্যুৎ করতে পারেনি। আল্লাহ্'র কসম এই দ্বীন বিজয়ী হবে যখন সানা থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত একজন আরোহী নির্বিঘ্নে ভ্রমন করবে এবং তার মধ্যে আল্লাহ্'র ভয় এবং তার মেষপালের জন্য নেকড়ের ভয় ছাড়া আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছো।"

১২. মু'মিনদের প্রতি বিনয় এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর

মু'মিনদের প্রতি বিনয় আর কাফিরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন একটি ফরয বিষয়, কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন (ইসলাম) হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, অচিরেই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি হবে বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহ্'র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহ্'র অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" [সূরা আল-মা'য়িদাহ্: ৫৪]; বিনয়ী বা নম্রতা (জিল্লাহ্) শব্দটি বলতে এখানে দয়া, সমবেদনা ও অকোঠরতা বুঝানো হয়েছে এবং এটিকে জু'ল শব্দের সাথে মেলানো উচিত হবে না, যার অর্থ হল অসম্মান এবং অপমান। ইজ্জাহ্ শব্দটির অর্থ হল কঠোরতা, রুক্ষতা, শত্রুতা ও পরাজয়। প্রচলিত আছে যে, 'আজ্জাহু' অভিব্যক্তিটি দ্বারা 'সে তাকে পরাজিত করেছে' বুঝায়। কোন ভূমি ইজা'জ বলতে সে ভূমি দৃঢ় ও কঠোর ভূমি বুঝায়। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"মুহাম্মদ আল্লাহ্'র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" [সূরা আল ফাতহ: ২৯]; তাছাড়া আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল (সাঃ) কে মু'মিনদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন।" [সূরা আল-হিজর: ৮৮]; অন্য এক আয়াতে তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি সদয় ও বিনয়ী হোন।" [সূরা আশ-শু'আরা: ২১৫]; অর্থাৎ তাদের প্রতি অকোঠর ও দয়ালু হন। তাদের প্রতি কঠোর না হওয়ার জন্য তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলেছেন:

"আল্লাহ্'র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা'র উপর ভরসা করুন, আল্লাহ্ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন।" [আলি ইমরান: ১৫৯]; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে মু'মিনদের প্রতি যেমনি দয়ালু ও প্রসন্নভাবাপন্ন হওয়ার আদেশ এবং কঠোর হওয়ার নিষেধ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি কাফের ও মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

"হে নবী (মুহাম্মদ (সাঃ))!, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা।" [সূরা আত্-তওবাহ্:৭৩]; রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতি যে কোন সম্বোধন তার উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য যদি না এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা থাকে। মু'মিনদেরকেও মুমিনদের সাথে দয়ার্দ্র হতে হবে, করুণা ও সদয়ভাব প্রদর্শন করতে হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোরতা, রুক্ষতা, শত্রুতা প্রদর্শন ও তাদের পরাজিত করতে হবে। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা আত্-তাওবাহ্:১২৩]

আলোচ্য বিষয়টি সুন্নাহ্'র দলিল দ্বারাও প্রমাণিত। নোমান বিন বশীর (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

"মু'মিনদের পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত হল একটি দেহের মত। এর একটি অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে পুরো দেহ একইসাথে নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।"; ইয়াদ বিন হিমার (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে ঃ
"তিন ব্যক্তি জান্নাতের অধিবাসী: একজন শাসক যিনি ন্যায়পরায়ণ, দান করেন এবং সামঞ্জস্য বিধান করেন, একজন ব্যক্তি যে তার আত্মীয়স্বজন ও সব মুসলিমদের প্রতি কোমলহৃদয় ও দয়ার্দ্র এবং এমন পুত পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তি যার সামান্য রিজিক থাকা সত্ত্বেও অনেক সন্তান রয়েছে।"; জাবির বিন আবদুল্লাহ্-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি দয়া দেখায় না তার প্রতিও দয়া দেখানো হবে না।" দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হল আল্লাহ্'র দয়া, যা এখানে মু'মিনদের প্রতি দয়া দেখানোকে বাধ্যতামূলক বা ফরয করার ঈঙ্গিতস্বরূপ। পারস্পরিক দয়ার্দ্রতার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে জানা যায় ইবনে হিব্বান কর্তৃক তার সহীহ্'তে উল্লেখিত হাদীস থেকে যেখানে আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, সৎ ও বিশ্বস্ত আবুল কাশেম বলেন:
"ঘৃণ্য (wretched) ও অশ্লীল (nasty) ব্যক্তি ব্যতিরেকে কারও কাছ থেকে দয়া (Mercy) কেড়ে নেওয়া হয় না।"; আয়েশা (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আমার বাড়িতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি:

"হে আল্লাহ্, যাকে আমার উম্মাহ্'র বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সে যদি তাদের প্রতি কঠোর হয় তবে আপনিও তার প্রতি কঠোর হন। আর যাকে আমার উম্মাহ্'র বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সে যদি তাদের প্রতি সদয় হয় তবে আপনিও তার প্রতি সদয় হন।"

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, সদয় হওয়ার বিষয়টি আমভাবে এসেছে অর্থাৎ তা মুসলিম, কাফির, মুনাফিক, আনুগত্যশীল, আনুগত্যশীল নয় এরকম সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এরূপ ধারণা হতে পারে মুসলিম বর্ণিত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) হাদীসের কারণে যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে তার জনগণের প্রতি সহানুভূতি দেখায় না তবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'ও তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন না।"

'জনগণ' শব্দটি যথার্থই আমভাবে এসেছে, কেননা এখানে সাধারণ প্রকাশভঙ্গীটি সুনির্দিষ্টকরণের জন্য এসেছে। যেমন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"যাদেরকে (ঈমানদারদের) লোকেরা (মুনাফিকরা) বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।" [সূরা আলি-ইমরান:১৭৩]

আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর বরাত দিয়ে দুইজন শা'ইখ বর্ণিত হাদীসে মু'মিনদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দয়ার বিষয়ে জানা যায়:

সা'দ বিন উবাদা অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। যখন তিনি কাছে আসলেন দেখলেন তার ঘরের লোকজন তাকে ঘীরে রেখেছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন: "সে কি মারা গেছে?" তারা বলল: "না, হে রাসূলুল্লাহ্।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাঁদতে শুরু করলেন এবং তাকে কাঁদতে দেখে অন্যরাও কাঁদতে শুরু করল। তিনি (সাঃ) বললেন: "তোমারা কি শুনবেনা? অশ্রু বর্ষণ বা অন্তরের ঘৃণার জন্য আল্লাহ্ শাস্তি দেন না, তবে তিনি এটির (জিহ্বার দিকে নির্দেশ করে) জন্য শাস্তি দেন অথবা রহমত বর্ষণ করেন।"

তাছাড়া আয়েশার বরাত দিয়ে আত্-তিরমিযী কর্তৃক ঘোষিত হাসান সহীহ্ হাদীসে তিনি বর্ণনা করেন যে:

"উসমান বিন মাজ'উন মারা যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে চুমু খেলেন। তিনি (সাঃ) কাঁদছিলেন (অথবা বর্ণনাকারীর মতে তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল)।" আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর স্ত্রীগণ এবং উম্মে সালিম ব্যাতিরেকে কখনওই কোন নারীর উপস্থিতিতে হাজির হতেন না। তিনি (সাঃ) সাধারণত তার উপস্থিতিতে প্রবেশ করতেন এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সাঃ) বলতেন: তার প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে, কেননা তার ভাই আমার সাথে জিহাদে শহীদ হয়েছেন।"

মু'মিনদের প্রতি তাঁর (সাঃ) অকঠোরতার উদাহরণ আরও পাওয়া যায় আল-বুখারীর বর্ণিত হাদীসে যেখানে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তায়েফকে অবরোধ করলেও তা জয় করতে পারছিলেন না। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: "আল্লাহ্'র ইচ্ছায় আমরা আগামীকাল বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব।" মুসলিমগণ বললেন: 'আমরা ফিরে যাব? কিন্তু আমরা তো এখনও তায়েফ জয় করতে পারিনি?' তিনি (সাঃ) বললেন: "আগামীকাল সকালে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" তারা পরদিন তারা যুদ্ধের

জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু অনেকেই আহত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ "আল্লাহ্'র ইচ্ছায় আমরা আগামীকাল বাড়ি ফিরছি।" এটি সাহাবীদেরকে সন্তুষ্ট করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা দেখে হাসছিলেন।

মু'মিনদের জন্য তাঁর (সাঃ) সদয় হওয়ার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় মুয়াবিয়া বিন আল হাকাম আস সালামি'র বরাত দিয়ে মুসলিমের বর্ণনা থেকে:

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম এবং জামায়াতের মধ্যে কেউ হাঁচি দিল। আমি তাকে বললামঃ 'আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুক।' লোকেরা আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যাতে মনে হল তারা বিষয়টি মেনে নেয়নি। আমি বললাম, 'দুঃখ আমার জন্য, কেন তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ?' তারা তাদের উরুর উপর হাত দিয়ে আঘাত করছিল এবং আমি যখন তাকালাম তখন তারা আমাকে চুপ করতে বলল। এতে আমি রাগান্বিত হলাম, কিন্তু কিছু বললাম না। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সালাত শেষ করলেন-আমার পিতামাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক, আগে বা পরে তার চেয়ে ভাল কোন শিক্ষক আমি কখনওই দেখি নাই, তিনি (সাঃ) আমাকে তিরস্কার, আঘাত বা সংশোধন না করে শুধু বললেনঃ 'সালাতের সময় কথা বলা শোভন নয়, কেননা সালাত হল আল্লাহ্'র প্রশংসার জন্য, তার মাহাত্মকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য ও কুর'আন তেলাওয়াত করার জন্য'।"

তাছাড়া আনাস (রা.) বরাত দিয়ে আল বুখারী বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে এমন সময় হাটছিলাম যখন তিনি মোটা আঁচলের একটি নজরানি চাদর পড়েছিলেন। সে সময় একজন বেদুঈন আসল এবং এত জোরে চাদরটি ধরে টান দিল যে, আমি তাঁর (সাঃ) কাঁধে চাদরের আচলের দাগ দেখতে পেলাম। অতঃপর বেদুঈন বলল, 'আপনার কাছে আছে এমন কোন আল্লাহ্'র নেয়ামত আমাকে দেয়ার অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার দিকে ফিরলেন ও হাসলেন এবং তাকে একটি উপহার দেয়ার নির্দেশ দিলেন।"

সাহাবীদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীলতার উদাহরণ পাওয়া যায় ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণিত হাদীস থেকে যেখানে আব্বাস (রা.) বলেন: 'যখন উমর (রা.)-কে ছুরিকাঘাত করা হল তখন সুহাইব (রা.) তার গৃহে প্রবেশ করলেন ও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। সুহাইব (রা.) বলছিলেন: 'হে আমার ভাই, হে আমার সাথী।' ওয়াকিদ বিন আমর বিন সা'দ বিন মু'আয এর বরাত দিয়ে আত্-তিরমিযী একটি হাদীস বর্ণনা করেন যা তিনি হাসান সহীহ্ বলে ঘোষণা করেছেন। এ হাদীসে ওয়াকিদ বলেন: 'আনাস বিন মালিক আসলেন এবং আমি তাকে দেখতে গেলাম। তিনি বললেন: তুমি কে? আমি বললাম: আমি ওয়াকিদ বিন আমর বিন সা'দ বিন মু'আয। তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন: তুমি দেখতে ঠিক সা'দ এর মত।

মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রা.) উমর (রা.) কে বলেন, 'উমর আসুন আমরা উম্মে আয়মানকে দেখতে যাই কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা করতেন। যখন আমরা তাকে দেখতে গেলাম তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারা বললেন: আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ্'র যা আছে তা তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য উত্তম। তিনি বললেন: আমি এ কারণে কাঁদছি না যে, আমি জানি না, আল্লাহ্'র যা আছে তা তাঁর রাসূল-এর জন্য উত্তম। আমি এ কারণে কাঁদছি যে, ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তার এ কথা দু'জনের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করল যে, তারাও কাঁদতে আরম্ভ করল। মুসলিম উমর বিন আল খাত্তাব (রা.) এর বরাত দিয়ে বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তিপণ বিষয়ক লম্বা একটি হাদীস বর্ণনা করেন: পরদিন আমি যখন আসলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও আবু বকর বসে ছিলেন ও কাঁদছিলেন। আমি বললাম: হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! আমাকে বলুন কী আপনাকে ও আপনার বন্ধুকে কাঁদাচ্ছে? যদি আমি কাঁদার মত কোন কারণ পাই তাহলে আমিও কাঁদব, অন্যথায় আপনাদের সাথে কাঁদার ভান করব...'

জানাদাহ্ বিন আবু উমাইয়া এর বরাত দিয়ে আল ইসতি'আহ্'তে ইবনে আবদ আল বার্' বর্ণনা করেন যে, ওবাদাহ্ বিন সামিত আলেকজান্দ্রিয়ায় যুদ্ধের দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি তাদের যুদ্ধ করতে বারণ করছিলেন, কিন্তু তারা যুদ্ধ করল। সুতরাং তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন: ও জুনাদাহ্, লোকদের কাছে যাও। সুতরাং আমি সেখানে গেলাম ও তার কাছে ফেরত আসলাম। তিনি বললেন: কেউ কি নিহত হয়েছে? আমি বললাম: না। তিনি বললেন; সব প্রশংসা আল্লাহ্'র, কেননা আনুগত্যের বাইরে থাকা সত্ত্বেও কেউ নিহত হয়নি।

এখানে করুণা, অকঠোরতা, মুসলিমদের মধ্যকার সৌহার্দ্যতা এবং তাদের সাথে দৃঢ় ও শক্তিশালীভাবে থাকার মধ্যকার পার্থক্য পরিষ্কার করা দরকার। এটি সুস্পষ্ট যে, শারী'আহ্'র হুকুম বাস্তবায়ন এবং মুসলিমদের ক্ষতির বিষয়সমূহের ব্যাপারে করুণা, সৌহার্দ্যতা ও অকঠোরতার কোনো স্থান নেই। তাই শারী'আহ্'র হুকুম বাস্তবায়ন ও মুসলিমদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই কঠোর ও দৃঢ় হতে হবে।

শারী'আহ্ হুকুম প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- এ বিষয়ে আহমেদ কর্তৃক আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"তাকে প্রহার কর" এবং তারপর তিনি (সাঃ) বলতেন: **"বল, আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত করুক।"**

- শারী'আহ্'র হুকুম প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয় হওয়ায় হুদায়বিয়া'তে তিনি (সাঃ) তাদের (রা.) মতামতের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কিত হাদীসটি সবার জানা। (সাহাবা (রা.)-দেরকে ক্ষতিতে পতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে গৃহিত সিদ্ধান্তে তিনি কোন প্রকার শৈথিল্যতা দেখাননি, অর্থাৎ তাঁর (সাঃ) আনুগত্যের বরখেলাফকারীদের প্রতি তিনি (সাঃ) কোন প্রকার করুণা, সৌহার্দ্যতা ও শৈথিল্যতা প্রদর্শন করেননি। He did know show any compassion in order to avoid putting them in difficulty i.e. under the pretext of having mercy, compassion and leniency like those who go agent his command.)

- আয়েশা (রা.)-এর হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তিনি (রা.) বলেন:

কুরাইশগণ বানু মাখযুম গোত্রের একজন নারীর বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন যিনি কিনা চুরির দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন। তারা বলল: রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট কে এই ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করবে? তারা বলল: 'উসামা ছাড়া আর কে এ ব্যাপারে সাহস করবে যাকে কিনা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অনেক ভালবাসেন।' সুতরাং উসামা তাঁর (সাঃ) সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বললেন: 'তুমি কি আল্লাহ্'র হুদুদ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে মধ্যস্ততা করতে এসেছ?' তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও বললেন: **'হে লোকেরা, তোমাদের পূর্বে যারা এসেছে তারা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার অভিজাত লোকেরা চুরি করলে তারা ছেড়ে দিত এবং দরিদ্র লোকেরা করলে তার উপর হুদুদ প্রয়োগ করত। আল্লাহ্'র কসম, যদি আমার মেয়ে ফাতিমা চুরি করত তাহলে আমি তাঁর হাতও কেটে দিতাম।'** তিনি কুরাইশদের প্রতি এক্ষেত্রে মৃদুভাবাপন্ন ছিলেন না, বানু মাখযুম গোত্রের নারী হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি কোনরূপ করুণা প্রদর্শন করেননি এবং তিনি উসামার মধ্যস্ততাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।' [Agreed upon/মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- শারী'আহ্ হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি কারও প্রতি শৈথিল্যতা দেখাতেন তবে সাদাকাহ্'র খেজুর হাতে নেয়ায় অভিযুক্ত হাসান বিন আলী (রা.)-এর প্রতিও হতেন। কারণ আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হাসান বিন আলী (রা.) সাদাকাহ্'র জন্য বরাদ্দকৃত খেজুর হতে খেজুর খেতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:
  "ইয়াক, ইয়াক, থু, মুখ থেকে ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা সাদাকাহ্ খাই না?!" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- মু'আয (রা.) এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণিত হাদীস থেকে তাবুক যুদ্ধের সময় মুসলিমদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"তোমরা আগামীকাল তাবুকের ঝর্ণার নিকটে আসবে, ইনশা'আল্লাহ্। কিন্তু ভালভাবে সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা কেউ সেখানে যাবে না। আমি আসার আগ পর্যন্ত কেউ ঝর্ণার পানি স্পর্শ করবে না।' আমরা সেখানে গেলাম এবং ইতোমধ্যে দু'জন আগেই সেখানে এসে পৌছে যায় এবং ঝর্ণা থেকে খুব সামান্য পানি ফোটায় ফোটায় পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, **'তোমরা কি এর পানি স্পর্শ করেছ?'** তারা বলল, 'হ্যাঁ'। রাসূলুল্লাহ্, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাদের সংশোধন করলেন এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে রকম চাইলেন তিনি সেরকমই বললেন।'

বনু মুসতালাক ও মুনাফিকগণ যা করেছিল তা সম্পর্কিত গল্পটি মুহম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন হিব্বান-এর হাদীস থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লোকদের সাথে সারাদিন হাটলেন যতক্ষণ না রাত নেমে আসে এবং তারপর সকাল না আসা পর্যন্ত সারারাত ও এর পরের দিন যতক্ষণ না রৌদ্র তাদের ভীষণ ক্লান্ত করে ফেলে। (তারপর বিষয়টি হতে দৃষ্টি অন্যদিকে নিতে তাদেরকে বিরতি নিতে বললেন/**Then he halted them to distract them from the subject")**

সাহাবাদের দৃঢ়তা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হল মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আবু বকর (রা.) যা করেছিলেন অর্থাৎ সব মুসলিমদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে উসামার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাঁর মতামতে সম্মত হয়েছিলেন, সেটি বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এ সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছিলেন।

(If we excluded the application of the *Sharee'ah* which includes repelling the harm then one cay say:
those people who are shown compassion are those who have been hit by a misfortune such as death, illness, loss of a loved one; as for the ignorant person he should be shown compassion and leniency whilst teaching him and being patient. In applying the mubaah one should choose the easiest option, prefer leniency to strictness as the Messenger (saw) did when he besieged Taa`if, as mentioned above in the hadith of Ibn 'Umar reported by al-Bukhari/ মুসলিমদের ক্ষতি দূরীকরণ সংক্রান্ত শারী'আহ্ হুকুমসমূহ প্রয়োগের বিষয়টি যদি আমরা বাদ রাখি তবে একজন বলতে পারে: তাদের তো দয়া দেখানো যায় যারা দূর্ভাগ্যের স্বীকার, যেমন: মৃত, অসুস্থ, প্রিয় কাউকে হারানো ব্যক্তি এবং কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে তার প্রতি দয়া ও প্রসন্নভাবাপন্ন থাকা উচিত ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করা উচিত। মুবাহ্ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে সহজটি বেছে নেয়া উচিত, কঠোরতা বদলে কোমলতা প্রদর্শন করা-যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তায়েফ অবরোধ করার সময় করেছেন এবং তা আমরা ইবনে উমরের বরাত দিয়ে আল বুখারী বর্ণিত হাদীস থেকে পূর্বে জেনেছি।)

এখন বাকী রইলো কাফেরদের প্রতি মুসলিমদের কঠোরতার চিত্রটি তুলে ধরার:

প্রথমত: যুদ্ধক্ষেত্রে কঠোরতা:

আল বুখারী বর্ণিত ওয়াশীর একটি হাদীসে তিনি বলেন, 'আইনানের (ওহুদ পর্বতের পাশে আইনান আরেকটি পর্বত এবং এটি ও উহুদ পাহাড়ের মধ্যে একটি উপত্যকা রয়েছে) বছরে যখন লোকেরা ওহুদের যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ল তখন আমিও তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। যখন সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল তখন শায়বা বেরিয়ে আসল ও বলল, 'এমন কোন মুসলিম আছে কি যে আমার সাথে দ্বৈত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চায়?' হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব তখন বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, 'হে শায়বা! হে ইবনে উম্মে আন্মার, অন্যান্য মহিলাদের খৎনাকারী! তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে চ্যালেঞ্জ করছো?' অতঃপর তিনি শায়বাকে আক্রমণ করলেন ও হত্যা করলেন, অতিক্রান্ত অতীতের ন্যায় বিলিন করে দিলেন.."/causing him to be non-extant like the bygone yesterday ..."

সীরাতের বই ও মাগাজীতে হামজা, আলী, আল বারা'আ, খালিদ, আমরু বিন মা'তী কারীব, আমীর, জুহাইর বিন রাফিঈ এবং অন্যদের দ্বৈত যুদ্ধের কথা জানা যায়। এ বিষয়ে আরও জানতে এই পুস্তকের সহায়তা নেয়া যেতে পারে কারণ এই পুস্তক সিরাত কিংবা ইতিহাসের বই নয়, বরং প্রাসঙ্গিক বিষয়টি নিয়ে পরোক্ষভাবে উল্লেখ্য কিছু ঘটনাবলী/One can refer to them for more about this because this book is not a book of Seera or stories and hence just alluding to the subject fulfils the aim.

দ্বিতীয়ত: আপসহীনতা:

- আল মিসওয়ার ও মারওয়ান এর বরাত দিয়ে আল বুখারী বর্ণনা করেন যে, উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ও তাঁর দাড়ি মোবারক ধরে ফেললেন। আল মুগীরা বিন সু'বা একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাথার উপর দাঁড়িয়েছিল। যখন উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তখন মুগিরা তলোয়ারের হাতল দিয়ে উরওয়ার হাতে আঘাত করতে গিয়ে বলছিল, 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাড়ি থেকে তোমার হাত সরিয়ে নাও।'
- আগের হাদীসটিতে উরওয়া বলেন, 'আমি আপনার সাথে এমন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখছি না, তবে বিভিন্ন গোত্রের যাদের দেখছি তারা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে।' এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) তার উপর চটে গেলেন এবং বললেন, 'তুমি কি বলছ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে একা ফেলে চলে যাব?' আল মুগীরা ও আবু বকর (রা.) এর এ বক্তব্যের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিশ্চুপ ছিলেন এবং এ থেকে বুঝা যায় যে, তাদের কাজের বিষয়ে তাঁর (সাঃ) অনুমোদন রয়েছে।

- আল সিয়ার আল কাবীর-এ মুহম্মদ বিন আল হাসান আশ শায়বানি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপস্থিতস্থলে ওয়াইনাহ্ যখন পা বাড়াচ্ছিলেন তখন উসায়ুদ বিন হুদাইর-এর আগমন ঘটল। উসায়ুদ বলল: হে

ওয়াইনাহ্, হে দুষ্কর্মকারী, পিছনে হঠে যাও। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপস্থিতিতে তুমি তোমার পা বাড়ানোর স্পর্ধা দেখাচ্ছ/Do you extend your feet in the presence of the Messenger of Allah (saw). যদি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওয়াস্তে না হত, তাহলে আমি তোমার দু'টি অন্ডকোষে বর্শা দ্বারা আঘাত করতাম। আমাদের মধ্যে এমন আচরণ তুমি কখন দেখতে চাও?/Since when did you desired this in us?

সাবিত বিন আকরাম বিন আল-আ'স, মুগীরাহ্ বিন সু'বা, কুতাইবাহ্, মুহম্মাদ বিন মুসলিম, আল মা'মুন প্রমুখ ব্যক্তি কর্তৃক সমঝোতার বিষয়ে বিভিন্ন বইয়ের পৃষ্ঠায় আলোচনা রয়েছে। এসবই হল এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য সম্মান ও নেতৃত্বের উদাহরণ।

তৃতীয়ত; চুক্তি ভঙ্গকারীদের সাথে আচরণ:

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ তাদের মধ্য থেকে অতঃপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃত চুক্তি লংঘন করে এবং আল্লাহ্'কে ভয় করে না। সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের অনুসরণকারীরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়।" [সূরা আল আনফাল: ৫৬-৫৭]

- মক্কা বিজয় সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা.) হতে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কুরাইশরা চুক্তি ভঙ্গের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"হে সমবেত আনসারবৃন্দ; তোমরা রুফ্ফিআন'দের এবং নীচু মনের কুরাইশ অনুসারীদের দেখতে পাচ্ছ। তিনি তার একটি হাতের উপর আরেকটি হাত আঘাতের মাধ্যমে ঈঙ্গিত করে দেখালেন যে, তাদের হত্যা করা উচিত এবং বললেন, আমার সাথে আস-সাফা'তে মিলিত হও। তারপর আমরা যেতে থাকলাম ও আমাদের কেউ যদি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাইত তবে তাকে হত্যা করা হত...।"

- ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আন-নাদির ও বনু কুরাইজা তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করছিল। সুতরাং, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনু-নাদির'কে নির্বাসিত করলেন ও বনু কুরাইজা'কে তাদের আবাসস্থলেই (মদিনা) থাকতে দিলেন, তাদের কাছ থেকে কিছুই নিলেন না যতদিন না তারা পুণঃরায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্ধত হয়। অতঃপর তিনি তাদের পুরুষদের হত্যা করলেন এবং নারী, শিশু ও সম্পদকে মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। কিন্তু তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসলেন, তিনি (সাঃ) তাদের নিরাপত্তা প্রদান করলেন ও তারা ইসলাম গ্রহণ করল। তিনি মদীনা থেকে সব ইহুদিদের বহিষ্কার করলেন। তারা ছিল বনু কায়নুকা গোত্রের ইহুদি, আব্দুল্লাহ্ বিন সালামের গোত্র এবং বনু হারিছা গোত্রের ইহুদিদের এবং মদিনার অন্যান্য ইহুদিদের।

১৩. জান্নাতের আকাঙ্খা ও সৎকাজে প্রতিযোগিতা

জান্নাত যে সত্য এবং তা ঈমানদারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ও কাফিরদের জন্য চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এতে বিশ্বাস স্থাপন করা কিয়ামত সম্পর্কিত ঈমানের অংশ, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বাণী হতে প্রমাণিত:

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।" [সূরা আলি-ইমরান:১৩৩]; তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন:

"দোযখীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবেঃ আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবেঃ আল্লাহ্ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন।" [সূরা আল আ'রাফ: ৫০]; দলিলের (text) অর্থ ও প্রামাণ্যতার দিক থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, যারা জান্নাত, জাহান্নাম, হাশরের ময়দান, জবাবদিহিতাকে স্বীকার করে না তারা কাফির। নীচে সেসব মু'মিনদের বিষয়ে আলোচনা করা হল যাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করা হয়েছে:

- নবীগণ, সিদ্দিকীন (নবীদের অনুসারীগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলগণ): তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"এবং যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল-এর আনুগত্য করবে, তারা আল্লাহ্'র নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের সঙ্গী হবে, তাঁরা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ (যারা নবীগণদের অনুসারী হওয়ায় সবচেয়ে আগে ও অগ্রগামী, যেমনঃ আবু বকর সিদ্দীক), শহীদগণ ও সৎকর্মশীল বান্দাগণ। আর কতই না উত্তম এই সঙ্গীগণ" [সূরা নিসা: ৬৯]

- তাকওয়াবানগণ (আল-আবরার): তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিশ্চয়ই, আল-আবরার (আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তি যে মন্দকাজ এড়িয়ে চলে) জান্নাতে হৃষ্টচিত্তে থাকবে।" [সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন: ২২]; তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিশ্চয়ই, সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র। এটা একটা ঝরণা, যা থেকে আল্লাহ্'র বান্দাগণ পান করবে-তারা একে প্রবাহিত করবে। তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। তারা আল্লাহ্'র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। তারা বলেঃ কেবল আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক।" [সূরা আদ দাহর: ৫-১২]

- আল্লাহ্'র সবচেয়ে নৈকট্যশীল বান্দা:

"অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল, অবদানের উদ্যানসমূহে।" [সূরা ওয়াক্বি'য়াহ্:১০-১২]

- ডানদিকের লোকজন: তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"যারা ডানদিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে। এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, এবং দীর্ঘ ছায়ায়। এবং প্রবাহিত পানিতে, ও প্রচুর ফল-মূলে, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। কামিনী, সমবয়স্কা। ডানদিকের লোকদের জন্যে।" [সূরা ওয়াক্বি'য়াহ্:২৭-৩৮]

- যারা সৎকর্মশীলগণ (মুহসিনুন): তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী। আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল।" [সূরা ইউনুস:২৬]

- যারা ধৈর্য্যশীল (সাবিরুন): তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবেঃ তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার।" [সূরা আর রা'দ:২৩-২৪]

- যারা প্রভূর সামনে দন্ডায়মান হতে ভয় পায়: তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি উদ্যান।" [সূরা আর-রাহমান:৪৬]

- যারা আল্লাহ্ভীরু (মুত্তাকী): তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিশ্চয়ই খোদাভীরুরা বাগান ও নির্ঝরিনীসমূহে থাকবে।" [সূরা হিজর: ৪৫]; তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিশ্চয়ই খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে-উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে।" [সূরা আদ দোখান: ৫১-৫২]; তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"মুত্তাকীদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফেরদের প্রতিফল অগ্নি।" [সূরা আর- রা'দ: ৩৫]

- **যারা মু'মিন ও সৎকাজ করে:** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।" [সূরা কাহফ:১০৮] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল।" [সূরা রা'দ:২৯] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ঈমানের মাধ্যমে। এমন সুসময় কাননকুঞ্জের প্রতি যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ।" [সূরা ইউনুস:৯] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে। জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে।" [সূরা যুখরুফ: ৬৯-৭০] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনয় প্রকাশ করেছে তারাই বেহেশতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।" [সূরা হুদ:২৩]

- যারা অনুতাপ করে(তা'ঈবুন): তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না।" [সূরা মারইয়াম:৬০]

<u>জান্নাতের আনন্দ বাস্তব এবং এ ব্যাপারে দলিল হল:</u>

- **পোষাক :**
  তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী।" [সূরা হাজ্জ: ২৩] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে।" [সূরা আদ-দোখান: ৫৩] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক।" [সূরা আদ-দাহর: ১২] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করোনো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ।" [সূরা দাহর: ২১]

- **খাবার ও পানীয়:** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আর তাদের পছন্দমত ফল-মুল নিয়ে, এবং রুচিমত পাখির মাংস নিয়ে।" [সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ: ২০-২১] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে। এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, এবং দীর্ঘ ছায়ায়। এবং প্রবাহিত পানিতে, ও প্রচুর ফল-মূলে, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ ও নয়।" [সূরা আল-ওয়াক্বিয়াহ :২৮-৩৩] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"ছিপি আটা বোতল থেকে সেদিন তাদের বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে। পাত্রজাত করার সময়ই কস্তুরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এগুলো পাওয়ার জন্য প্রতিটি প্রতিযোগিই প্রতিযোগিতা করুক। তাসনীম এমন এক ঝর্ণাধারা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নৈকট্যলাভকারীরাই সেদিন এ পানীয় পান করবে।" [সূরা আল-মুতাফফিফীন: ২৫-২৮] আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র। এটা একটা ঝরণা, যা থেকে আল্লাহ্'র বান্দাগণ পান করবে-তারা একে প্রবাহিত করবে।" [সূরা আদ-দাহর: ৫-৬] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে যানজাবীল' মিশ্রিত পানীয়। এটা জান্নাতস্থিত সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা।" [সূরা আদ-দাহর: ১৭-১৮] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তথায় তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল-মূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।" [সূরা আয যুখরুফ:৭৩] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে।" [সূরা আদ-দোখান: ৫৫] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"এবং তাদের বাঞ্ছিত ফল-মূলের মধ্যে।" [সূরা মুরসালাত:৪২] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আমি তাদেরকে দিব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে।" [সূরা আত-তুর:২২] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবন। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? [সূরা আর রহমান: ৫০-৫৩]

- **বিয়ে:** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব।" [সূরা আদ-দোখান: ৫৪] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়।" (সূরা আল-ওয়াক্বিয়া:২২-২৩] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। কামিনী, সমবয়স্কা।" [সূরা আল-ওয়াক্বিয়া: ৩৫-৩৭] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব।" [সূরা আত-তুর: ২০] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তথায় থাকবে আনতনয়ন রমনীগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদের ব্যবহার করেনি। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ।" [সূরা আর-রহমান:৫৬-৫৮]

- ভৃত্য: তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা।" [সূরা আল-ওয়াক্বিয়া:১৭] তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মনি-মুক্তা।" [সূরা আদ-দাহর: ১৯]

- **আসবাবপত্র:** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে।" [সূরা হিজর:৪৭)] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র" [আয-যুখরুফ: ৭১] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে।" [আল-মুতাফ্ফীফীন: ২৩] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে।"[সূরা আল-ওয়াক্বিয়া:১৮] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না।" [সূরা আদ-দাহর:১৩] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে।" [সূরা আদ দাহর: ১৫] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"স্বর্ণ খচিত সিংহাসন। তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।" [সূরা আল-ওয়াক্বিয়া: ১৫-১৬] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। এবং সংরক্ষিত পানপাত্র এবং সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট।" [সূরা আল-গাসিয়া: ১৩-১৬] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।" [সূরা আর-রহমান: ৫৪]

- **শান্ত আবহাওয়া:** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"না তারা সেখানে রৌদ্রের প্রখরতা কিংবা শীতের তীব্রতা অনুভব করবে। বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।" [সূরা আল-ইনসান: ১৩-১৪]

- **মন যা চায়:** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭১] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিজেদের জন্যে ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়।" [সূরা আন নাহল: ৫৭] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায়" [সূরা হা-মীম-সেজদাহ:৩১] তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে। তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০১-১০২]

জান্নাতের লোকদের আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নীচের বিষয়সমূহ থেকে হেফাজত করবেন:

- **ঘৃণা ও কষ্ট পাওয়ার অনুভূতি:** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দিব।" [সূরা হিজর:৪৭]

- **ক্লান্তি বা অবসাদ:** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"সেখানে তাদের কোনোরুপ অবসাদ স্পর্শ করবে না।" [সূরা হিজর: ৪৮]

- **ভয় ও মর্মপীড়া:** তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের আজ কোন ভয় নেই এবং তোমরা দু:খিতও হবে না।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৬৮]

জান্নাতের আনন্দ চিরস্থায়ী এবং কখনওই শেষ হবার নয় এবং জান্নাতের লোকদের এসব ছেড়ে চলে যেতেও বলা হবে না। এ ব্যাপারে দলিল হল:

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তোমরা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।" [সূরা আয-যুখরুফ:৭১]

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত (এই দুনিয়ার) এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।" [সূরা আদ-দোখান: ৫৬]

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে।" [সূরা আল-আম্বিয়া:১০২]

আর এটিই হল জান্নাত, সুতরাং এর দিকে প্রচন্ড গতিতে ছুটে চলুন:

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।" [সূরা আলি ইমরান: ১৩৩]

সৎকাজের প্রতিযোগিতা করা:

"কাজেই সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" [সূরা বাক্বারা: ১৪৮]; এটি একারণে যে, আল্লাহ্ এ জীবনে ও আখিরাতে

বিজয় দান করবেন এবং জান্নাতে এমন সুউচ্চ স্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করবেন যার অধিকারী আখিরাতে আল্লাহ্'র সর্বাধিক রহমতপুষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

"আর যে কেউ আল্লাহ্'র হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।" [সূরা আন-নিসা: ৬৯]

সৎকাজ করা এবং ক্ষমা, জান্নাত ও মহান আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে দাওয়াহ বহনকারীদের চেয়ে অধিক যোগ্যতার অধিকারী আর কে আছে?

এই সৎ কাজসমূহ- যে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা ও ছুটে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো নিম্নরূপ:

- **ব্যক্তিগত ফরয কাজ,** যেমন: প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, যাকাত, রমযান মাসে রোযা রাখা, ইসলামের প্রমাণসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা, জীবনের জন্য অপরিহার্য শারী'আহ হুকুম জানা, রক্ষণাত্মক জিহাদ, যখন খলিফা লোকদের জিহাদের জন্য আহ্বান করেন, আনুগত্যের বাই'আতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, বাধ্যতামূলক ভরণপোষণ, জীবিকা উপার্জনের জন্য কাজ করা, মাহরামের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, জামায়াতবদ্ধ থাকা অর্থৎ খলিফার বিরুদ্ধে না যাওয়া এবং এ জাতীয় আরও ফরজ আমল।
- **সামষ্টিক বাধ্যতামূলক বা ফরয কাজ**, যেমন: ইসলামের দিকে আহ্বান করা, সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজে নিষেধ করার জন্য একটি দল প্রতিষ্ঠা করা, আক্রমণাত্মক জিহাদ, নিয়োগের বাইয়াত, জ্ঞান অন্বেষণ করা, এমন জায়গা প্রহরা দেয়া যেখান থেকে শত্রুগণ আক্রমণ করতে পারে এবং এজাতীয় আরও কিছু।

আল্লাহ্'র নৈকট্য অর্জনের জন্য এসব ফরযগুলো হল উত্তম উপায়। একজন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে এসব ফরয কাজ সম্পাদন না করে। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় আবু উমামা বর্ণিত আত-তাবারাণী কর্তৃক আর কবিরে উল্লেখিত হাদীস থেকে, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: যে ব্যক্তি আমার ওয়ালী বা তাক্বওয়াবান ব্যক্তিকে অপদস্থ করে সে আমার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে। হে আদম সন্তান! আমি যা পছন্দ করি তা ব্যতিরেকে অন্য আর কোন কিছুর মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করতে পারবে না আর তা হল ফরয কাজ সমূহ...।"

- পছন্দনীয় কাজ (মানদুবাত): বান্দা ফরয বা বাধ্যতামূলক কাজগুলো সম্পাদন করার পর অবশ্যই পছন্দনীয় কাজ সম্পাদন করা উচিত এবং নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্'র নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে এবং এভাবেই আল্লাহ্ তাকে কাছে টেনে নেবেন ও তাকে ভালবাসবেন। সুতরাং আবু উমামা কর্তৃক আল কাবিরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আমার বান্দা নফল ইবাদত সম্পাদন করার মাধ্যমে নৈকট্য হাসিল করার চেষ্টা করবে যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। আমি তখন তার সেই হৃদয় হয়ে যাব যা দিয়ে সে চিন্তা করবে, সে জিহ্বা হয়ে যাবে যা দিয়ে সে কথা বলবে, সেই দৃষ্টি হয়ে যাব যা দিয়ে সে দেখবে; সে যখন আমাকে ডাকবে তখন আমি তাতে সাড়া দিব, যখন সে আমার কাছে কিছু চাইবে তখন আমি তাকে তা প্রদান করব, যখন সে আমার কাছে সাহায্য চাইবে তখন আমি সাহায্য করব এবং আমার কাছে বান্দার ইবাদতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় হল নসীহা বা সদুপদেশ।"

আনাস (রা.) এর বরাত দিয়ে আল বুখারী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর রব বলেন:

"এবং বান্দা যদি আমার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে তখন আমি তার দিকে এক বাহু পরিমাণ এগিয়ে আসি, আর বান্দা যদি এক বাহু পরিমাণ এগিয়ে আসে তবে আমি তার দিকে চার হাত পরিমাণ এগিয়ে আসি। বান্দা যদি আমার দিকে হেটে হেটে আসে তবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"

এসব মানদুবাত বা নফল ইবাদতের কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ:

<u>প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করা ও প্রত্যেক ওযুতে খিলাল করা:</u> আহমেদ হাসান ইসনাদের মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা.)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

“যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন না হয়ে যেত তাহলে প্রত্যেক সালাতের আগে নতুন করে ওযু করা, ওযুর সাথে খিলাল করাকে বাধ্যতামূলক করে দিতাম।”

মুত্তাফিকুন আলাইহির অপর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে:

“যদি আমার উম্মাতের কঠিন না হয়ে যেত তাহলে প্রত্যেক সালাতের আগে মিসওয়াকের ব্যবহার করাকে বাধ্যতামূলক করে দিতাম।”

পবিত্র হওয়ার পর দু রাক’আত নামায পড়া: আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিলাল (রা.) কে বলেন:
“হে বিলাল, কোন আমলের জন্য তুমি ইসলামের মধ্যে পুরষ্কারের ব্যাপারে আশাবাদী, কারণ আমি জান্নাতে তোমার খড়মের শব্দ শুনতে পেয়েছি।” তিনি (রা.) বললেন: “আমি এমন কিছু করি যার জন্য পুরষ্কারের বিষয়ে আমি অত্যন্ত আশাবাদী এবং তা হল দিনে বা রাতে এমন একবারও হয় না যে, ওযু করার পর আমি সালাত আদায় করি না অর্থাৎ অবশ্যই আমি সালাত আদায় করি।” [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আজান, প্রথম কাতারে ও তাকবীরে উলার সাথে সালাত আদায় করা: রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন:
“যদি লোকেরা আজান দেয়া ও জামায়াতবদ্ধ সালাতের সময় প্রথম কাতারে দাড়ানোর পুরষ্কার সম্পর্কে জানত তবে সেসব আমল করার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী থাকত except by drawing lots they would draw lots, এবং তারা যদি ওয়াক্ত শুরুর প্রথম প্রহরেই জোহর সালাত আদায় করার পুরষ্কার সম্পর্কে জানত তবে এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত; আর তারা যদি ফজর ও এশা’র সালাত জামাতে আদায় করার ফযীলত সম্পর্কে জানত তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে শরিক হত।” [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আহমেদ ও নাসা’ঈ উল্লেখিত আল বারা’আ বর্ণিত হাদীস একটি ইসনাদের মাধ্যমে (আল মুনযীরীর মতে এই বর্ণনা হাসান) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন;
“জামাতবদ্ধ সালাতের প্রথম কাতারের লোকদের প্রতি আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করতে থাকে এবং মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ যতদূর পর্যন্ত পৌছায় ততদূর পর্যন্ত আল্লাহ্ ক্ষমা করতে থাকেন ও জীবিত বা জড় যা কিছু মুয়াজ্জিনের সাথে একমত পোষণ করে এবং তিনি তার সাথে যারা সালাত আদায় করে তাদের সোয়াব পেয়ে যান।’

মুয়াজ্জিনের আজানের উত্তর দেয়া: সা’ঈদ আল খুদরীর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

“তোমরা যখন আজান শুন, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তা পূণরায় বল।” [মুত্তাফিকুন আলাইহি]; আব্দুল্লাহ্ বিন আ’মর আল আস (রা.) এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, তিনি (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন:

“যখন তুমি মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাও, তখন তা পূণরায় বল এবং অতঃপর আমার শানে দূরুদ পাঠাও; কেননা কেউ যদি একবার আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করে, বিনিময়ে আল্লাহ্ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহ্’র নিকট মিনতি কর যাতে তিনি আমাকে আল-ওয়াসিলা দান করেন, যা শুধুমাত্র আল্লাহ্’র একজন বান্দার জন্য নির্ধারিত বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান। আশা করি আমিই সেই বান্দা হব! যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসিলা চাইবে আমি তার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করব।” আল বুখারী বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায় যে, জাবির বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

“আযান শুনার পর যে ব্যক্তি বলতে থাকে, ‘হে আল্লাহ্, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত নামাযের তুমিই প্রভূ! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দান কর বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। আর তাঁকে অধিষ্ঠিত কর শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ, - সে ব্যক্তির জন্য বিচার দিবসে আমার সুপারিশ নিশ্চিত করা হবে।” আযান শুনে অর্থাৎ যখন আযান শেষ হয় তারপর।

আযান ও ইক্বামতের মাঝখানে দু’আ করা:
আনাস (রা) এর বরাত দিয়ে আবু দাউদ, আত তিরমিযী, আন নাসাঈ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হিব্বান তাদের সহীহ্’তে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:
“আযান ও ইক্বামতের মধ্যকার দু’আ’কে কখনওই প্রত্যাখান করা হয় না।”

মসজিদ নির্মাণ করা:
উসমান (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে পাওয়া যায়,
"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্'র জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিল, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দিবেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

সালাত আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে হেটে যাওয়া:
আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:
"বাড়ীতে বা বাজারে সালাত আদায় করার চেয়ে জামাতে নামাজ আদায় করলে পঁচিশগুন বেশী সওয়াব পাওয়া যায় এবং এটি একারণে যে, সে ব্যক্তি ওজু করে এবং এর পূর্ণাঙ্গতা দেয় ও সালাত আদায় করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে মসজিদের উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়। সে ব্যক্তি প্রতিটি পদক্ষেপেই এক ধাপ উপরে উন্নীত হয় ও তার একটি করে গুণাহ্ মুছে দেয়া হয়। যখন সে সালাত আদায় করে এবং যতক্ষণ না তার অজু চলে যাচ্ছে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য এই প্রার্থনা করতে থাকে যে, "হে আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ্, তার প্রতি দয়া করুন।" এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের জন্য অপেক্ষারত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের মধ্যে রয়েছে বলে বিবেচিত হবে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আবু মুসা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"সালাত আদায়কারী ব্যক্তিদের মধ্যে সেই সর্বোচ্চ সওয়াব লাভ করবেন যে সবচেয়ে দূর থেকে মসজিদে সালাত আদায় করতে আসে। যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য অপেক্ষা করে তার সওয়াব যে ব্যক্তি একাকী তা আদায় ও পরে ঘুমিয়ে যায় তার চেয়ে বেশী।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

ঘরে নফল সালাত আদায় করা: ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"তোমাদের ঘরে কিছু সালাত আদায় কর এবং এটিকে কবর বানিয়ো না।"

তাছাড়া যায়িদ বিন সাবিত (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"হে লোকেরা, ঘরে সালাত আদায় কর। কেননা একজন ব্যক্তির জন্য ফরয সালাত ব্যতিরেকে বাকী সালাতের মধ্যে ঘরে আদায়কৃত সালাতই শ্রেষ্ঠ।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

রাতভর সালাত আদায় করা (ক্বিয়ামুল লাইল): তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে।" [সূরা সাজদাহ্: ১৬]; তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত।" [সূরা আয-যারিয়াত:১৭]; আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে,

"ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় শয়তান যে কারও মাথার পেছনে তিনটি গিট্টু দেয়। প্রতিটি গিট্টু দেয়ার সময় সে পড়তে থাকে যে, রাত অনেক বড়, সুতরাং ঘুমিয়ে থাক। যখন একজন উঠে যায় ও আল্লাহ্কে স্মরণ করে একটি গিট্টু খুলে যায়; যখন একজন অতঃপর অজু করে তখন আরেকটি গিট্টু খুলে যায়, আর যখন সে সালাত আদায় করে তখন তৃতীয় গিট্টুটিও খুলে যায় এবং তখন সে সকালবেলা কর্মশক্তিসম্পন্ন ভাল মন নিয়ে জেগে উঠে। অন্যথায় সে জেগে উঠে মন্দ স্পৃহা ও আলস্য নিয়ে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

ইবনে মাসউদের হাদীসে জানা যায় যে, তিনি (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে সেই ব্যক্তির কথা তুলে ধরলেন যে সারারাত ঘুমাল যতক্ষণ না সকাল হল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"এরকম ব্যক্তিদের কানে শয়তান হয়ত প্রস্রাব করে দিয়েছে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]; বিতরের নামাজকে রাতের সর্বশেষ সালাতে পরিণত করা হল সুন্নাহ্। কেননা এ ব্যাপারে ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"বিতরকে রাতের শেষ নামাযে পরিণত কর।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

জুম্মার দিন গোসল করা: ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি জুম্মার সালাত পড়তে আসে তাকে বল আসার আগে গোসল করে নিতে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]; সালমান ফারসি (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন গোসল করল, যতটা সম্ভব নিজেকে পরিষ্কার করল, অতপর মাথায় তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করল এবং জুমার নামাজের দিকে এগিয়ে গেল, মসজিদের ভেতরে যে কোন দুইজনকে বিরক্ত করে তাদের মাঝে বসল না, আল্লাহ্ যতটুকু নির্দেশ দিয়েছেন ততটুকু সালাত আদায় করল, ইমামের খুতবা প্রদানের সময় নীরবতা অবলম্বন করল, তাহলে বর্তমান সময় ও পরবর্তী শুক্রবারের মধ্যকার তার সব গুণাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।" [বুখারী]

দান-খয়রাত: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন:

"যদি কেউ হালাল উপার্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণও দান-খয়রাত করে এবং আল্লাহ্ নিকট হালাল পথে অর্জিত অর্থই একমাত্র গ্রহণযোগ্য, তিনি তা হাত হস্তে গ্রহণ করেন এবং এর সওয়াবকে ঐ ব্যক্তির জন্য বহুগুণে বর্ধিত করেন, as anyone of you brings up his baby horse, so much that it becomes as big as a mountain." (Agreed upon).

ইদ্দি বিন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:
"হাশরের ময়দানে তোমাদের মধ্যে কেউ তার এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মাঝখানে কোনো মধ্যস্থতাকারী পাবে না, সে ডানে তাকাবে এবং তার আমল ছাড়া কিছুই দেখবে না, অতঃপর সে তার বায়ে তাকাবে এবং দোযখের আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতঃপর সে সামনে তাকাবে এবং আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। বিধায় তোমাদের প্রত্যেকের একটি খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও সে আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত।"; সহিহ ইসনাদের মাধ্যমে আবু ইউলা জাবির বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন যা আল হাকীম ও আয-যাহাবী যাকে অকাট্য হিসেবে ঘোষণা করেন। এ হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কা'ব বিন উজরাহ্'কে বলেন:

"হে কা'ব বিন উজরাহ, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্'র নৈকট্য হাসিল হয়, রোযা হল ঢাল এবং দান পাপকে সেভাবে মুছে ফেলে যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়...।" সর্বশ্রেষ্ঠ দান হল সেটাই যা গোপনে প্রদান করা হয়। কেননা এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সাত শ্রেণীর লোক হাশরের ময়দানে আল্লাহ্'র আরশের ছায়া পাবে যখন সেই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। সেই সাতজনের একজন হল:

"সে ব্যক্তি যে এমনভাবে গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত দান করলে বা হাত তা জানে না।"

তাছাড়া যে দান আত্মীয়কে করা হয় সে সম্পর্কে জয়নাব আত তাকাফিয়া একটি হাদীস বর্ণনা করেন:

"তাদের রয়েছে দু'টি পুরষ্কার; একটি হল আত্মীয়কে প্রদান করার এবং অপরটি হল দানের।"

ঋণ:
ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান এবং বায়হাকী উল্লেখিত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:
"কোন মুসলিমকে দু'বার প্রদত্ত ঋণের একটি অবশ্যই দানের সওয়াব হিসেবে গৃহীত হবে।"

ছাড় দেয়া এবং ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে দরিদ্রদের মাফ করে দেয়া: আবু মাসুদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একজনের জান কবজা করার জন্য আজরাইল আসলেন। তার রুহ নিয়ে নেয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সে কোন ভাল কাজ করেছে কিনা? সে বলল, 'আমার কোন ভাল কাজ নেই।' তাকে আবার ভাবতে বলা হল। সে বলল, 'আমি খুব বেশী মনে করতে পারছি না শুধু এটুকু ছাড়া যে, আমি ব্যবসা করতাম এবং সাধারণত ধনীদের ছাড় দিতাম ও ঋণগ্রস্ত দরিদ্রদের মাফ করে দিতাম।' সুতরাং আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিলেন।"

লোকদের খাবার প্রদান করা: একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, কোন ইসলাম সবচেয়ে ভাল? তিনি (সাঃ) বলেন:

"তোমার উচিত যাদের জানো বা না জানো তাদের সবাইকে খাবার ও সালাম প্রদান করা।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

যে কোন তৃষ্ণার্তকে পানি প্রদান করা: আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"একজন লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সে খুব পিপাসার্ত হল এবং তখন একটি কূপ পেয়ে গেল। সে কূয়ার ভেতরে নামল, পান করল ও বের হয়ে আসল। অতঃপর দেখা গেল একটি কুকুর পিপাসায় জিহ্বা বের করে আছে এবং মাটি খাওয়া শুরু করল। লোকটি এ দৃশ্য দেখে বলল, 'কুকুরটি আমার মতই ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে মুষড়ে পড়েছে।' সে আবার কুয়ায় নামল ও তার জুতোর মধ্যে করে পানি নিয়ে আসল এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। সে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাল ও তার সব পাপ মার্জনা করা হল।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন: 'আমাদের প্রাণীদের মধ্যে কি কোন সওয়াব রয়েছে?' তিনি বললেন, 'প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর মধ্যে একটি করে পুরষ্কার রয়েছে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

নফল রোজা: এটি বর্ণিত আছে যে, আবু উমামা বলেন:
"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকট আসলাম ও বললাম, 'আমাকে এমন একটি ভাল কাজের কথা বলুন যার মাধ্যমে আমি জান্নাতে যেতে পারব।' তিনি বললেন, 'রোজা রাখতে থাক, কেননা এর সমান আর কিছুই নেই।' অতপর আমি তার কাছে আবার আসলাম ও তিনি বললেন, 'রোজা রাখতে থাক।"

এটি আন নাসাঈ ও ইবনে খুজাইমা তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেন। আল হাকিম একে সহীহ্ বলেন এবং এর সাথে আজ জাহাবি একমত পোষণ করেন। এটি সাধারণভাবে সব লোকের জন্য। আর আল্লাহ্'র রাস্তায় যারা সংগ্রামরত অবস্থায় আছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আবু সা'ইদ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্'র রাস্তায় এমন কোন বান্দা নেই যে রোজা রাখে কিন্তু আল্লাহ্ তার মুখ থেকে দোযখকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

শাওয়ালের ছয়দিন, আরাফাহ্'র দিন, মহরম মাসে বিশেষ করে আশুরার দিন, প্রতিমাসে তিনদিন এবং সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা সুন্নাত।

রমযান মাসে ক্বিয়াম করা, বিশেষ করে লাইলাতুল ক্বদরে ও রমযানের শেষ দশ দিন:

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে:

"যে ব্যক্তি পুরো রমযান জুড়ে ঈমানদারী ও পুরষ্কার লাভের আশায় ঐচ্ছিক সালাত বা তারাবিহ্ সালাত আদায় করবে তার পূর্বের সব গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]; আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি পুরো রমযান জুড়ে রাতের বেলা ঈমানদারী ও পুরষ্কার লাভের আশায় ঐচ্ছিক সালাত বা তারাবিহ সালাত আদায় করবে তার পূর্বের সব গুণাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে:

"যখন রমযান এর শেষ দশদিনে পৌছে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সালাতের মধ্যেই রাত পার করে দিতেন ও পরিবারের লোকদের এতে অংশ নেয়ার জন্য জাগিয়ে দিতেন ও তিনি তার কোমরবন্ধনী শক্ত করে নিতেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আনাস (রা.) এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"সেহরী খাও, কেননা এর মধ্যে বরকত রয়েছে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

Delaying the breaking of the fast: this is due to the *hadith* of Sahl b. Sa'd who aid the Messenger of Allah (saw) said:
"The people will remain in goodness as long as they delay the breaking of the fast."
(Agreed upon)

খেজুর দিয়ে রোযা ভঙ্গ করা অর্থাৎ ইফতার করা মুস্তাহাব এবং যদি খেজুর না পাওয়া যায় তবে তা পানি দিয়ে সারতে হবে। আর তা জানা যায় সালমান বিন আমির আদ ধাবির হাদীস থেকে যা ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুজাইমা তাদের সহিহতে উল্লেখ করেন। হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যখন তোমাদের কেউ সাওম ভাঙ্গে সে যাতে খেজুর দিয়ে তা করে, আর যদি খেজুর না থাকে তবে পানি দিয়ে তা করে।"

হাকিম ও ইবনে খুজাইমা কর্তৃক বর্ণিত আনাস (রা.) এর হাদীস থেকে একই রকম অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

ইফতারের জন্য কাউকে আহ্বান করা: এ ব্যাপারে ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুজাইমা তার সহিহতে উল্লেখ করেন। আত তিরমিযী এটি বর্ণনা করেন এবং বলেন হাদীসটি হাসান সহিহ। জায়েদ বিন খালিদ আল জুহানির বরাত দিয়ে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"কোন ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় অন্যদের ইফতারের জন্য নিমন্ত্রন জানালে সে ব্যক্তির গোনাহখাতা মাফ এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হবে। সে ব্যক্তির সওয়াব বিন্দুমাত্র না কমিয়ে রোযাদার ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।"

উমরাহ পালন করা: আবু হুরায়রা (রা.) এর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"উমরাহ হল তা পালনকালীন সময় পর্যন্ত কৃত গুনাহ্'র জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। এবং মকবুল হজ্জের পুরষ্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

রমযানে উমরাহ পালন করা হজ্জের সমতুল্য। আনাস (রা.) এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে:

"রমযানে উমরাহ্ পালন করা হজ্জের সমতুল্য।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

জ্বিলহাজ্ব মাসের দশদিন সৎকাজ করা: ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে আল বুখারী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আল্লাহ্র কাছে এই দশদিনে যে ভাল কাজ করা হয় সেগুলোর মত পছন্দনীয় আর কোন কাজ নেই।" সাহাবা (রা.) গণ জিজ্ঞেস করলেন, **"এমনকি আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদও নয়?"** উত্তরে তিনি (সাঃ) বলেন, **"না এমনকি আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদও নয় যদি না কোন ব্যক্তি সম্পদসহ আল্লাহ্'র রাস্তায় বের হয়ে যায় এবং কিছু না নিয়ে ফেরত আসে।"**

শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা করা: মুসলিম বর্ণিত হাদীসে সাহল বিন হানিফ (রা.) উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে আল্লাহ্'র কাছে শাহাদাত কামনা করে, সে যদি বিছানায়ও মারা যায়, তবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তার মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করবেন।"

সূরা আল কাহাফ অথবা এর প্রথম বা শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করা: মুসলিম উল্লেখ করেন, আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি সূরা আল কাহাফের প্রথম দশ আয়াত হিফজ করবে সে ব্যক্তি দাজ্জালের ধোকা থেকে রক্ষা পাবে।"

অন্য একটি বর্ণনায় আছে:

"শেষ দশ আয়াত..."

সুতরাং মুসলিমগণ যাতে দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা পায় সেজন্য শুক্রবার রাতে ও শুক্রবার দিন পুরো কাহাফ সুরাটি পাঠ করা উচিত। আশ সাফি এটিই পছন্দ করেন যা তিনি তার আল-উম্ম-এ উল্লেখ করেন এই বলে যে, 'এটি এই কারণে যে, এরকমই এ বিষয়ে বলা হয়েছে।"

ক্রয়, বিক্রয়, ঋণ পরিশোধ এবং ঋণ আদায়ের করতে গিয়ে দয়াপরবশ হওয়া:

জাবির (রা.) থেকে আল-বুখারী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:
"ক্রয়, বিক্রয় ও পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার প্রতি আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুক।"

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে:

একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে আসল এবং তার পাওনা চাইল এবং তার সাথে দূর্ব্যবহার করল। সাহাবীগণ সে ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করতে চাইল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের বলল: "তাকে ছেড়ে যাও, পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অতঃপর বললেন: "তাকে সেই বয়সী উট দিয়ে দাও যেরকমটি তার ছিল।" লোকেরা বলল: "হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ), এমন একটিই উট রয়েছে যার বয়স যেরকম চাওয়া হচ্ছে তার চেয়ে বেশী।" রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: "এটি তাকে দিয়ে দাও, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে অন্যের অধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রদান করে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

জাবির (রা.) এর হাদীসে উল্লেখ আছে যে:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার কাছ থেকে একটি উট ক্রয় করেন এবং এর মূল্য পরিশোধ করেন ও কিছু বেশী দেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতি দুরুদ পাঠ করা: তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।" [সূরা আল-আহযাব: ৫৮]; আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার প্রতি দশগুণ রহমত বর্ষণ করবেন।"

অনুগত মুসলিমের ব্যক্তিগত দোষ গোপন করা: একজন মুসলিম প্রকাশ্যে বা গোপনে পাপকাজ করতে পারে। প্রত্যেকের উচিত অপর ভাইয়ের কোন ভুল থাকলে তা গোপন করা। কেননা এ বিষয়ে ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখল, আল্লাহ্ আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

এছাড়া মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে:

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখল, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।"

ইবনে হিব্বান তার সহিহ'তে উতবা বিন আমিরের বরাত দিয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আল হাকিম এটিকে সহিহ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং আজ জাহাবিও এর সাথে একমত পোষণ করেন। উতবা (রা) বলেন, আমি জানতে পেরেছি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

" যে ব্যক্তি একজনের দোষকে গোপন করল সে যেন জীবন্ত পুতে ফেলা হচ্ছে এরকম একটি মেয়ে বাচ্চাকে রক্ষা করল।"

আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে কোন গুনাহের কাজ করে তার গোপন করার কোন সুযোগ নেই। কেননা সে নিজেই সেটিকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। তার উপর থেকে আল্লাহ্'র ছায়া সরে গেল। আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস অনুসারে এ কাজটি হারাম, কেননা সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"মুজাহিরীন (যারা প্রকাশ্যে গুনাহ্'র কাজ করে অথবা নিজের গুনাহ্'র কথা প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়) ব্যতিরেকে আমার অন্যসব উম্মতের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। এভাবে প্রকাশ করে দেয়ার উদাহরণ হল একজন ব্যক্তি রাতে এমন একটি গুনাহ্'র কাজ করল যা আল্লাহ্ পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন, কিন্তু সে সকালে আসল এবং বলল, 'হে অমুক ও অমুক, আমি গতকাল এই এই মন্দ কাজ করেছি' - যদিও সে রাতটি পার করেছে আল্লাহ্'র পর্দার মধ্যে থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ তার অপরাধ সম্বন্ধে অবগত ছিলনা এবং সকালে সে নিজেই নিজের উপর থেকে আল্লাহ্'র পর্দা সরিয়ে নিল। "

এতদসত্ত্বেও যারা প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে তাদের দোষকে গোপন রাখতে মুসলিমগণ কেবল তাদের মুখকে সংবরণ করবে না, বরং মু'মিনদের মধ্যে মুখরোচক কথার বিস্তার রোধ করা অর্থাৎ জিহ্বাকে অযাচিত কথাবার্তা থেকে রক্ষা করার জন্য নীরবতা অবলম্বন করবে। অন্যথায় এ ধরনের প্রকাশ্য ফাসিক কাজের বিরুদ্ধে সাবধান করবে। এসবই প্রযোজ্য হবে যদি এ ধরনের দোষ কেবলমাত্র ব্যক্তিকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রভাবিত না করে। কিন্তু যদি এ ধরনের দোষের সাথে যদি রাষ্ট্রীয় কোন সত্তা, সম্প্রদায় বা উম্মাহ্ যুক্ত থাকে তাহলে তা প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে হবে। এটি এই কারণে যে, জায়েদ বিন আরকাম (রা.) এ ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ করেন যে:
"যখন আমি গাজওয়ায় অংশগ্রহণ করছিলাম তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে বলতে শুনলাম যে, 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহাবীদের সাথে থেকো না, কেননা তারা তাকে (সাঃ) ছেড়ে চলে যেতে পারে। আমরা যদি মদীনায় ফিরে আসি, তবে অবশ্যই আমার মধ্যকার সবচেয়ে সম্মানিত লোক তাদের মধ্যকার সবচেয়ে নীচুস্তরের লোকদের প্রতিস্থাপন করবে।' আমি এ কথাটি আমার চাচা অথবা উমরকে অবহিত করলাম এবং তিনি (উমর) হয়ত এটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমি পুরো ঘটনাটি তাকে খুলে বললাম...।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে:
"...আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে আসলাম এবং তাকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম...।"

আবদুল্লাহ বিন উবাই এ ধরনের মুনাফিকদের দোসরদের এ আচরণ গোপন রাখত, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করত তখন সে অস্বীকার করত এবং এটি হাদীস থেকে বুঝা যায়। সুতরাং জায়েদ বিন আরকাম এভাবে তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে গোয়েন্দাগিরি করেছেন। যদি নিষিদ্ধ কোন কাজের অনুমোদন দেয়া হয় তবে তা ফরয হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং তথ্য সরবরাহ করা এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক, কেননা এখানে ক্ষতির শঙ্কাটি সাধারণ।

ক্ষমা করা, রাগ সংবরণ করা এবং ক্ষতি সহ্য করা: তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যারা রাগকে দমন করে এবং লোকদের ক্ষমা করে; অবশ্যই আল্লাহ্ আল মুহসীনুন বা সৎকর্মশীলদের পছন্দ করেন।" [সূরা আলি- ইমরান:১৩৪]

"অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।" [সূরা আশ শুরা:৪৩]

"অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন।" [সূরা হিজর: ৮৫]

"এবং নির্বোধদের ছেড়ে দিন অর্থাৎ তাদের শাস্তি দিবেন না।" [সূরা আল আ'রাফ: ১৯১]

আবু হুরায়রা (রা.) এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"সাদাকা সম্পদকে হ্রাস করে না, আল্লাহ্ কেবলমাত্র সংযত আচরণের জন্য তার বান্দার যোগ্যতা বৃদ্ধি করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর যে বান্দাকে উত্তোলন করেন সে ছাড়া আর কেউ সম্মানিত নয়।"

যায়িদ ইসনাদের মাধ্যমে আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস (রা.) এর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বর্ণনা করেন যে:

"লোকদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর, তাহলে তোমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করা হবে, লোকদের ক্ষমা কর, তাহলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে।"

উবাদা বিন সামিত (রা.) এর বরাত দিয়ে আহমাদ বিশ্বস্ত ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে:
"কোন ব্যক্তি যখন শরীরে জখমপ্রাপ্ত হয়, তখন এটিকে তার পক্ষ হতে সাদাকা হিসেবে গৃহিত হয়, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ঐ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সাদাকার সমপরিমাণ গুনাহ্ মাফ করেন।/Any person given a wound in his body and he then gives it as a sadaqah, Allah *tabaraka wata'ala* would garnt him remission equal to that which he gave in *sdaqah*".

আবু হুরায়রা (রা.) এর বরাত দিয়ে আল বুখারী বর্ণনা করেন যে:

"সে ব্যক্তি শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর নয়, যে লোকদের ধরাশায়ী করে, কিন্তু সেই শক্তিশালী যে নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে।"

আবু হুরায়রা (রা.) এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেন যে:

"একজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে আসল এবং বলল, হে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), আমার এমন আত্মীয়স্বজন রয়েছে যাদের সাথে ভাল সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তারা আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে না, আমি তাদের মাফ করে দিয়েছি, কিন্তু তারা আমার প্রতি জুলুম করে, আমি তাদের সাথে ভাল আচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে। তারা যেমন মন্দ ব্যবহার করে আমারও কি তাদের মতো করা উচিত নয়? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: 'না, তুমি যদি এরূপ কর, তাহলে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। অপরদিকে তাদের প্রতি দয়াপরবশ হও এবং সম্পর্ক বজায় রাখ, আর যতক্ষণ তুমি এরূপ করতে থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে সাহায্য পেতে থাকবে।"

আল-বারজিলানি সহীহ্ ইসনাদে সুফিয়ান বিন ইউইয়ানাহ্'র বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, যিনি বলেছেন: উমর তাকে ক্ষতি ও বেদনাকারী ইবনে আইয়াশ'কে বলেন: আমাদেরকে অবমাননায় সবাইকে ছাড়িয়ে যেও না, এবং শান্তি স্থাপনের একটি সুযোগও হাতছাড়া করোনা, কারণ আল্লাহ্ হুকুম মান্য করার চেয়ে আমাদের অবমাননার মাধ্যমে আল্লাহ্ আয ওয়া যাল-এর অবাধ্যকারীকে আমরা পুরস্কৃত করিনা/ Al-Barjilaani reported with a sound *isnad* on the authority of Sufyan b. 'Uyaynah who said:'Umar said to Ibn 'Ayyash who caused him harm and pain. O you man, do not exceed in abusing us, and leave an opportunity for peace, because we do not reward the one who disobeys Allah 'azza wa jalla on our side (by insulting us) more than we obey Allah regarding him.

লোকদের মধ্যে সমঝোতা করা: তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে একাজ করে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করব।" [সূরা আন নিসা: ১১৪]

"মীমাংসা উত্তম।" [সূরা আন-নিসা:১২৮]

"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্'কে ভয় করবে- যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" [সূরা হুজুরাত: ১০]

আবু হুরায়রা'র বরাত দিয়ে আল বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"যখন সূর্য উঠে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি গ্রন্থি প্রতিদিন অবশ্যই একটি সাদাকা প্রদান করে: দুইজন লোকের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে সমঝোতা করা একধরনের সাদাকা; কোন আরোহীকে আরোহনে সহায়তা করা, তাকে তার মাল-সামান উঠাতে সহায়তা করা সাদাকা, একটি ভাল কথা সাদাকা; সালাতের জন্য নেয়া প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা; রাস্তা থেকে ক্ষতিকারক কিছু অপসারণ করা সাদাকা।"

উকবাহ বিন আবু মু'য়িতের কন্যা উম্মে কুলসুম বর্ণনা করেন যে:
"যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য কিছু বলে সে মিথ্যাবাদী নয়, যখন সে ভাল কিছু বহন করে অথবা ভাল কিছু বলে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

সাহল বিন সা'দ আস সা'ইদি (রা) বর্ণনা করেন যে:

"বানু আমর বিন আউফ গোত্রের সদস্যদের মধ্যে কিছু বিষয়ে বিবাদ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কিছু সাহাবী (রা.) দের সাথে নিয়ে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনার জন্য সেখানে গেলেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আবু দারদা (রা.) এর বরাত দিয়ে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"আপনারা কি চান যে, আমি আপনাদের রোযা, সালাত ও দানের চেয়েও উত্তম কোন কিছু সম্পর্কে বলি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হল লোকদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করা। কারণ লোকদের মধ্যে শত্রুতা হল ধ্বংস।"
এটি আহমাদ বিন হাম্বল তার সহীহ্'তে উল্লেখ করেন। আত-তিরমিযীও এটিকে উল্লেখ করেন এবং তিনি এটিকে হাসান সহীহ্ হিসেবে উল্লেখ করেন।

কবর জিয়ারত করা: আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করেন এবং তখন তিনি কাঁদছিলেন এবং এটি তাঁর আশেপাশের অন্যদেরও কাঁদাল। তিনি (সাঃ) বলেন:

"আমি আমার প্রভূর কাছে মায়ের মাগফেরাত কামনায় অনুমতি চাইলাম, কিন্তু তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অনুমতি দেননি। আমি তার (মায়ের) কবর জিয়ারত করতে চাইলাম এবং তিনি অনুমতি দিলেন। সুতরাং, কবর জিয়ারত কর, কেননা তা তোমাদের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়।"

সৎকাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা: এখানে মানদুব কাজের কথা বলা হচ্ছে এবং বাধ্যতামূলক কাজ বা ফরজ কাজের কথা বলা হচ্ছে না বা এখানে সেটি প্রযোজ্য নয়। কেউ যদি একটি সুন্নাহ সম্পাদন করতে থাকে তবে তার উচিত তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, যদিও তা অল্প। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এমন সময় প্রবেশ করলেন যখন আমি একজন নারীর পাশে বসে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন: "এই মহিলা কে?" আমি বললাম: "ইনি এমন একজন মহিলা যার সালাত আদায় সর্বাধিক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।" মহিলাকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: "তোমার এমন কিছুই করা উচিত যা তুমি সহজে করতে পার। আল্লাহ্'র কসম, তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর রহমত ও ক্ষমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠিয়ে নেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সৎকাজকে অবহেলা বা পরিত্যাগ না কর। আল্লাহ্ সে ইবাদতকারীর আমলকে বেশী পছন্দ করেন যে তার আমলটি নিয়মিত করে থাকে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন:

"হে আব্দুল্লাহ্! অমুক ও অমুকের মতো হইও না। তিনি সাধারণত রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরবর্তীতে তা ত্যাগ করেন।"
[মুত্তাফিকুন আলাইহি]

১৪. নৈতিকতার দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে যে সর্বোত্তম

নৈতিকতা হল এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা সুশৃংখল করতে হবে শারী'আহ্'র ভিত্তিতে। এই নৈতিকতাসমুহের মধ্য হতে শারী'আহ্ যেটিকে উত্তম বা প্রশংসনীয় (হাসান) বলেছে সেটিই উত্তম, আল যেটিকে মন্দ (কাবিহ্) বলেছে সেটিই মন্দ। কারণ, নৈতিকতা হল শারী'আহ্'র অংশ এবং আল্লাহ্'র আদেশ-নিষেধের অংশ। শারী'আহ্ উত্তম নৈতিকতাসমূহ প্রদর্শনকে উৎসাহিত করেছে এবং মন্দ নৈতিকতাসমূহকে নিষিদ্ধ করেছে। মুসলিমদের, বিশেষ করে দাওয়াহ্ বহনকারীদের শারী'আহ্ স্বীকৃত উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। এটি উল্লেখ করা ও এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা জরুরী যে, নৈতিকতা অবশ্যই ইসলামী আক্বীদার ভিত্তিতে হতে হবে এবং মুসলিমদের এগুলোকে আল্লাহ্'র আদেশ-নিষেধের ভিত্তিতে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং, সে সৎ কারণ আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে সৎ হতে বলেছেন; সে বিশ্বস্ত, কেননা আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমানাহ্ বা আস্থার প্রতিদান দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন বস্তুগত সুবিধা পাওয়ার জন্য সে নীতিবান হবে না, যেমন: সততার কারণে লোকেরা তার কাছ থেকে ক্রয় করে, অথবা তাকে নির্বাচিত করে। এই বিষয়টিই একজন মুসলিম ও একজন কাফিরের সততার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে দেয়। প্রথমটি সত্যিকারের সততা, কেননা আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে সৎ হতে বলেছেন এবং পরেরটি শুধুমাত্র দুনিয়াবী সুবিধা লাভের জন্য, আর এ দু'টির মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাত।

নিম্নে সততার সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু দলিল উপস্থাপন করা হল:

- আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নৈতিকতার দিক দিয়ে উত্তম।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- নওয়াস বিন সাম'আন (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সা.) পূণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি (সা.) বলেন:

"ন্যায়নিষ্ঠা হল উত্তম নৈতিকতা, আর মন্দ কাজ হল সেটাই যা তোমার হৃদয়কে কম্পিত করে তোলে এবং তুমি অপছন্দ কর যে, লোকেরা তা জেনে যেতে পারে।" [মুসলিম]

- আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"বিচার দিবসে একজন বান্দার জন্য তার উত্তম চরিত্রের চেয়ে আর কোন কিছুই বেশী ওজনদার হবে না। অবশ্যই আল্লাহ্ মন্দ ও কটুভাষীদের অপছন্দ করেন।"

ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে উল্লেখ করেছেন এবং আত-তিরমিযী এটিকে *হাসান সহীহ্* হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) সেই জিনিসটির বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যা সবচেয়ে বেশী মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) বললেন:

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র প্রতি ভয় ও উত্তম চরিত্র।"

তাকে (সা.) সেই জিনিসটির বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যা সবচেয়ে বেশী মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে, এবং প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) বলেন:

"মুখ এবং লজ্জাস্থান।"

আত-তিরমিযী বলেছেন যে এই হাদীসটি *হাসান সহীহ্*। ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*'তে এটি উল্লেখ করেছেন। আল-বুখারী তার আল-আদাব আল-মুফরাদ-এ এটি উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাজাহ্, আহমাদ ও আল-হাকিমও এটি উল্লেখ করেছেন।

- আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আমি জান্নাতের আশেপাশে সেই ব্যক্তির জন্য একটি বাড়ির নিশ্চয়তা দিতে পারি যে ঝগড়াকে এড়িয়ে চলে এমনকি তার অবস্থান সঠিক হওয়া সত্ত্বেও, আর আমি জান্নাতের মাঝখানে সেই ব্যক্তির জন্য একটি বাড়ির নিশ্চয়তা দিতে পারি যে মিথ্যাকে এড়িয়ে চলে এমনকি রশিকতা করার সময়েও, এবং আমি জান্নাতের উচ্চস্থানে সেই ব্যক্তির জন্য একটি বাড়ির নিশ্চয়তা দিতে পারি যার চরিত্র ভাল।"

আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নাওয়াবী এটিকে *সহীহ্* হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই সবচাইতে উৎকৃষ্ট ঈমানের অধিকারী যার নৈতিক চরিত্র সবচাইতে উত্তম এবং তোমাদের মধ্যে সেই সবচাইতে উত্তম যে তার স্ত্রীদের নিকট উত্তম।"

এটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন এটি *হাসান সহীহ্*। আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে এটি উল্লেখ করেছেন।

একই বিষয়ক হাদীসসমূহে আয়েশা, আবু জার, জাবির, আনাস, উসামা বিন সুরাইক, মু'আজ এবং উমায়ের বিন কাতাদাহ্ ও আবু সালাবাহ্ বিন খুসানী বর্ণনা করেছেন এবং এসবই *হাসান* হিসেবে পরিগণিত।

উত্তম নৈতিকতার উদাহরণ:

১. <u>বিনয়ী [হায়া]:</u>

- ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন:

"তাকে একা থাকতে দাও, কেননা বিনয় ঈমানের অঙ্গ।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- ইমরান বিন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"বিনয় কল্যাণ ছাড়া আর কিছু বয়ে নিয়ে আসে না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"ঈমানের সত্তরটিরও অধিক [কারও কারও মতে ষাটটির অধিক] শাখা-প্রশাখা রয়েছে, এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করা এবং সবচেয়ে ছোটটি হল রাস্তা থেকে বাধা সৃষ্টিকারী কোনকিছু [পাথর, কাঁটা, কাঠ ইত্যাদি] অপসারণ করা এবং লজ্জা হল ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

২. <u>কোমলতা, ধীরস্থিরতা এবং উদারতা:</u>

- ইবনে আব্বাস ও আবু সাঈদ আল খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আসাজ্ আবদ আল্ কায়েসকে বলেন:

"তোমার দু'টি গুনকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) পছন্দ করেন: কোমলতা ও ধীরস্থিরতা।" [মুসলিম]

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কোমল এবং তিনি সব কিছুর মধ্যে কোমলতা পছন্দ করেন। [মুসলিম]

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

" আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কোমল এবং তিনি সব কিছুর মধ্যে কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার জন্য যা গ্রহণ করেন রুক্ষতা বা অন্যকিছুর ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করেন না।" [মুসলিম]

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"দয়ার উপস্থিতি যে কোন বিষয়ের সৌন্দর্যকে বর্ধিত করে এবং দয়ার অনুপস্থিতি যে কোন কিছুর সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে।" [মুসলিম]

- জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন: আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"**যে ব্যক্তির মধ্যে কোমলতা নেই সে কল্যাণবঞ্চিত।**" [মুসলিম]

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে আমার ঘরে বলতে শুনেছি:

"হে আল্লাহ্, কোন ব্যক্তি যদি আমার লোকের উপর কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ লাভে সমর্থ হয় ও তাদের প্রতি কঠোর হয়, তাহলে আপনিও তার প্রতি কঠোর হোন, আর কোন ব্যক্তি যদি আমার লোকের উপর কোনধরনের নিয়ন্ত্রণ লাভে সমর্থ হয় ও তাদের প্রতি সদয় হয়, তবে আপনিও তার প্রতি সদয় হোন।" [মুসলিম]

৩. <u>সততা:</u>

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্'কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের [কথায় ও কাজে] সাথে থাক।" [সূরা তাওবাহ্: ১১৯]

"যদি তারা আল্লাহ্'র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে।" [সূরা মুহম্মদ: ২১]

- ইবনে মাস্উদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তোমাদের উপর হক্ব কথা বলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, কেননা সত্য তাক্বওয়ার দিকে নিয়ে যায়, আর তাক্বওয়া জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত হক্ব কথা বলতে থাকে যতক্ষণ না সে আল্লাহ্'র কাছে সত্যবাদী হিসেবে পরিগণিত হয়...।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- কা'ব বিন মালিক বলেছেন:

"আমি বলেছিলাম, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), শুধুমাত্র সত্য গ্রহণ করার কারণে মহান আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমাকে উদ্ধার করেছেন এবং প্রায়শ্চিত্তের অংশ হিসেবে জীবনের বাকী অংশে আমি হক্ব কথা ছাড়া আর কিছুই বলব না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- এটি বর্ণিত আছে যে, *হাসান* বিন আলী (রা.) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা আমার স্বরণে আছে যে তিনি (সা.) বলেন:

"সন্দেহাতীত কোন বিষয়ের জন্য সন্দেহজনক বিষয়াদি পরিত্যাগ কর, কেননা সততা হল মনের প্রশান্তি এবং মিথ্যা হল সন্দেহ।"

এটি আত-তিরমিযী উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এটিকে *হাসান সহীহ্* হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন।

- আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা.) জিজ্ঞেস করা হল, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কারা? তিনি (সা.) বলেন: **"প্রত্যেক মাখমুম আল-কালব এবং সৎ কথা উচ্চারণকারী।"** আমরা জানি যে সৎ কথা উচ্চারণকারী বলতে কি বুঝায়, কিন্তু মাখমুম আল-কালব কি? তিনি (সা.) বলেন: **"প্রত্যেক আল্লাহ্‌ ভীরু ও বিশুদ্ধ হৃদয় যার মধ্যে কোন পাপ, অন্যায়, ঘৃণা ও শত্রুতা নেই।"**

এটি ইবনে মাজাহ্‌ বর্ণনা করেছেন এবং আল-হায়সামি ও আল-মুনজিরি একে *সহীহ্‌* হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

- আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন:

"সদা সত্য কথা বলবে, কেননা এটি তাক্বওয়ার দিকে ধাবিত করে এবং উভয়ই জান্নাতে যাবে।"

এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্‌*'তে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মুয়া'বিয়ার বরাত দিয়ে আত-তাবারাণী এটিকে বর্ণনা করেছেন এবং মুনজিরি ও হায়সামি এটি *হাসান ইসনাদ* সহকারে উল্লেখ করেছেন।

- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন:

"সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ নবী, সত্যনিষ্ঠ ও শহীদগণের সাথে থাকবেন।"

এটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং *হাসান সহীহ্‌* হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. কোন কিছু বলার আগে খতিয়ে দেখা এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভুলতা নিশ্চিত করা

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তার পিছনে পড়ো না (হে মানুষ! অর্থাৎ বলো না, করো না অথবা স্বাক্ষী হয়ো না, ইত্যাদি) যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।" [সূরা বনী ইসরাইল: ৩৬] এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন:

"সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই ধারন করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" [সূরা ক্বাফ: ১৮]

- আবু হুরাইরাহ্‌ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন:

"কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন কিছু শুনেই তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে বলে বেড়ায়।" [মুসলিম]

৫. হক্ব কথা:

- 'ইদ্দি বিন হাতিম (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন:

"অর্ধেক খেজুর দান করে হলেও দোযখের আগুন থেকে বাঁচ। যে ব্যক্তির এ সামর্থ্য নেই তার হক্ব কথা বলা উচিত।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন:

"একটি উত্তম কথা সাদাকাস্বরূপ।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন:

"জান্নাতে এমন কক্ষ রয়েছে যার বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যায় ও ভেতর থেকে বাইরে দেখা যায়।" আবু মুসা আল-আশা'আরী জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো কাদের জন্য হে রাসূলুল্লাহ্‌?" রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) উত্তরে বললেন, **"যারা উত্তম কথা বলে, যারা উত্তম খাবার পরিবেশন করে এবং সারারাত ইবাদত করে যখন অন্যরা ঘুমিয়ে থাকে।"**

এটি আত-তাবারাণী বর্ণনা করেছেন এবং আল-হায়সামি ও আল-মুনজিরি এটিকে *হাসান* হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করেছেনে এবং আল-হাকিম এটিকে *সহীহ্* হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

৬. <u>প্রফুল্ল মুখ:</u>

- আবু জার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"দয়াপরবশার সহিত কৃত সামান্য কর্মকেও খাটো হিসেবে গণ্য করো না, এমনকি সেটা তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল চিত্তে কথা বলে হলেও" [মুসলিম]

- জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"দয়াপরবশার সহিত কৃত সামান্য কর্মকেও খাটো হিসেবে গণ্য করো না, এমনকি সেটা তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল চিত্তে কথা বলে হলেও, কিংবা চাওয়ার পরে নিজের বালতি থেকে কারও পাত্রে পানি ভরে দিয়ে হলেও।"

এটি আহমেদ ও আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আত-তিরমিযী এটিকে *হাসান সহীহ্* হিসেবে শ্রেণীভূক্ত করেছেন।

- আবু জার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তোমার হাসিমুখও তোমার ভাইয়ের জন্য একটি সাদাকা।"

- আবু জারি আল-হায়সামি (রা.) বর্ণনা করেছেন যে: আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম:

"হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আমরা বেদুঈন, আমাদের এমন কিছু শিক্ষা দিন যার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হতে পারি। তিনি (সা.) বলেন: **"কোন উত্তম কর্মকেই খাটো করে দেখো না, এমনকি সেটা তোমার পাত্র হতে তোমার ভাইয়ের পাত্রে পানি ঢেলে হলেও কিংবা প্রফুল্লচিত্তে তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলে হলেও।"**

আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে *হাসান সহীহ্* হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়াও ইবনে হিব্বান এটিকে তার *সহীহ্'তে* উল্লেখ করেছেন।

৭. <u>নীরব থাকো যদি সে কথা বলতে না পারো যা কল্যানকর ও প্রয়োজনীয়:</u>

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে সে যেন কল্যানকর ও প্রয়োজনীয় কথা বলে নয়তো চুপ থাকে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আল বার'আ বিন 'আজিব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসলো এবং বললো: আমাকে এমন একটি কাজের শিক্ষা দিন যা জান্নাতে নিয়ে যাবে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: **"খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানার জন্য তুমি সামান্য কিছু শব্দই ব্যবহার করেছ। একজন দাসকে মুক্ত কর এবং কাউকে দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্তি দাও। যদি তুমি তা না করতে পার তবে ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, পিপাসার্তকে পানি দাও, সৎ কাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজে নিষেধ কর। আর তুমি যদি এসবও না করতে পার তাহলে অনর্থক কথা থেকে জিহ্বাকে সংযত কর।"**

এটি আহমেদ বর্ণনা করেছেন। আল-হায়সামি বলেছেন যে বর্ণনাকারীদের সনদ নির্ভরযোগ্য। ইবনে হিব্বান হাদীসটিকে তার *সহীহ্*তে এবং আল-বায়হাকী তার শু'আব আল-ঈমান-এ এটি উল্লেখ করেছেন।

- সাবওয়ান (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"সে ব্যক্তিই রহমতপুষ্ট যে তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রন করে, তার বসবাসের জায়গা তার জন্য প্রশস্ত, এবং তার গুনাহ্'র জন্য ক্রন্দন করে।"

এটি আত-তাবারাণী উল্লেখ করেছেন এবং এর ইসনাদকে *হাসান* হিসেবে শ্রেণীভূক্ত করেছেন।

- বিলাল বিন হারিস আল-মুজানি (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"খুব চিন্তা না করে বান্দা যখন আল্লাহ্'র নিকট পছন্দনীয় ও উচু স্তরে পৌঁছে যাওয়ার মত কোন কথা বলে তখন আল্লাহ্ তাঁর আনন্দের কথা সে বান্দার সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত লিখে রাখেন। অন্যদিকে চিন্তা না করে বান্দা যখন আল্লাহ্'র নিকট অপছন্দনীয় ও রাগ উচ্চমাত্রায় পৌঁছে যায় এমন কোন কথা বলে তখন আল্লাহ্ তাঁর রাগের কথা সে বান্দার সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত লিখে রাখেন।"

এটি মালিক এবং আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আত-তিরমিযী এটিকে *হাসান সহীহ্* হিসেবে শ্রেণীভূক্ত করেছেন। আন-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহ্'তে এটি উল্লেখ করেছেন। আল-হাকিম হাদীসটিকে *সহীহ্* বলেছেন এবং আজ-জাহাবি এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

- মু'আজ বিন জাবাল বর্ণনা করেছেন:

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সফরে ছিলাম এবং একদিন চলার পথে আমি তার (সা.) নিকটবর্তী ছিলাম। তখন আমি বলেছিলাম: হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ও জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখবে... আমি কি তোমাকে এসবের ভিত্তি সম্বন্ধে অবহিত করিনি?" আমি বলেছিলাম: "হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)।" এবং তিনি (সা.) তার জিহ্বাটিকে ধরলেন এবং বললেন, "এটিকে সংযত রাখ।" আমি বলেছিলাম: "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আমরা যা বলি তা কি আমাদের বিরুদ্ধে গৃহীত হবে?" তিনি (সা.) বলেছিলেন: "তোমার মা তোমার হতে বিচ্ছিন্ন হোক, হে মু'আজ! জবান দ্বারা করা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ছাড়া আর এমন কি আছে, যা মানুষের মুখমন্ডলকে- অথবা তিনি (সা.) বলেছেন, তাদের নাকগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে না?"

এটি আহমাদ ও আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন ও আত-তিরমিযী এটিকে *হাসান* হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আন-নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ও এটি বর্ণনা করেছেন।

৮. <u>অঙ্গীকার পূর্ণ করা:</u>

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"মু'মিনগণ, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।" [সূরা মায়িদাহ্: ১]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [সূরা বণী ইসরাইল: ৩৪]

৯. <u>আল্লাহ্'র ওয়াস্তে রাগ করা:</u>

- আলী বিন আবি তালিব (রা.) বর্ণনা করেছেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে একটি রেশমের জামা দিলেন। আমি সেটি পরিধান করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এতে তাঁর (সা.) চেহারায় রাগ দেখতে পেলাম, আমি সেটি তখন ছিঁড়ে ফেললাম ও বিবিদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু মাস্‌উদ উকবাহ্ বিন আমর আল-বদরি (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আসল এবং বলল: "অমুক ও অমুক ব্যক্তি সালাত পরিচালনা করার সময়ে তা দীর্ঘায়িত করায় আমি সকালবেলার সালাত থেকে দূরে ছিলাম।" বর্ণনাকারী আরও বলেন: নসীহা প্রদানে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সেদিনের চেয়ে রাগান্বিত আর কখনও দেখিনি। তিনি (সা.) বলেন: "হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা উত্তম কাজসমূহকে অন্যদের নিকট অপছন্দনীয় করে তোলে ও সেগুলোর [জামাতের নামাজ] প্রতি অন্যদের বিতৃষ্ণ করে দেয়। শোন! তোমাদের মধ্যে যারা নামাজে ইমামতি করবে তারা যেন তা দীর্ঘায়িত না করে, কেননা মুসল্লীদের মধ্যে অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং অভাবী থাকতে পারে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সফর থেকে ফিরেছিলেন। ঘরের মধ্যে একটি তাকের উপর প্রতিকৃতি অঙ্কিত পাতলা পর্দা দেয়া ছিল। এটি দেখামাত্রই তিনি (সা.) সেটি ছিঁড়ে ফেললেন ও তাঁর (সা.) চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিল এবং তিনি (সা.) বললেন: "হে আয়েশা, হাশরের ময়দানে সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একজন হবে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তার মত কিছু তৈরীর চেষ্টা করে।"

১০. মু'মিনদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করা:

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ?" [সূরা নূর: ১২]

১১. উত্তম প্রতিবেশী হওয়া:

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আর উপাসনা কর আল্লাহ্'র, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-অহঙ্কারীকে।" [সূরা নিসা: ৩৬]

- ইবনে উমর ও আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"জিব্রাইল ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকল যতক্ষণ না আমি মনে করা শুরু করেছি যে, তিনি হয়ত তাদেরকে আমার উত্তরাধিকার হিসেবে নিযুক্ত করে দিতে পারেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- ইবনে সুরাইহ্ আল-খুজাইল (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হয়।" এবং আল-বুখারীর বর্ণণায় এসেছে: **"প্রতিবেশীকে যেন সম্মান করে।"** [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, একজন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার প্রতিবেশী বা ভাইয়ের জন্য সেটি পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" [মুসলিম]

- আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"সঙ্গীদের মধ্যে আল্লাহ্'র নিকট সেই সর্বোত্তম যে তার সঙ্গীদের নিকট সর্বোত্তম এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহ্'র নিকট সেই সর্বোত্তম যে তার প্রতিবেশীর নিকট সর্বোত্তম।"

ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হিব্বান তাদের *সহীহ্*তে এটি উল্লেখ করেছেন। মুসলিম, আহ্মাদ ও আদ-দারিমির শর্ত অনুসারে আল-হাকিম এটিকে *সহীহ্* হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

- সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"একজন ব্যক্তির জন্য চারটি জিনিস আনন্দ নিয়ে আসে: একজন পূণ্যবান স্ত্রী, একটি প্রশস্ত বাসস্থান, একজন ধার্মিক প্রতিবেশী এবং একটি আরামদায়ক বহনকারী পশু।"

এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে উল্লেখ করেছেন ও আহমদ একটি *সহীহ্* ইসনাদ অনুসারে এটিকে উল্লেখ করেছেন।

নাফি বিন আল-হারিব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"বিভিন্ন জিনিসের মধ্য হতে যেগুলো একজন পুরুষের জন্যে আনন্দ নিয়ে আসে সেগুলো হচ্ছে: একজন উত্তম প্রতিবেশী, একটি আরামদায়ক বাহন [পশু] এবং একটি প্রশস্ত ঘর।" [আহমদ]

আল... এবং আল-হাইসামি বর্ণনাকারীদের সনদকে সহীহ্ বলেছেন।

আবু জার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যখন তরকারি রান্না কর তখন ঝোল বেশী দাও এবং তোমার প্রতিবেশীকে কিছুটা প্রেরণ কর।" [মুসলিম]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হে মুসলিম নারীগণ, কোন নারী প্রতিবেশী যেন তার অপর নারী প্রতিবেশীকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে, এমনকি তা মেষশাবকের পা'য়ের মত তুচ্ছ হোক না কেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে: আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আমার দুজন প্রতিবেশী রয়েছে, এদের একজন আমার বাড়ির নিকটবর্তী এবং অপরজনের বাড়ি একটু দূরবর্তী। কার অধিকার বেশী? তিনি (সা.) বলেন: **"যার বাড়ী নিকটবর্তী তার।"** [বুখারী]

১২. <u>আমানত রক্ষা করা:</u>

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা অবশ্যই আমানতকারীদের নিকট তাদের আমানতসমূহ ফিরিয়ে দাও।" [সূরা নিসা: ৫৮]

- হুজাইফা (রা.) বর্ণনা করেছেন:

  "নাজরানের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসল এবং বলল: আমাদের নিকট একজন সৎ লোক প্রেরণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "আমি অবশ্যই একজন সৎ লোককে প্রেরণ করব যিনি বিশ্বস্ত।" সাহাবীদের (রা.) প্রত্যেকেই সেই ব্যক্তি হতে চাইলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবু উবাইদাহ্ বিন আল-জাররাহ্কে পাঠালেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু জার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললাম, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনি কি আমাকে একটি সরকারী অফিসে নিয়োগ দিবেন না? তিনি (সা.) আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন এবং বললেন: হে আবু জার, তুমি দূর্বল, কিন্তু শাসনের কাজ হল একটি আমানত, এবং হাশরের ময়দানে এটি অপমান ও দূর্ভোগের কারণ হবে; সে ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব সুসম্পন্ন করে ও তার উপর অর্পিত দায়ভার ঠিকভাবে পালন করে।" [মুসলিম]

- হুযায়ফা বিন আল-ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে:

"আমানত মানুষের অন্তরের অন্তস্থল থেকে বের হয়ে আসে, অর্থাৎ ফিতরাহ্গতভাবে কিংবা মানুষের বিশুদ্ধ প্রকৃতিতেই এটা মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত থাকে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আমাকে ছয়টি বিষয় নিশ্চিত কর, তাহলে আমি তোমাদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।" আমি বললাম, "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), এগুলো কি?" তিনি (সা.) বললেন: **"সালাত, যাকাত, আমানত, লজ্জাস্থানের হেফাজত, উদর এবং জিহ্বা"**। [তাবারাণী]

আল-মুনজিরি বলেছেন: এর *ইসনাদ* গ্রহণযোগ্য। আল-হায়সামী বলেছেন যে এটি *হাসান*।

এ হাদীসে আমানাহ্ হল শারী'আহ্ বাধ্যবাধকতা। কেউ কেউ বলেন: এর অর্থ হল "আনুগত্য"। এর মধ্যে সব ধরনের আদেশ ও নিষেধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং, খলিফার মত একইভাবে ওয়ালী, আ'মিল, কাজী, শূরা কাউন্সিলের সদস্য, সামরিক বাহিনীর প্রধান, দূত, সালাত ও যাকাত আদায়কারী, রোযা ও হজ্জ পালনকারী, দাওয়াহ্ বহনকারী, নৈতিক শিক্ষাদানকারী, জ্ঞান অন্বেষণকারী, মুফতি, ওয়াকফের অভিভাবক, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সচিব, দোকানদার, খারিস [যে ব্যক্তি যাকাতের জন্য ফসল ও খারাজ পরিমাপ করে] সাদাকার জন্য দায়িত্বশীল আ'মিল, যে খারাজি ভূমির জরিপ করে, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ, সীরাত রচনাকারী, রাখাল, কারখানার পরিচালক, খলিফার প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী, খলিফার নির্বাহী সহকারী, অনুবাদকারী, যে ব্যক্তি শিশুদের কুর'আন শিক্ষা দেয়, পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি, স্বামীর পরিবারের জন্য দায়িত্বশীল স্ত্রী, ডাক্তার, ধাত্রী, রসায়নবিদ, সেবিকা, ব্যবসায়িক অংশীদার, কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি, দার আল-খিলাফাহ্'র পরিচালক, খলিফার তত্ত্বাবধানের থাকা বিভিন্ন পরিচালকগণ, ভোগ্য পণ্যের পরিচালক, সরাইখানার পরিচালক, কারাজ, রান্নাঘর ও তত্ত্বাবধানের পরিচালনাকারী, আইনজীবী, স্ত্রীর সাথে ঘুমন্ত ব্যক্তি, গোপন তথ্য বহনকারী, মিডিয়া, খবর পরিবেশনকারী, কাজের দায়িত্বের কারণে টেলিফোন ও ইন্টারনেটে জনগণ সম্পর্কে সংবাদ শ্রবনকারী সংবাদদাতা এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের আমানত রয়েছে। আমানত অতি গুরুত্বপূর্ণ, এর পরিসর ব্যাপক এবং কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এ থেকে মুক্ত নয়, তার দায়িত্ব যত কম বা বেশীই হোক না কেন।

১৩. <u>তাক্বওয়া [ওয়ারা] অবলম্বন ও সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করা:</u>

- হুযায়ফা বিন আল-ইয়ামান (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"অতিরিক্ত জ্ঞান বা ইলম, অতিরিক্ত ইবাদতের চেয়ে উত্তম এবং দ্বীনের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল ওয়ারা (তাক্বওয়া, আত্মসংযম)। [তাবারাণী, আল-বাজ্জার]

আল-মুনজিরি বলেছেন যে এর ইসনাদ *সহীহ্*।

- আন্-নোমান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তিনি বলতে শুনেছেন:

"যা হালাল তা সুনিশ্চিত, যা হারাম তাও সুনিশ্চিত এবং এ দু'টির মাঝে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক অবগত নয়। সুতরাং যে সন্দেহজনক বস্তুসমূহ এড়িয়ে চলে সে যেন তার দ্বীন ও সম্মানের ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু যে সন্দেহজনক বস্তুসমূহের মধ্যে পতিত হল সে যেন হারাম করল, যেমন: একটি সংরক্ষিত এলাকার পাশে একজন রাখালের পশুর পাল চড়ানো, এর ফলে সংরক্ষিত এলাকায় পশু প্রবেশের সম্ভাবনা বিদ্যমান। অবশ্যই প্রত্যেক রাজার একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে এবং আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) জন্য সেটি হল তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। অবশ্যই মানুষের শরীরের ভেতরে এমন একটি গোশতের টুকরো রয়েছে যা ভাল হলে পুরো শরীর ভাল থাকে, আর যদি সেই গোশতের টুকরোটি মন্দ হয়ে যায় তাহলে পুরো দেহটি মন্দ হয়ে যায়। অবশ্যই সেটি হল হৃদয়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আন-নাবাস বিন সাম'আন (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"ন্যায়পরায়ণতা একটি উত্তম গুণ এবং মন্দ কাজ হল এমন একটি বিষয় যা হৃদয়ে ইতস্তত ভাব তৈরি করে এবং যা লোকদের কাছে প্রকাশিত হওয়াকে তুমি অপছন্দীয় মনে কর।" [মুসলিম]

- ওয়াবিশা বিন মা'বাদ (রা.) বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসলাম এবং তিনি (সা.) আমাকে বললেন: "**হে ওয়াবিশাহ, আমার কাছে আস**। সুতরাং আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর (সা.) কাছে যেতে থাকলাম যতক্ষণ না তাঁর (সা.) হাটুর সাথে আমার হাটু মিলে যায়। তিনি (সা.) বললেন: **হে ওয়াবিশা, আমি কি তোমাকে বলব যা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছ?** ওয়াবিশাহ বললেন: বলুন হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। তিনি (সা.) বললেন, **"তুমি আমাকে পূণ্য ও পাপকাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে চাও।"** প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, "হ্যাঁ'। তখন তিনি (সা.) বললেন, **"তোমার হৃদয়কে প্রশ্ন কর। পূণ্য হল সেটাই যেটাতে তোমার আত্মা বিশ্রাম পায় ও হৃদয় প্রশান্ত হয়ে উঠে। আর পাপ হল সেটাই যেটা তোমার আত্মায় সমস্যা তৈরী করে ও মানুষের ভেতরে অস্থিরতার সৃষ্টি করে; লোকেরা এ ব্যাপারে যে ফতোয়াই দিক না কেন।"**

আল-মুনজিরি বলেছেন: আহমাদ এ হাদীসটি একটি হাসান সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। আল-নাওয়াবি বলেছেন: হাদিসটি হাসান এবং এটি আহমাদ ও আদ-দারিমি উভয়ই তাদের মুসনাদ-এ উল্লেখ করেছেন।

- আবু সালাবাহ্ আল-খুশানী (রা.) বর্ণনা করেছেন: **আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলুন যে, আমার জন্য কোনটা হালাল এবং কোনটা হারাম। তিনি (সা.) বললেন, "উত্তম কাজ হচ্ছে সেটাই যা আত্মাকে বিশ্রাম দেয় এবং হৃদয় প্রশান্তি অনুভব করে। গুণাহ্ সেটাই যা আত্মাকে অস্থির করে তোলে ও হৃদয় অশান্তি অনুভব করে। লোকেরা এ ব্যাপারে যে ফতোয়াই দিক না কেন।"**

  আল-মুনজিরি বলেছেন: এই হাদীসটি একটি জায়িদ ইসনাদ সহকারে আহমাদ কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে। আল-হায়সামি বলেন: এটি আহমাদ ও আত-তাবারাণী বর্ণনা করেছেন এবং এর প্রথম অংশ সহীহ্তে উল্লেখ করা হয়েছে ও এর বর্ণণাকারীরা বিশ্বস্ত।

- আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখতে পেলেন এবং বলেন:

"সাদাকা'র জন্য হতে পারে এই ভয় না থাকলে আমি এটি খেতাম।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"সন্দেহমুক্ত কিছুর জন্য সন্দেহজনক বিষয়সমূহ বর্জন কর।"

এটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, হাদীসটি *হাসান সহীহ্*। এছাড়াও, আন-নাসাঈ এবং ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে এটি উল্লেখ করেছেন।

- আতিয়াহ্ বিন উরওয়াহ্ আস-সা'দি (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত তাক্বওয়ার পর্যায়ে পৌঁছুতে পারেনা যতক্ষণ না সে নিজেকে হারাম হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সন্দেহজনক কাজগুলোও পরিত্যাগ করে।"

এটি আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে হাদীসটি *সহীহ্* এবং আজ-জাহাবি এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

- আবু উমামাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন:

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলো যে, পাপ কি? তিনি (সা.) বললেন, **যদি কোন কিছু তোমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে, তবে তা পরিত্যাগ কর।"** সে জিজ্ঞেস করল যে, "ঈমান কি?" উত্তর আসল, **"যদি তোমার ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দেয় ও মন্দ কাজ ব্যথিত করে, তবেই তুমি ঈমানদার।"** আল-মুনজিরি বলেছেন যে, এটি এমন একটি হাদীস যা আহমাদ একটি *সহীহ্* ইসনাদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

১৪. ওলামা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সম্মান করা:

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।" [সূরা আজ-জুমার: ৯]

- জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"ওহুদের যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক কবরে দু'জন শহীদকে দাফন করার ব্যবস্থা করছিলেন। তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: "এদের মধ্য হতে কোন জন হৃদয় দিয়ে অধিক কুর'আন শিক্ষা করেছে?" তাকে (সা.) যার কথা বলা হলো, তিনি (সা.) তাকে প্রথমে লাহ্দ[1]-এ রাখলেন। [আল-বুখারী]

- ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তোমার বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে রহমত রয়েছে।"

এটি আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং বুখারীর শর্ত অনুসারে তিনি বলেছেন যে এর ইসনাদ *সহীহ্*। ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে এটি উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে মুফলিহ্ তার আল-আদাবে এর ইসনাদকে জায়্যিদ বলেছেন।

- আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে ছোটদের দয়া করে না ও বড়দের সম্মানের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেয় না।"

আল-হাকিম এটিকে *সহীহ্* হিসেবে ঘোষণা করেছেন ও আজ-জাহাবি এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

- উবাদাহ্ বিন আস্-সামিত (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

[1] "Lahd is a type of grave in which a niche is made on the left side of it to place the corpse. The grave which is straight, a common type, is called Darih. This Hadith tells about the distinction of the Hafiz and his superiority over others. Similarly, the learned, the pious and men of outstanding virtues should have preference over others. The Hadith also indicates the permissibility to bury two or three persons in a single grave in time of need or necessity." (This is the commentary of Imam Nawawi in his Riyadh as- saliheen.)

"সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে বড়দের সম্মানের বিষয়টি স্বীকৃতি দেয় না, ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না ও আলেমদের অধিকারকে বিবেচনা করে না।"

আল-মুনজিরি বলেছেন: *সহীহ্* সনদ সহকারে আহমাদ এটিকে বর্ণনা করেছেন। আল-হাইসামী বলেছেন: আহমাদ ও আত্-তাবারানি এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর ইসনাদ *হাসান*।

- আমর বিন সুয়াইব (রা.) তার বাবা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, ছোটদের দয়া করে না ও বড়দের সম্মানের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেয় না।"

এটি আহমাদ, আত-তিরমিযী, আবু দাউদ ও বুখারী তার আল-আদাব আল-মুফরাদ-এ উল্লেখ করেছেন। আন-নাওয়াবী বলেছেন যে হাদীসটি *হাসান সহীহ্*।

- আবদুল্লাহ্ বিন মাস্উদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"সালাতের মাধ্যমে তাদেরকে আমার নিকটবর্তী হতে দাও যারা পরিণত ও ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান রাখে এবং এরপর যারা এক্ষেত্রে তাদের নিকটবর্তী।" তিনি (সা.) এ কথাটি তিনবার বললেন এবং এরপর বললেন, **"বাজারের হালকা কথাবার্তাকে প্রশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাক [যখন তুমি মসজিদে অবস্থান কর]।"** [মুসলিম]

- আবু সাঈদ সামুরাহ্ বিন জুনদুব্ (রা.) বর্ণনা করেছেন,

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় আমি বালক ছিলাম এবং তিনি (সা.) যা বলতেন তা আমি মনে রাখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু, যা আমি মুখস্ত করতাম তা আমি কখনওই বর্ণনা করি না, কেননা আমাদের মধ্যে আমার চেয়ে বয়স্ক লোক ছিল।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু মুসা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"এটি আল্লাহ্'র কাছে সম্মানের বিষয় যে, আমরা বয়ঃবৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করি, সে হাফেযকে শ্রদ্ধা করি যে কুরআন মুখস্ত করে এমনভাবে যে এর অক্ষরসমূহ উচ্চারণের সময় অতিরঞ্জিত করে না ও ভুলে যায় না এবং সে শাসককে সম্মান করি যিনি ন্যায়পরায়ণ।" [আবু দাউদ]

আন্-নাওয়াবী বলেছেন যে এ হাদীসটি *হাসান*। ইবনে মুফলিহ্ বলেছেন যে এর ইসনাদ জায়িদ।

১৫. <u>পরার্থপরতা ও বদান্যতা:</u>

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে একজন ব্যক্তি আসল এবং বলল, আমি ক্ষুধার্ত। খাবারের জন্য তিনি (সা.) তাঁর এক বিবিকে ভেতরে বার্তা পাঠালেন এবং বিবি এসে জানাল, তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, ঘরে পানি ব্যতিরেকে আর কিছুই নেই। অতঃপর তিনি অন্য একজন বিবির কাছে একই বিষয় জানতে চাইলেন ও একইরকম উত্তর আসল। এভাবে তিনি (সা.) প্রত্যেক বিবির কাছে একই বার্তা পাঠালেন এবং তাদের সকলের কাছ থেকে একই উত্তর আসলো। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, কে এই লোকটিকে তার অতিথি করে নেবে? একজন আনসার বলল, আমি নেব, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। সুতরাং, তিনি (রা.) ঐ ব্যক্তিকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে কি কিছু আছে? স্ত্রী বলল, বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার ছাড়া তেমন কিছু নেই। তিনি বললেন, বাচ্চাদের কোন কিছু দিয়ে ব্যস্ত রাখ এবং তারা খাবার খুঁজলে ঘুম পাড়িয়ে দিও। যখন মেহমান আসবে তখন বাতিটি সরিয়ে নিও এবং এমন ভাব করো যাতে

আমরাও তার সাথে খাচ্ছি এরূপ বুঝা যায়। সুতরাং, তারা মেহমানের সাথে বসলেন এবং মেহমান খেল কিন্তু তারা সারারাত ক্ষিধে পেটে কাটিয়ে দিলেন। সকালে সেই আনসার যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসলো তখন তিনি (সা.) তাকে বললেনঃ গতরাতে তুমি অতিথির বিষয়ে যা করেছো সে ব্যাপারে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু সা'ইদ আল খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন যেঃ

"আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সফরে থাকা অবস্থায় একজন আরোহী আসল এবং সে ডানে ও বামে তাকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "যার কিছু অতিরিক্ত অর্থ রয়েছে তার উচিত যার নেই তাকে তা দেয়া এবং যার কাছে অতিরিক্ত খাদ্য রয়েছে তার উচিত যার কিছুই নেই তাকে তা দেয়া;" এভাবে তিনি (সা.) অন্য সম্পত্তির কথাও একে একে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে লাগলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ভাবা শুরু করলাম যে, অতিরিক্ত কোন কিছুর উপর আমাদের বোধহয় কোন অধিকার নেই।" [মুসলিম]

- আবু মুসা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"যখন আশ'আরীয়ানরা জিহাদে বা মদীনাতে খাদ্য ঘাটতিতে পতিত হল, তখন তারা তাদের সব খাবার একটি চাদরের উপর জমা করল এবং নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিল। তারা আমার মধ্য থেকে এবং আমি তাদের মধ্য থেকে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

১৬. <u>দয়ার্দ্রতা ও ভাল কারণে ব্যয় করাঃ</u>

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

"তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন।" [সূরা সাবাঃ ৩৯]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

"যে মাল তোমরা ভাল কাজে ব্যয় কর, তা নিজ উপাকারার্থেই কর, তোমরা তো শুধু আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে থাকো। তোমরা যে অর্থ ভাল কাজে ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।" [সূরা বাক্বারাঃ ২৭২]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

"আর যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই তা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবিশেষ অবহিত।" [সূরা বাক্বারাঃ ২৭৩]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

"তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে [আল্লাহ্'র রাস্তায়], তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।" [সূরা হাদীদঃ ৭]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

"আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্য ব্যয় করে।" [সুরা রা'দঃ ২২ এবং সূরা ফাতিরঃ ২৯]

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

"তোমরা কখনওই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর [আল্লাহ্'র উদ্দেশ্যে]।" [সূরা আলি-ইমরানঃ ৯২]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যারা আল্লাহ্'র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ্ যাকে চান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [সূরা আল বাক্বারা: ২৬১]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে, তাদের উদাহরণ কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; ফলে সেখানে দ্বিগুণ ফসল জন্মায়। আর যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।" [সূরা বাক্বারা: ২৬৫]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্যে পূণ্য ফল রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা বাক্বারা: ২৭৪]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।" [সূরা আলি ইমরান: ১৩৪]

- ইবনে মাস্উদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"দুই ব্যক্তি ব্যতিরেকে কারও উপর ঈর্ষা করা যাবে না: এক ব্যক্তি হল সে যাকে আল্লাহ্ অঢেল সম্পত্তি দিয়েছেন এবং সে তা সৎ পথে খরচ করে এবং আরেকজন হল সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ প্রজ্ঞা [দ্বীনের জ্ঞান] প্রদান করেছেন এবং সে এই প্রজ্ঞা অনুসারে সিদ্ধান্ত দেয় এবং এটি শিক্ষা দেয়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- ইবনে মাস্উদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তোমাদের মধ্যে কে নিজের চেয়ে তার উত্তরাধিকারের সম্পত্তি বেশী পছন্দ কর? তারা বললেন: হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমরা সবাই আমাদের সম্পত্তিকেই বেশী পছন্দ করি। তিনি (সা.) বললেন: "সে যা ব্যয় করে তাই তার সম্পত্তি, আর যা কিছু সে রেখে যায় তা তার উত্তরাধিকারের সম্পত্তি।"' [আল-বুখারী]

- 'ইদ্দি বিন হাতিম (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও, যদিওবা তা অর্ধেক খেজুর দান করে হলেও।" [আল-বুখারী]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"প্রতিদিন আকাশ থেকে দু'জন ফেরেশতা নেমে আসেন এবং তাদের একজন বলেন: "হে আল্লাহ্, যারা আপনার ওয়াস্তে দান করে তাদের প্রত্যেককে উত্তম বিনিময় দিন" এবং অন্য একজন ফেরেশতা বলেন: "হে আল্লাহ! তার সম্পদ ধ্বংস করুন যে দান করা থেকে বিরত থাকে।"' [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্ বলেন: হে আদম সন্তান! ব্যয় কর, তাহলে আমি তোমার জন্য ব্যয় করব।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- নীচের হাদীসটিতে উল্লেখ আছে যে:

"কোন ইসলাম সবচেয়ে ভাল?" তিনি (সা.) বললেন, **"ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো এবং যাদের চেন ও যাদের চেন না তাদের সবাইকে সালাম দেয়া।"** [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু উমামা সাদী বিন ইজলান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হে আদম সন্তান, যদি তোমরা উদ্বৃত্ত সম্পত্তি ব্যয় কর তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে, কিন্তু এটি যদি না কর তাহলে তা তোমাদের জন্য মন্দ হবে। কিন্তু, যদি তোমরা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ জমা করে রাখ তবে তা তোমাদের জন্য নিন্দনীয় নয়। এবং দান করা শুরু কর, কেননা উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম [দাতা গ্রহীতার চেয়ে উত্তম]।" [মুসলিম]

- আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"চল্লিশটি পূণ্যের কাজ রয়েছে এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তমটি হল কাউকে একটি বকরী দান করা। কেউ যদি অনেক দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে যে, এ কাজগুলোর মধ্য হতে কোন একটি করলে আল্লাহ্ তাকে পুরষ্কৃত করবেন তবে অবশ্যই সে তা পাবে এবং আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" [আল-বুখারী]

- আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কন্যা আসমা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তোমার ব্যয়কে সংকুচিত করো না, তাহলে তোমার জন্য তা সংকুচিত হয়ে যাবে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন:

"দাতা ও কৃপণ ব্যক্তি এমন দু'জন লোকের উদাহরণ যারা বুক থেকে গলার হাড় পর্যন্ত লোহার তৈরি বর্ম পরিহিত অবস্থায় আছে। যদি দাতা দান করতে চায় তবে সেটি এমনভাবে প্রশস্ত হয়ে যায় যেন তার হস্তাঙ্গুলির ডগা থেকে শুরু করে পদচিহ্ন পর্যন্ত সমগ্র শরীর আবৃত হয়ে যায় [তার চিহ্ন মুঁছে দেয়]। আর যখন কৃপণ ব্যয় করতে চায়, তখন লোহার বর্মটি আটকে থাকে ও প্রতিটি বন্ধনী নিজ নিজ জায়গায় এঁটে বসে এবং সে সেগুলোকে প্রসারিত করার চেষ্টা করে, কিন্তু সেটি প্রসারিত হয় না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যা হালাল নয় তা আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না, সৎপথে উপার্জিত অর্থ থেকে যদি কেউ একটি খেজুরের সমপরিমাণ দান করে তবে প্রভূ তাঁর [সুবহানাহু ওয়া তা'আলা] ডান হাতে তা গ্রহণ করবেন, যদিওবা সেটি একটি খেজুর হয়; তোমাদের মধ্য হতে যেভাবে কেউ শিশু ঘোড়াকে লালন করে সেভাবে সেটি স্রষ্টার কাছে লালিত পালিত হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটি একটি পর্বতের চেয়ে বিশাল কিছু হয়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

১৭. মূর্খ/অজ্ঞ লোক থেকে মুখ ফেরানো

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"মূর্খদের থেকে দূরে সরে থাক (অর্থাৎ, তাদেরকে শাস্তি দিয়ো না)।" [সূরা আ'রাফ: ১৯৯]

"তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে "সালাম"।" [সূরা ফুরক্বান: ৬৩]

১৮. আনুগত্য

আনুগত্য দু'ধরনের: পরিপূর্ণ এবং শর্তহীন আনুগত্য: এটি আল্লাহ্, তার রাসূল (সা.)-এর প্রতি এবং ভাল কাজের ব্যাপারে আনুগত্য। তবে কেউ যদি পাপকাজ করতে নির্দেশ দেয় তাহলে তাতে কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্যের উদাহরণ হিসেবে

আসতে পারে: পিতামাতার প্রতি, স্বামীর প্রতি, অথবা আমীরের প্রতি আনুগত্য। এধরনের সকল আনুগত্য ফরয এবং এ ব্যাপারে দলিল রয়েছে।

পূর্বে আমরা এমন কিছু নৈতিকতার বিষয়ে আলোচনা করেছি যা প্রশংসাসূচক, কিন্তু আমরা এখন এমন কিছু বিষয় আলোচনা করব যা নিন্দনীয় ও হারাম:

ক. <u>মিথ্যে বলা:</u>

- ইবনে মাস্‌উদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"মিথ্যা জুলুমের দিকে নিয়ে যায় এবং জুলুম জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যে বলতে থাকে যতক্ষণ না সে আল্লাহ্'র কাছে বড় মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিগণিত হয়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আল হাসান বিন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি নিম্নোক্ত অংশটুকু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে মুখস্থ করেছি:

"সন্দেহমুক্ত কোন কিছুর জন্য সন্দেহযুক্ত কোন কিছু পরিত্যাগ কর, কেননা সততা হল মনের প্রশান্তি এবং মিথ্যা হল সন্দেহ।"
এটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে হাদীসটি *হাসান সহীহ্*।

- এটি বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে সম্পূর্ণরূপে মুনাফেক এবং কেউ এগুলোর কোন একটি ধারণ করলে তার মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত মুনাফেকির অংশ বজায় থাকবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে: যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন সে ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে, যখন সে ঝগড়া করে তখন জুলুম করে এবং যখন সে চুক্তি করে তখন তা ভঙ্গ করে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"মিথ্যার ব্যাপারে সতর্ক থাক, কেননা এটি অনৈতিকতার সহচর এবং উভয়ই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।"
এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে উল্লেখ করেছেন। মুয়াবিয়া'র বরাত দিয়ে আত-তাবারাণী এটি বর্ণনা করেছেন। আল-হায়সামি ও আল-মুনজিরি এটিকে *হাসান* হিসেবে অভিহিত করেছেন।

- সামুরাহ্ বিন জুনদাব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

প্রায়শঃই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদেরকে (রা.) জিজ্ঞেস করতেন যে, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছ? যাতে করে তিনি তার কাছে সেটার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন, যতটুকু আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ... আমি একটি লোকের কাছে আসলাম যার মুখ, নাসারন্ধ্র, তার চোখ সামনে থেকে পেছন দিকে ছিড়ে ফেলা হচ্ছে এবং সে এমন এক ব্যক্তির প্রতীক যে তার বাড়ি থেকে সকালে বের হয়ে যায় এবং মিথ্যে বলে ও তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে...।" [বুখারী]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"মুনাফেকের লক্ষণ তিনটি: যখন সে কথা বলে মিথ্যে বলে, যখন সে প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা ভঙ্গ করে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তার খিয়ানত করে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- এটি বর্ণিত আছে যে, আয়েশা (রা.) বলেছেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে মিথ্যার চেয়ে ঘৃণিত কোন মন্দ দোষ নেই। যদি তিনি তাঁর হৃদয়ের মধ্যে এধরনের কিছু দেখতে পেতেন তবে তিনি জানতেন যে সেটা হতে তাঁর অনুশোচনা করা প্রয়োজন।"

এটি আহমাদ, আল বাজ্জার ও ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে বর্ণনা করেছেন। আল-হাকিম এটিকে *সহীহ্* হিসেবে ঘোষণা করেছেন ও আজ-জাহাবি এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ্ হাশরের ময়দানে কথা বলবেন না, কিংবা তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদের পবিত্রও করবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। এরা হল: একজন বয়স্ক লোক যে যিনা করে, একজন শাসক যে মিথ্যা বলে এবং একজন দরিদ্র ব্যক্তি যে অহংকারী।" [মুসলিম]

- বাজ বিন হাকিম (রা.) তার বাবার কাছ থেকে এবং তিনি তার দাদা মু'আবিয়া বিন হায়দাহ (রা.)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি রাসূলুল্লাহ্কে (সা.) বলতে শুনেছেন:

"ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য যে লোকদের হাসানোর জন্য হলেও মিথ্যা কথা বলে, ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য।"

এটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এই হাদীসটি *হাসান সহীহ্*। এটি আবু দাউদ, আহমাদ, আদ-দারিমি ও আল-বায়হাকিও বর্ণনা করেছেন।

- হাকিম বিন হিজাম (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যতক্ষণ না তারা পরস্পর থেকে বিদায় নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষ একটি ব্যবসায়িক লেনদেন বাতিল করার অধিকার রাখে। এছাড়া, যদি তারা সত্য বলে এবং একে অপরকে সব কিছু পরিষ্কার করে দেয় [অর্থাৎ, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই সত্য কথা বলে, বিক্রেতা যা বিক্রি করছে তা সম্পর্কে এবং ক্রেতা অর্থ সম্পর্কে] তবে এ লেনদেনে তারা রহমতপুষ্ট হবে। আর যদি তারা কোন কিছু গোপন করে ও মিথ্যা বলে, তবে এ থেকে কোন সুবিধা পেলেও লেনদেনের রহমত থেকে তারা বঞ্চিত হবে। অবৈধ শপথ হয়ত পণ্যের বিক্রিকে বাড়াতে পারে কিন্তু তা উপার্জনকে ধ্বংস করে দেয়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- রিফাআহ্ বিন রাফি বিন মালিক বিন আল-ইজলানি আজ-জারকা আল-আনসারি (রা.) বলেছেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাদের "হে ব্যবসায়ীগণ!' বলে আহ্বান করলেন তখন তারা তাদের মাথা তুললো এবং তাঁর (সা.) দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তিনি (সা.) বললেন, **"তাক্বওয়াবান, ন্যায়পরায়ণ ও সৎ ব্যতিত সকল ব্যবসায়ীগণ ক্বিয়ামত দিবসে অসৎ হিসেবে উত্থিত হবে।"**

এটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এটি *হাসান সহীহ্*। এছাড়াও, এটি ইবনে মাজাহ্ ও ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*'তে বর্ণনা করেছেন। আল-হাকিম এটি *সহীহ্* হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আজ-জাহাবি এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

- আবদুর রহমান বিন শাবাল (রা.) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি:

"ব্যবসায়ীগণ মিথ্যাবাদী/অসৎ", তারা বললেন, **"হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আল্লাহ্ কি ব্যবসাকে হালাল করেননি?" তিনি (সা.) বললেন: "অবশ্যই, কিন্তু তারা কসম কাটে এবং এরপর পাপে নিমজ্জিত হয়, এবং তারা যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে।"**

এটি আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এই হাদীসটি *সহীহ্*। আজ-জাহাবি ও আহমাদ তার সাথে এবিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। আল-হায়সামি তার আল মাজমাতে বলেছেন: এখানে বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত এবং আল-মুনজিরি বলেছেন যে এর ইসনাদ জায়্যিদ।

- আবু জার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ্ হাশরের ময়দানে কথা বলবেন না, কিংবা তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদের দিকে তাকাবেন না, বা তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কথাটি তিনবার বললেন। আবু জার (রা.) মন্তব্য করলেন, "তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা কারা হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: **"যে অহংকারবশতঃ টাখনুর নীচে কাপড় ছেড়ে দেয়, যে অন্যকে সহায়তা করা নিয়ে অহংকার করে এবং যে মিথ্যা শপথ করে কোন পণ্য বিক্রয় করে।"'** [মুসলিম]

- সালমান (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ্ হাশরের ময়দানে কথা বলবেন না: একজন বয়স্ক মানুষ যে যিনা করে, অহঙ্কারী দরিদ্র ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি যে তার নিজের জন্য আল্লাহ্'কে পণ্যে পরিণত করে, অর্থাৎ সে কসম না খেয়ে ক্রয় করে না এবং কসম না খেয়ে বিক্রয় করে না।"

এটি আত–তাবারাণী তার কাবীর-এ উল্লেখ করেছেন। আল-মুনজিরি বলেছেন যে: *সহীহ্*তে এর বর্ণণাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আল-হায়সামি বলেছেন যে এর বর্ণণাকারীগণ *সহীহ্* কিতাবের।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তিন ধরনের লোকের সাথে পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কোন কথা বলবেন না, কিংবা তাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না। এদের একজন হল সে ব্যক্তি যে শপথ নিয়ে একটি পণ্যের এমন দাম চাচ্ছে যা সত্যিকারের মূল্যের চেয়ে বেশী। আরেকজন হল সে ব্যক্তি যে আসরের নামাজের পর একজন মুসলিমের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য মিথ্যা শপথ নেয় এবং তৃতীয়জন হল সেই ব্যক্তি যে অন্যদেরকে উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করে। বিচার দিবসে এরকম ব্যক্তিকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলবেন, "আজকে তোমার উপর থেকে রহমত সেভাবে উঠিয়ে নিলাম যেভাবে তুমি লোকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত পানি সরিয়ে নিতে- যা তোমার হাত সৃষ্টি করেনি।"'

এটি আল-বুখারী ও মুসলিম ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা সহকারে উল্লেখ করেছেন।

- আবু সায়ীদ (রা.) বলেছেন:

"সে দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে বিক্রি করে দিয়েছে।"

ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে এটি উল্লেখ করেছেন।

<u>মিথ্যা দু'টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত:</u>

প্রথমত: দ্বৈত অর্থ (তাওরিয়াহ্) ও মা'আরীদ (শ্রোতাদের মনোযোগ অন্য অর্থের দিকে সরিয়ে নেয়া)-এর ব্যবহার: এটি এমন একটি অভিব্যক্তি যার অবশ্যই একটি অর্থ রয়েছে, কিন্তু এর আকাঙ্খিত অর্থ দৃশ্যমান অর্থের চেয়ে ভিন্নতর কিছু। কোন অভিব্যক্তির জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারে-যার দু'টি অর্থ রয়েছে: একটি সম্ভাব্য এবং অপরটি দূরবর্তী। একজন দূরবর্তী অর্থের কথা ভাবলেও শ্রোতারা সম্ভাব্য বা দৃশ্যমান অর্থ খুজে নেয়, যা তাৎক্ষনিকভাবে একজনের মনে উদয় হয়। আমরা এটি আনাস (রা.) বর্ণিত ও বুখারী উল্লেখিত হাদীস থেকে দেখতে পাই: আবু তালহার একজন পুত্র অসুস্থ হল ও মারা গেল এবং সেসময় আবু তালহা ঘরে ছিলেন না। যখন তার স্ত্রী দেখল যে, ছেলেটি মারা গিয়েছে তখন তাকে ধৌত করল ও কাফন পড়িয়ে ঘরের এক জায়গায় রেখে দিল। আবু তালহা ঘরে আসার পর জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেটি কেমন আছে?" প্রত্যুত্তরে তিনি (স্ত্রী)

বললেন, "বাচ্চা নীরব এবং আশা করি সে শান্তিতে আছে।" আবু তালহা মনে করল, তার স্ত্রী ঠিক বলেছে। অথবা, ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে উল্লেখ করেছেন: ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, "যখন সূরা আল লাহাব নাজিল হল, তখন তার (লাহাব) স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে দেখা করতে আসল এবং তখন আবু বকর (রা.) পাশে বসে ছিলেন। আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) বললেন: যেহেতু সে আমাদের কাছে আসছে সেহেতু আপনি সরে যান কিংবা দূরে চলে যান, অন্যথায় সে (লাহাবের স্ত্রী) আপনার ক্ষতি করতে পারে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, **"তার ও আমার মধ্যে একটি পর্দা থাকবে।"** বিধায়, লাহাবের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখতে পায়নি। সে (লাহাবের স্ত্রী) আবু বকরকে বলল, "তোমার সাথী আমার বিরুদ্ধে কবিতা বলে বেড়াচ্ছে।" আবু বকর (রা.) বললেন: "আল্লাহ্'র কসম, তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন না।" তখন সে বলল: "আমি কি তোমাকে বিশ্বাস করি?" অতঃপর সে (লাহাবের স্ত্রী) চলে গেল। আবু বকর বললেন, "সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি?) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: **"একজন ফেরেশতা তার এবং আমার মাঝে পর্দা দিয়ে রেখেছিল।"**

আহমাদ, আত-তিরমিযী আশ-শামায়েল-এ এবং আল-বাগাওয়ী শরহে আস-সুন্নাহ্-তে আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আমরা এরকম আরও দেখতে পাই। আল-ইসাবাহ্'তে ইবনে হাজার এটিকে *সহীহ্* হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আনাস (রা.) বলেন: মরুভূমির এক লোকের নাম ছিল জাহির। সে মরুভূমি থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য উপহার নিয়ে আসত এবং বিনিময়ে চলে যাওয়ার সময় তিনি (সা.) তার (জহির) প্রয়োজন অনুসারে তাকে দ্রব্যাদি দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন:

"জহির আমাদের মরুভূমির মানুষ, আমরা তার জন্য শহরবাসী মানুষ।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে অনেক ভালবাসতেন এবং জহির ছিল কুৎসিত দর্শন একজন মানুষ। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার কাছে আসলেন যখন সে কিছু বিক্রয় করছিল। তিনি (সা.) তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। ফলে জহির তাঁকে (সা.) দেখতে পেলেন না। সেকারণে জহির বলল: "এটি কে! আমাকে যেতে দাও।" অতঃপর সে ঘুরে দাড়াল ও রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) চিনতে সক্ষম হল এবং সে মিলিত হওয়ার জন্য কাছে আসতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলা শুরু করলেন: **"এ দাসটিকে কে ক্রয় করবে?"** জহির বলল: "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আমি বিক্রয়ের জন্য অনুপযুক্ত।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: **"কিন্তু আল্লাহ্'র কাছে তুমি বিক্রয়ের জন্য অনুপযুক্ত নও।"** অথবা, তিনি বললেন: **"আল্লাহ্'র কাছে তুমি অনেক দামি"**।

দ্বিতীয়তঃ যে মিথ্যা অনুমোদিত: যুদ্ধে মিথ্যা অনুমোদিত, স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা অনুমোদিত এবং এ ব্যাপারে দলিল পাওয়া যায় মুসলিম উল্লেখিত ও উকবাহ বিন আবু মু'আইত (রা.)-এর কন্যা উম্মে কালসুম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে। তিনি বলেছেন: "আমি তাকে কখনওই তিনটি বাদে অন্য কোন বিষয়ে লোকেরা যা বলে তাতে ছাড় দিতে দেখিনি: যুদ্ধক্ষেত্রে, লোকদের মধ্যে সমঝোতা আনা এবং স্বামী স্ত্রীর সাথে কথা বলা ও স্ত্রী স্বামীর সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে।"

এছাড়াও, জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যুদ্ধ হল চাতূর্যতা।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আসমা বিনতে ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন: তিনি শুনছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে বলছেন:

"হে লোকেরা, কী তোমাদের একের পর এক মিথ্যা বলতে বাধ্য করে যেভাবে একটি মথ অপর মথকে আগুনে পড়ার ক্ষেত্রে অনুসরণ করে। প্রতিটি মিথ্যা আদম সন্তানের বিপরীতে লেখা হবে যদি না কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মিথ্যা বলে, যুদ্ধে চাতূর্যতার অংশ হিসেবে মিথ্যা বলে, অথবা দু'জন মুসলিমের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য মিথ্যা বলে।" ইবনে হাজার তার আল-ফাত আল-বারি'তে উল্লেখ করেছেন: "আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, পরস্পরের প্রতি কোন দায়িত্বে অবহেলা এবং একজনের মালিকানাধীন কিছু অন্যজন নিয়ে নেয়ার বেলায় স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমোদনের বিষয়টি প্রযোজ্য

নয়।" ইমাম আন-নাওয়াবী শারহে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন যে: "স্ত্রীর সাথে স্বামীর মিথ্যা বলা বা স্বামীর সাথে স্ত্রীর মিথ্যা বলার অনুমোদন বলতে ভালবাসা প্রদর্শন, বাধ্যতামূলক নয় এমন প্রতিশ্রুতি রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বুঝায়। কিন্তু তা যদি দু'জনকে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন ও অধিকার প্রদান থেকে বিরত রাখে তবে মুসলিমদের ইজমা অনুসারে এটি হারাম।" উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামী যদি বলে, "আমি বাজারে কোন খাবার পাচ্ছি না।" অথবা, স্ত্রী যদি স্বামীর বিছানায় আহ্বানের ক্ষেত্রে বলে, "আমার মাসিক চলছে।" অধিকারের ক্ষেত্রে উদাহরণ হল, যদি স্বামী স্ত্রীর অর্থ নিয়ে যায় ও পরে তা অস্বীকার করে, অথবা স্ত্রী যদি তার ও সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত অর্থ স্বামী থেকে নেয় ও পরবর্তীতে তা অস্বীকার করে যে সে তা নেয়নি।

খ. <u>প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা</u>

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি: যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন সে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ভঙ্গ করে, যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে তার খিয়ানত করে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

এখানে মুনাফেকী হল এক ধরনের কাজ, প্রত্যাখ্যাত বিষয় নয়, অর্থাৎ মুনাফেকী আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত নয় এবং একারণে এটি হারাম কিন্তু কুফর নয়। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুনাফেকী কুফরী, আল্লাহ্ আমাদেরকে এটি থেকে রক্ষা করুন।

গ. <u>অভিশাপ দেয়া ও মন্দ কথা বলা:</u>

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হে আয়েশা! শান্ত হও, দয়ার ক্ষেত্রে যত্নবান হও এবং কঠোরতা ও মন্দ কথা বলার বিষয়ে সচেতন হও।" [বুখারী]

মুসলিমের বর্ণণায় এসেছে যে, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন:

"হে আয়েশা! নিজেকে সংযত কর, কেননা অবশ্যই আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অশ্লীলতা ও কদর্যতাকে অপছন্দ করেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্'র কাছে সবচেয়ে মন্দ লোক হল তারা, যাদের অশ্লীল ও মন্দ ভাষা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য লোকেরা তাদের এড়িয়ে চলে বা দূরে সরে থাকে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- ইয়াদ বিন হিমার আল-জাসি'ঈ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদা তাঁর খুতবায় বলেন:

"দোযখের অধিবাসীগণ পাঁচ ধরনের:.....এবং যেসব লোকের মানুষকে গালাগালি করার [শানজির] এবং অশ্লীল ও নোংরা ভাষা ব্যবহার করার অভ্যাস রয়েছে।" [মুসলিম]

শানজির বলতে এমন লোককে বুঝায় যার মন্দ নৈতিক চরিত্র রয়েছে।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"অবশ্যই আল্লাহ্ অশ্লীল ও কটুবাক্য উচ্চারণকারীকে অপছন্দ করেন।"

বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারীদের সনদ সহকারে আহ্মাদ এটি বর্ণনা করেছেন। এটি আত-তিরমিযী'ও বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে হাদীসটি *হাসান সহীহ্*। এছাড়াও, আল-হাকিম এবং ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে এটি উল্লেখ করেছেন।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"লজ্জা ঈমানের অঙ্গ এবং এটি জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর অশ্লীলতা বিমুখতার দিকে নিয়ে যায় এবং বিমুখতা একজনকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।"

- ইবনে মাস্উদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"সেই ব্যক্তি বিশ্বাসী নয় যে কাউকে খাট করে বা অভিশাপ দেয়, এবং একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি কথা বলার সময় অশ্লীল কিংবা মন্দ শব্দ ব্যবহার করে না।"

এটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এই হাদীসটি হাসান।

ঘ. বাজে গল্প করা

- আল মুগীরাহ বিন শু'বা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে: আমি রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) বলতে শুনেছি:

"তোমরা যা কর এর মধ্য থেকে তিনটি জিনিস আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন: বাজে গল্প করা, সম্পদের অপচয় করা এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন করা।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হাশরের ময়দানে তোমাদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় ও নিকটবর্তী হবে যে ব্যবহারের দিক থেকে উত্তম। আর সেদিন তোমাদের মধ্য হতে যারা বাচাল, অহঙ্কারী ও আল মুতাফাইহিকুন তারা আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও দূরবর্তী থাকবে।" সাহাবীগণ তাঁকে (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আমরাতো আত্মম্ভরী এবং বাচাল লোকদের সম্বন্ধে জানি, কিন্তু মুতাফাইহিকুন কারা?' তিনি (সা.) বলেন: **"এরা হল দাম্ভিক লোক।"**

হাদীসটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এটি হাসান।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) বলতে শুনেছেন:

"সত্যই আল্লাহ্'র বান্দা না বুঝে (ভাল বা মন্দ) একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারে এবং একারণে সে এমন জাহান্নামে পতিত হবে যার বিস্তৃতি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

ঙ. কোন একজন মুসলিমকে কিংবা মুসলিমদেরকে ঘৃণা করা:

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন:

"নিজের সাথী মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করা একজন মুসলিমের জন্য গুনাহ্ হিসেবে যথেষ্ট।" [মুসলিম]

চ. বিদ্রুপ করা বা একজন মুসলিমকে নিয়ে উপহাস করা

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গুনাহ্। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।" [সূরা আল হুজুরাত: ১১]

- আল হাসান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"অবশ্যই যারা লোকদের নিয়ে উপহাস করে তাদের জন্য জান্নাতের একটি দরজা উন্মুক্ত করা হবে। তাদেরকে বলা হবে: এস [এবং প্রবেশ কর]। সে ব্যক্তি তার সব রাগ ও হতাশা নিয়ে এগিয়ে আসবে-কিন্তু যখন সে কাছাকাছি আসবে তখন তার মুখের উপর দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর জান্নাতের আরেকটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং সেখান থেকেও বলা হবে: এস [এবং প্রবেশ কর]। সুতরাং তখনও সে ব্যক্তি সব রাগ ও হতাশা নিয়ে এগিয়ে আসবে। কিন্তু যখন সে নিকটবর্তী হবে তখন মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটতে থাকবে যতক্ষণ না এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে, তাকে বলা হবে: এস ও প্রবেশ কর এবং হতাশা থেকে সে আর জান্নাতে প্রবেশ করতে এগিয়ে আসবে না।"

আল-বায়হাকী তার শু'আব-এ হাসান ও মুরসাল ইসনাদসহ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ছ. মুসলিমদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া:

- ওয়াসিলাহ্ বিন আল-আস্কা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তোমার ভাইয়ের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, অন্যথায় আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াশীল হবেন ও তোমাকে পরীক্ষা করবেন।"

এটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে হাদীসটি হাসান।

জ. বিশ্বাসঘাতকতা

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যদি চারটি বৈশিষ্ট্য কোন ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তবে সে সত্যিকারের মুনাফিক হবে। এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে কোন একটি থাকলে তার মধ্যে মুনাফেকির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করছে.....এবং যখন সে কোন শপথ করে তখন সে তা ভঙ্গ করে...।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর এবং আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হাশরের ময়দানে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির জন্য একটি করে পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং ঘোষণা [জনসমক্ষে] করা হবে যে, "অমুক অমুক বিষয়ে বিশ্বাসঘাতক...।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু সাইদ আল-খুদরি (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হাশরের ময়দানে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির পশ্চাতদেশে একটি পতাকা বাধা থাকবে, এটি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার মাত্রা অনুসারে উত্তোলিত হবে। অধিকন্তু, জনগণের আমীরের বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বড় কোন বিশ্বাসঘাতকতা নেই।" [মুসলিম]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"হাশরের ময়দানে আমি তিন ধরনের লোকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করব; এদের মধ্যে একজন হল সে ব্যক্তি যে আমার নামে শপথ গ্রহণ করে ও পরে তা ভঙ্গ করে...।" [বুখারী]

ইয়াযিদ বিন শুরাইক বর্ণনা করেছেন যে: আমি আলীকে (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে দেখেছি এবং তাঁকে (রা.) বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহ্'র কসম, আমাদের কাছে তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কিতাব ব্যতিত আর কোন কিতাব নেই যা আমরা অধ্যয়ন করে থাকি এবং কিতাবের পৃষ্ঠায় যা আছে ও যা তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন তা

আমরা পাঠ করি। এর মধ্যে উটের দাঁত এবং জিরাহাত-এর [পশুর শরীরের অঙ্গ] কিছু অংশ ছিল। এতে নিম্নোক্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

"মুসলিমদের রক্ষা বা জিম্মার দায়িত্ব একজনের, যারা নিকটবর্তী তারা এটি প্রদান করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলিমদের সুরক্ষা দেয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে সে আল্লাহ্, ফেরেশতা ও গোটা মানবজাতির অভিশাপের যোগ্য হয়েছে। রোজ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কাছ থেকে *আদালান কিংবা সারফান* কোন কিছুই গ্রহণ করবেন না [এটার সমকক্ষ কিংবা এটার বর্জন]। [মুসলিম]

- বুরাইদাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হত্যা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা ব্যতিরেকে কোন লোকই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে না... ।"

এটি আল-হাকিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে এটি *সহীহ্* এবং আজ-জাহাবি এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

- আমর বিন আল-হামক (রা.) বর্ণনা করেছেন: আমি শুনতে পেয়েছি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"কোন ব্যক্তির জীবন অপর একজন ব্যক্তির জিম্মাদারীতে থাকাকালীন অবস্থায় জিম্মাদার যদি তাকে হত্যা করে তবে হত্যাকারীর দায়দায়িত্ব আমার নয়, এমনকি যাকে হত্যা করা হয়েছে সে যদি একজন অবিশ্বাসীও হয়।"

এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে বর্ণনা করেছেন।

- আবু বকর (রা.) বর্ণণা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় কেউ যদি অন্যায়ভাবে একজনকে হত্যা করে তাহলে সে জান্নাতের কোন সুগন্ধও পাবে না, যদিওবা জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশ বছর ভ্রমনের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।"

অন্য এক বর্ণণায় এসেছে যে:

"চুক্তি থাকা অবস্থায় কেউ যদি অন্যায়ভাবে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, যদিওবা জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশ বছরের সমপরিমাণ হাঁটার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।"

এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে উল্লেখ করেছেন।

ঝ. <u>কাউকে দেয়া উপহার কিংবা কারও জন্য করা উপকারের কথা মনে করিয়ে দেয়া:</u>

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না'। [সূরা আল বাক্বারাহ: ২৬৪]

- আবু জার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ্ হাশরের ময়দানে কথা বলবেন না, কিংবা তাদের দিকে তাকাবেন না বা তাদের পবিত্রও করবেন না, এবং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কথাটি তিনবার বললেন। আবু জার (রা.) মন্তব্য করেছিলেন: "তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), তারা কারা?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: **"যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনুর নীচে কাপড় পড়ে, যে ব্যক্তি অন্যকে সাহায্য করা নিয়ে অহংকার করে, এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোন পণ্য বিক্রয় করে।"** [মুসলিম]

ঞ. হিংসা:

হিংসা মানে এরূপ আশা করা যে - অন্য একজন ব্যক্তি যে রহমতপ্রাপ্ত হয়েছে তা যেন নষ্ট হয়ে যায়। একজনের যা আছে তা নিজের থাকার আশা করাকে বলা হয় গিবতাহ্ এবং এটা অনুমোদিত।

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নাকি যা কিছু আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য তারা মানুষকে [মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে] হিংসা করে।" [সূরা নিসা: ৫৪]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

" এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।" [সূরা ফালাক্ব: ৫]

- আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"...একজন অপরজনকে হিংসা করো না...।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"একজন ঈমানদারের হৃদয়ে আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদ করার সময় উত্থিত ধুলা এবং দোযখের ধোঁয়া একসাথে মিশবে না, এবং ঈমানদারের হৃদয়ে ঈমান ও হিংসা একসাথে থাকবে না।"

আহমাদ, আল-বায়হাকি, আন-নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে এটি বর্ণনা করেছেন।

- জামরাহ্ বিন সা'লাবাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পরকে হিংসা করা থেকে বিরত থাকবে।"

এটি আত-তাবারাণী একটি ইসনাদ সহকারে বর্ণনা করেছেন এবং আল-মুনজিরি ও আল-হায়সামি বলেছেন যে এর বর্ণণাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

- আয জুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"পূর্বের জাতিসমূহের দোষ তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, অর্থাৎ হিংসা এবং ঘৃণা। এ দোষগুলো মুন্ডনকারী; আমি বলি না এগুলো চুল মুন্ডন করে, কিন্তু এগুলো দ্বীনকে মুন্ডন করে।"

আল-বায়হাকী শু'আব আল-ঈমাত-এ এবং আল-বাজ্জার এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল-হায়সামি এবং আল-মুনজিরি বলেছেন যে এর ইসনাদ জায়্যিদ।

- আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হল: কোন লোকেরা সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন; প্রত্যেক মাখ্মাম্ আল-কালব এবং সত্য কথা উচ্চারণকারী। তারা বললেন: আমরা সত্য কথা উচ্চারণকারী সম্বন্ধে জানি, কিন্তু মাখ্মাম্ আল-কালব কি জিনিস? তিনি (সা.) বললেন: এমন প্রত্যেকটি আল্লাহ্ ভীরু ও পবিত্র হৃদয় যা কোন পাপ, অন্যায়, ঘৃণা অথবা হিংসাকে আশ্রয় দেয় না।"

ইবনে মাজাহ্ এটি বর্ণনা করেছেন। আল-হায়সামি এবং আল-মুনজিরি বলেছেন যে এর ইসনাদ *সহীহ্*।

ট. প্রতারণা

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- মা'কিল বিন ইয়াসির (রা.) বর্ণনা করেছেন: আমি শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্ যদি কোন বান্দাকে লোকদের দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তখন সে ব্যক্তি তাদের সাথে প্রতারণা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

ঠ. <u>প্রবঞ্চনা</u>

- আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, প্রতারণা ও প্রচঞ্চনা জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যায়।"

এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে উল্লেখ করেছেন।

- ইয়াদ বিন হিমার আল-মাজাশিঈ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার খুতবাহ্'তে বলেন:

"...দোযখের অধিবাসীরা পাঁচ ধরনের: এবং এদের একজন সে ব্যক্তি যে তোমার পরিবার ও সম্পদের বিষয়ে সকাল বিকাল তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।" [মুসলিম]

- ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বলা হল যে, সে বিক্রয়ের সময় প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তুমি যার সাথে লেনদেন কর তাকে বল যে, এখানে কোন প্রতারণা নেই।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতারণাকে [আন-নাজাশ] নিষিদ্ধ করেছেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আন-নাওয়াবী বলেছেন: এর অর্থ হল, সে মনের আকাঙ্খার কারণে পণ্যের দাম বাড়ায়নি, বরং অন্যকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে দাম বাড়িয়েছে। ইবনে কুতাইবা বলেছেন: নাজাশ [প্রতারণা] আসে খাতাল [প্রবঞ্চণা] থেকে, যার অর্থ হল ছলচাতুরী।

ড. <u>আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্য রাগ করা</u>

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে,

একটি লোক রাসূলুল্লাহ্কে (সা.) বলল যে, আমাকে সদুপদেশ দিন। তিনি (সা.) বললেন: রাগান্বিত হয়ো না। লোকটি কথাটি তিনবার পুণরাবৃত্তি করল এবং তিনবারই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: রাগান্বিত হয়ো না। [বুখারী]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"সে ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে কুস্তিতে কাউকে পরাজিত করতে পারে, বরং সে ব্যক্তি শক্তিশালী যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু সাইদ আল-খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে: একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সাথে সালাতুল আসর আদায় করলেন এবং তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং আমরা তাঁর (সা.) সেদিনের বক্তব্য থেকে নীচের বাক্যসমূহ মনে রেখেছি:

"আদম সন্তানকে বিভিন্ন প্রকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ কেউ ধীরে ধীরে রাগে, কিন্তু দ্রুত তা পড়ে যায়। কিছু খুব দ্রুত রাগে ও খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়, সুতরাং এদের একজনকে অপরজনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু খুব দ্রুত রেগে যায় এবং ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়; কিন্তু এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল সে ব্যক্তি যে ধীরে ধীরে রাগে ও দ্রুত ঠান্ডা হয় এবং সবচেয়ে মন্দ হল সে ব্যক্তি যে দ্রুত রাগে ও ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়।" তিনি আরও বললেন, "রাগের ব্যাপারে সাবধান হও, কেননা আদম সন্তানের হৃদয়ে এটি জ্বলন্ত কয়লার মত। তোমরা কী আদম সন্তানের চোখের রক্তবর্ণ ও ঘাড়ের ধমনী ফুলে উঠা লক্ষ্য কর না? সুতরাং যখন কেউ এ ধরনের কিছু লক্ষ্য করে তখন তার শুয়ে পড়া উচিত ও ভূমি বিদীর্ণ করে তাতে ঢুকে পড়া উচিত।"

এটি আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এই হাদীসটি *হাসান সহীহ্*।

- ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্'র কাছে রাগকে হজম করে ফেলার চেয়ে বড় আর কোন শক্তির পরীক্ষা নেই, যা বান্দা আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য দমন করে থাকে।" [ইবনে মাজাহ্]

আল-হায়সামি বলেছেন যে, এর ইসনাদ *সহীহ্* এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আল-মুনজিরি বলেছেন: "*সহীহ্* কাজের ভিত্তিতে এর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য।"

- ইবনে আব্বাস (রা.) আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বক্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন:

"ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত কর।" [সূরা ফুসিলাত: ৩১]

তিনি বলেছেন: "এর অর্থ হল যখন রাগ হয় তখন ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত এবং কষ্ট পেলে ক্ষমা করে দেয়া উচিত। যদি তারা এটা করে তবে আল্লাহ্ তাদের সুরক্ষা দিবেন এবং তাদের শত্রুরা আত্মসমর্পণ করবে।" বুখারী মু'আল্লাক ইসনাদ সহকারে এটি বর্ণনা করেছেন।

ঢ. <u>মুসলিমদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা:</u>

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"মুমিনগণ, তোমরা বিভিন্ন ধরণের অনুমান করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক অনুমান গুনাহ্।" [সূরা হুজুরাত: ১২]

ইবনে আব্বাস এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন: "আল্লাহ্ একজন মু'মিনকে অপর মু'মিন সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন।"

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"সন্দেহ সম্পর্কে সচেতন হও, কেননা কথার মধ্যে সবচেয়ে অসত্য হল সন্দেহমূলক কথা।"

আপাতদৃষ্টিতে ভাল ও ন্যায়পরায়ণ মু'মিন সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা অনুমোদিত নয়। বরং তার সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করাকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তবে বাহ্যত যেসব ব্যক্তির আচরণ সন্দেহপূর্ণ তাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা অনুমোদিত। কেননা এ ব্যাপারে আল-বুখারী কর্তৃক উল্লেখিত ও আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আমি বিশ্বাস করি না অমুক এবং অমুক ব্যক্তি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে।"

এবং অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে:

"আমি বিশ্বাস করি না অমুক অমুক ব্যক্তি আমরা যে দ্বীন অনুসরণ করি সেটা সম্পর্কে কিছু জানে।"

আল-বুখারী বলেছেন যে আল-লাইস বিন সা'দ বলেন: এই দুইজন মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ণ. <u>দু-মুখো হওয়াঃ</u>

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"সবচেয়ে মন্দ লোকদের একজন হল দু-মুখো ব্যক্তি, যে এই লোকদের প্রতি একটি চেহারা প্রদর্শন করে এবং ঐ লোকদের প্রতি আরেকটি চেহারা প্রদর্শন করে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- মুহাম্মদ বিন জায়েদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, কিছু লোক তার দাদা আবদুল্লাহ্ বিন ওমরকে (রা.) বলেছেনঃ

"যেখানে আমাদের শাসক উপস্থিত ছিল সেখানে আমরা প্রবেশ করলাম এবং সেখান থেকে বের হয়ে আমরা যা বলেছিলাম তা তাদের সামনে বলা কথা হতে ভিন্ন ছিল। তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় আমরা এ বিষয়টিকে মুনাফেকী হিসেবে বিবেচনা করতাম।" [বুখারী]

- আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"এ দুনিয়াতে যে ব্যক্তির দুটি চেহারা রয়েছে, হাশরের ময়দানে তার আগুনের তৈরি দু'টি জিহ্বা থাকবে।"

এটি আবু দাউদ বর্ণিত করেছেন এবং ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে উল্লেখ করেছেন।

ত. <u>অবিচার</u>

- ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"বিচার দিবসে অবিচার অন্ধকার হবে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু মুসা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড় দেন যতক্ষণ না তিনি তাদের পাকড়াও করেন এবং তখন আর তাদের কোন সুযোগ দেয়া হয় না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি], অতঃপর তেলাওয়াত করলেনঃ **"আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর।"** [সূরা হুদঃ ১০২]

- ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আজকে (রা.) ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন ও বললেনঃ

"মজলুমের দু'আকে ভয় করো, কেননা এ দু'আ ও আল্লাহ্'র মাঝে কোন পর্দা থাকে না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু জার (রা.) বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর প্রভূ আল্লাহ্ ওয়া জাল্লা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ

"হে আমার বান্দা! আমি অবিচার করাকে আমার নিজের উপর নিষিদ্ধ করেছি এবং তোমাদের জন্যেও এটিকে নিষিদ্ধ করেছি, সুতরাং তোমরা একে অপরের প্রতি অবিচার করো না।" [মুসলিম]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"অসম্মানিত করে বা অন্য কোনভাবে কেউ যদি তার ভাইয়ের ক্ষতি করে তবে দিনার বা দিরহামশূন্য হওয়ার আগেই যাতে সে ক্ষমা চেয়ে নেয়। অন্যথায় যদি তার আমলনামায় কোন পূণ্য লেখা থাকে তবে সে ক্ষতির সমপরিমাণ পূণ্য নিয়ে নেয়া হবে, আর যদি তার কোন ভাল কাজ না থাকে তবে অন্য কারও মন্দ কাজ তার আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে।" [বুখারী]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাইঃ সে তার প্রতি জুলুম করে না কিংবা বিপদে ফেলে না, সে তার সাথে মিথ্যে বলে না অথবা অবজ্ঞা করে না। তিনি তার বুকের দিকে দু'বার নির্দেশ করে বললেন, আল্লাহভীরুতা এখানে থাকে। একজন মানুষের

পক্ষে মন্দ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে অবজ্ঞা করে। একজন মুসলিমের সবকিছুই অপর মুসলিমের জন্য অলঙ্ঘনীয়ঃ তার রক্ত, সম্মান ও সম্পত্তি।" [মুসলিম]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"তিন ব্যক্তির দু'আ কখনই প্রত্যাখ্যাত হয় নাঃ একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোজাদার ব্যক্তি যতক্ষন না সে রোযা ভঙ্গ করে এবং মজলুম ব্যক্তি। আল্লাহ্ তখন এসব দু'আকে মেঘের উপর উঠিয়ে নেন ও জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেন। আল্লাহ্ বলেনঃ আমার ইজ্জতের কসম, দেরীতে হলেও আমি তোমাদের সাহায্য করব।"

এটি আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী এটিকে *হাসান* হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হিব্বান তাদের *সহীহ্*তে এটি উল্লেখ করেছেন।

- উকবাহ্ বিন আমির আল-জুহানী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"তিন ব্যক্তির দু'আ'র জবাব দেয়া হয়ঃ পিতা, মুসাফির ও মজলুম।"

এটি আত-তাবারাণী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আল-মুনজিরি বলেছেন যে হাদীসটি *সহীহ্*। আল-হায়সামি বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ বিন ইয়াজিদ আল-আরজাক ব্যতিত সকল বর্ণণাকারীগণ *সহীহ্* আমলদার, এবং আবদুল্লাহ্ বিশ্বাসভাজন।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"মজলুম ব্যক্তি যদি একজন সীমালঙ্ঘনকারীও হয় তবে তার দু'আ'র জবাব দেয়া হয়, কেননা তার বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করা হয়েছে।" [আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত]

আল-মুনজিরি ও আল-হায়সামি বলেছেন যে, এর ইসনাদ হচ্ছে হাসান।

<u>থ. কাজের সাথে সাংঘর্ষিক বক্তব্য</u>

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?" [সূরা বাক্বারাঃ ৪৪]

বনী ইসরাইলের লোকদের উদ্দেশ্যে এ আয়াতটি নাজিল হয়েছিল। এটি আমাদের পূর্বের শারী'আহ্ থেকে নেয়া হয়েছে, যদিওবা আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ্ তাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করেছেন "আফালা তা'ক্বিলুন' বলে। এর অর্থ হল যে তারা যা করে এ ব্যাপারে চিন্তা করে না। সেকারণে এ বক্তব্য আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেনঃ

" মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্'র কাছে খুবই অসন্তোষজনক।" [সূরা আস সাফঃ ২-৩]

- উসামা বিন জায়েদ (রা.) বর্ণনা করেছেনঃ আমি শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ

"হাশরের ময়দানে একজন ব্যক্তিকে টেনে আনা হবে ও দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং একারণে তার নাড়িভূড়ি বের হয়ে আসবে। যেরকমভাবে একটি গাধা ঘানিতে ঘুরতে থাকে সেভাবে সে তার নাড়িভূড়ি ধরে রেখে ঘুরতে থাকবে। দোযখে তার সাথীরা তাকে জিজ্ঞেস করবে, এই শোন? বিষয়টা কি! তুমি কি লোকদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে না? সে বলবেঃ হ্যাঁ করতাম। আমি অন্যদের ভাল কাজের নির্দেশ দিতাম, কিন্তু নিজে সেটা করতাম না; এবং অন্যদের মন্দ কাজে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে সেটা করতাম। [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী জুনদাব বিন আবদুল্লাহ্ আল-আজাদী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"লোকদের হক্ব শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে সেগুলো ভুলে যায়, এ ধরণের ব্যক্তির উদাহরণ হল এমন এক বাতি যা নিজে পুড়ে গিয়ে অন্যদের আলো দেয়।" [আত-তাবারাণী]

আল-মুনজিরি বলেছেন যে এর ইসনাদ হাসান, আল-হায়সামি বলেছেন যে এর বর্ণণাকারীগণ বিশ্বাসযোগ্য।

<u>দ. অন্যদের কাছে জাহিরের জন্য নিজেকে পরিশুদ্ধ করা</u>

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"অতএব তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না। তিনিই ভাল জানেন মুত্তাকী কে?।" [সূরা আন-নাজম: ৩২]

- মুহম্মদ বিন আমর বিন আতা বলেছেন: আমি আমার মেয়ের নাম রাখলাম বাররাহ্। জায়নাব বিনতে আবু সালামাহ এবং সে আমাকে বলল:

আমাকেও বাররাহ বলে ডাকা হত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন: নিজেকে ধার্মিক হিসেবে দাবি করো না [বাররাহ্ শব্দের অর্থ ধার্মিক]। **একমাত্র স্রষ্টাই জানেন তোমাদের মধ্যে কে ধার্মিক। সাহাবীগণ বলল, তাহলে আমরা তার কি নাম রাখব? তিনি বললেন: তার নাম রাখ জায়নাব।** [মুসলিম]

শারী'আহ্সম্মত কোন কারণ ব্যতিরেকে যদি পরিশুদ্ধি অর্জন করা হয় তবে তা নিন্দনীয়। কেউ যদি নিজের কাজে নিজেই পরিতুষ্ট হয় তবে অহংকারের জন্ম হয়। যখন শারী'য়াহ্'র গ্রহণযোগ্যতা থাকে তখন তা অনুমোদিত।

- নবী হওয়ার কারণে তাঁর নবুয়্যতের বিষয়টি আলোচনা করার ব্যাপারে তিনি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছেন, কারণ এই দুনিয়াতে ও মৃত্যুর পরে নবুয়্যতের পদবীর জন্য এটা প্রয়োজন। আমরা এটি আল-বুখারী কর্তৃক উল্লেখিত ও আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে জানতে পারি:

তিনজন সাহাবীর একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিবিদের কাছে তাঁর (সা.) গোপন ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাঁর (সা.) গোপন ইবাদত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তারা নিজেদের অনেক ক্ষুদ্র মনে করলো এবং বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর থেকে কতটা পিছিয়ে আছি। কেননা, আল্লাহ্ তাঁর (সা.) পূর্বের ও পরের সব গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। সেকারণে তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, "আমি রোজা রাখব ও কখনও খাব না।" আরেকজন বলল, "আমি কেবল নামাজ পড়ব এবং ঘুমাব না।" এবং অন্য একজন বলল, "আমি কখনওই নারীদের বিয়ে করব না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আসলেন এবং বললেন, **তোমরা কি তারা যারা এই এই বিষয় সম্পর্কে বলেছ? আল্লাহ্'র কসম, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্'কে বেশী ভয় করি; কিন্তু নামায পড়ি, আবার ঘুমাই। আমি রোযা রাখি ও তা ভঙ্গ করি এবং মেয়েদের বিয়ে করেছি। যে আমার সুন্নাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।"**

এছাড়া নিম্নলিখিত শব্দ সহকারে আবু হুরাইরাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে:

"আমি বিচার দিবসে মানবজাতির নেতা।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

এছাড়াও, মুসলিমের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়:

"আমি বিচার দিবসে মানুষের নেতা, আমি বিচার দিবসে মানুষের নেতা।"

এবং আত-তিরমিযী কর্তৃক উল্লেখিত ও আবু সা'ইদ কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটি *হাসান সহীহ্*, হাদিসটিতে বলা হয়েছে:

"আমি আদম সন্তানদের নেতা এবং আমি এ কথা অহঙ্কারবশতঃ বলছি না। বিচার দিবসে আমি প্রশংসার পতাকা ধরে রাখব এবং এ কথা আমি অহঙ্কারবশতঃ বলছি না। আদম [আ.] সহ অন্য সকল নবীগণ বিচার দিবসে আমার পতাকার অধীনে থাকবে এবং আমি এটা অহংকারবশতঃ বলছি না। হাশরের ময়দানে যখন পৃথিবী বিদীর্ণ থাকবে তখন আমি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে হাজির হব এবং আমি এ কথা অহঙ্কারবশতঃ বলছি না।"

মুসলিম কর্তৃক উল্লেখিত ও আবু হুরাইরাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"বিচার দিবসে আমি আদম সন্তানদের নেতা হব, সর্বপ্রথম আমাকে কবর থেকে তোলা হবে, সর্বপ্রথম আমার বিচার নিষ্পত্তি করা হবে এবং সর্বপ্রথম আমাকেই মধ্যস্থতা করার সুযোগ দেয়া হবে।"

উয়াসিলা বিন আল আকসা'র বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [উয়াসিলা বিন আল আকসা] রাসূলুল্লাহ্কে (সা.) বলতে শুনেছেন:

"অবশ্যই আল্লাহ্ ইসমাইলের বংশধরদের মধ্য থেকে কিনানাহ্'র শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং কিনানাহ্'র মধ্য থেকে তিনি কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কুরাইশদের মধ্য থেকে বনু হাশিমের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং বনু হাশিম গোত্রের মধ্যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"

- একজন আলেম থেকে জানা যায় যে, তিনি লোকদের তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। কেননা তিনি মনে করেন যে,

লোকেদের প্রয়োজনেই তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন, অহঙ্কার বা অন্যদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য নয়। এটি অনেকটা ইবনে মাস্উদ বর্ণিত হাদীসের মত যেখানে তিনি বলেছেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীগণ মনে করেন যে, আল্লাহ্'র কিতাবের বিষয়ে আমি তাদের চেয়ে বেশী জানি। এমন কেউ কি আছেন যিনি আমার চেয়ে বেশী জানেন তাহলে তা শিখার জন্য আমি তার সাথে ভ্রমণ করতে চাই।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আল-বুখারী "আল্লাহ্'র কিতাব' শব্দগুলোর পর "এবং আমি তাদের চেয়ে উত্তম নই" শব্দগুলো যোগ করেছেন। আন-নাওয়াবী তার শরহে মুসলিমে [সহিহ্ মুসলিমে] উল্লেখ করেছেন যে, সাহাবাগণ ইবনে মাস্উদ-এর বক্তব্যের বিরোধিতা করেননি। আবত আত-তাফিল, আমির বিন ওয়াসিলাহ্ কর্তৃক বর্নিত হাদীসেও এরকম দেখা যায় যেখানে তিনি বলেছেন যে, আমি শুনেছি আলী (রা.) দাঁড়িয়ে বল্লেন:

"আমি চলে যাওয়ার আগেই আমাকে প্রশ্ন করুন এবং চলে গেলে প্রশ্ন করার জন্য আমার মত কাউকে আর পাবেন না। ইবনে আল কাওয়া' দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: কারা আল্লাহ্'র রহমতকে কুফরে পরিবর্তিত করতে চায় এবং তাদের লোকদের ক্ষতির মধ্যে পতিত করতে চায়? আলী (রা.) বললেন, এরা হল কুরাইশদের মধ্য হতে মুনাফিক ব্যক্তিবর্গ। তিনি আবার বললেন: কারা সে লোক যাদের কাজ এ দুনিয়াতে বিফলে যায় এবং এরপরেও মনে করে যে তারা ভাল কাজ করে? তিনি [আলী] উত্তরে বললেন: "এরা হল হারোরা'র কিছু লোক।"

আল-হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি *সহীহ্*, কিন্তু ঐ দুইজন এটা বর্ণনা করেননি। আমি বলেছি যে, আলী'র (রা.) এই হাদীস সাহাবা (রা.)-এর শ্রুতি হতে বর্ণিত হয়েছে।

- আবি আবদেল রহমান-এর হাদীস অনুসারে তার মধ্য হতে মন্দকে দূর করার প্রেক্ষিতে, আবদুল্লাহ্ বিন হাবিব বিন রাবিয়্যাহ্-এর বরাতে আল-বুখারীতে একটি হাদীস এসেছে এবং তিনি একজন মহান তাবিয়্যিন।

"যখন উসমান (রা.) অবরোধের মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আল্লাহ্'র কসম, আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি এবং আমি কেবলমাত্র আল্লাহ্'র রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করি। তোমরা কি জান না যে

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি একটি রোমাহ্ [পানির ধারা] খনন করবে সে জান্নাত পাবে, সুতরাং আমি তা করেছি। তোমরা কি জান না যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি উসরাহ্ [তাবুকের কঠিন গাজওয়া] এর সেনাবাহিনীকে সমৃদ্ধ করবে সে জান্নাত লাভ করতে পারে, বিধায় আমি সেই সেনাবাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছি। তিনি বলেন: উসমান যা বলেছেন তার সাথে তারা একমত হয়েছিলেন।"

উসমান (রা.) এই কথাগুলো সাহাবা (রা.)-এর সম্মুখে বলেছেন। সাহাবাগণ উসমানকে (রা.) বিশ্বাস করতেন এবং নিজের প্রশংসাজনিত এ কথাগুলোকে তাঁরা ত্রুটিপূর্ণ মনে করেননি।

- ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের কুৎসা রটানো ও মিথ্যা অভিযোগ করা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায় যেখানে তিনি [সা'দ] বলেছেন:

"আমি আরবদের মধ্যকার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ইসলামের জন্য তীর ছুড়েছি। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অভিযানে বেরিয়ে পড়তাম এবং গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার মত কিছুই থাকত না, যতক্ষন পর্যন্ত না আমাদের মধ্য হতে কেউ একজন তার উট কিংবা ভেড়া হতে নেমে পড়ত ও খাওয়ার জন্য দিয়ে দিত। অতঃপর বনু আসাদ ইসলামের জন্য আমাদের সাহায্য করা শুরু করল। আমি হয়ত তখন হারিয়ে যেতাম ও আমার সব প্রচেষ্টা হয়ত ব্যর্থ হয়ে যেত। তিনি সেটা বলেছিলেন কারণ তারা 'উমরের কাছে একথা বলে দোষ দিয়েছিল যে সে ঠিকমত প্রার্থনা করেনি।"

ধ. <u>লোভ ও সম্পদের লিপ্সা</u>

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যারা মনের কার্পন্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" [সূরা তাগাবুন: ১৬]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয়। এবং যা উত্তম তা অস্বীকার করে, আমি অবশ্যই তার জন্য সহজ করে দিব কঠোর পরিনামের পথ।" [সূরা লাইল: ৮-১০]

- জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"কৃপণতাকে ভয় কর, কেননা এটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং রক্তপাত ঘটিয়েছে ও হারামের সীমাকে অতিক্রম করিয়েছে।" [মুসলিম]

- আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি...।" [মুসলিম]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"একজন ব্যক্তির মধ্যে থাকা সবচেয়ে মন্দ জিনিষ হল ভয়াবহ কৃপণতা ও অসংযত কাপুরুষতা।"

এটি আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে ও ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*'তে বর্ণনা করেছেন।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"...একজন বান্দার হৃদয়ে একইসাথে কৃপণতা ও ঈমান থাকতে পারে না।"

এটি আহমাদ, ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে ও আল-হাকীম বর্ণনা করেছেন।

ন. পৃথক থাকা ও পারস্পরিক শত্রুতা বহন করা

- আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"একজন আরেকজনকে পরিত্যাগ করো না, শত্রুতা ধরে রেখো না, পরস্পরকে ঘৃণা করো না, হিংসা করো না এবং আল্লাহ্'র বান্দা হিসেবে পরস্পরের ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য তিন দিনের বেশী তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা অনুমোদিত নয়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আমলসমূহ সোম ও বৃহস্পতিবারে উপস্থাপন করা হয়। যারা আল্লাহ্ [আজ ওয়া জাল্লাহ]-এর সাথে শিরক করেনি এরকম যে কাউকে বিচার দিবসে মাফ করে দিতে পারেন, যদি না সেই ব্যক্তির সাথে তার ভাইয়ের কোন বিবাদ থাকে। এমতাবস্থায় তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলবেন, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দাও।" [মুসলিম]

- আবু আইয়ূব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তিন রাতের বেশী ভাইয়ের সাথে কথা না বলে থাকা ও পথে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়া একজন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। দুইজনের মধ্যে সেই উত্তম যে প্রথম সালামের মাধ্যমে কথা শুরু করে।"

যদি এ সম্পর্ক আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভাঙ্গা হয় তবে তা অনুমোদিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: প্রমাণসহ বর্ণিত আছে যে, তাবুকের যুদ্ধের সময় যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প. গালাগালি করা ও অভিশাপ দেয়া

মুসলিমদের ঐকমত্য অনুসারে ধার্মিক ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া হারাম। তবে নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য অভিশাপ দেয়া অনুমোদিত, যেমন: যদি কেউ বলে যে, হে আল্লাহ্ তুমি অত্যাচারী এ শাসককে শাস্তি দাও, আল্লাহ্ তুমি কাফেরদের শাস্তি দাও, আল্লাহ্ তুমি ইহুদী ও খ্রীস্টানদের শাস্তি দাও, আল্লাহ্ তুমি ফাসেকদের শাস্তি দাও, আল্লাহ্ তুমি শাস্তি দাও...ইত্যাদি।

একজন মু'মিনকে অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ হয়েছে যে হাদীসের ভিত্তিতে তা জায়েদ সাবিত বিন আদ-দাহাক আল-আনসারী (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) বলতে শুনেছেন,

"একজন মু'মিনকে অভিশাপ দেয়া আর তাকে হত্যা করা একই।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আবু দারদা (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্ণনা করেন যে:

"যারা অভিশাপ দেয় তারা হাশরের ময়দানে মধ্যস্থতাকারী বা সাক্ষী হতে পারবে না।" [মুসলিম]

ইবনে মাস্উদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"মুসলিমদের গালাগালি করা জুলুম...।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আবদুল্লাহ্ বিন আমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে ভয়াবহ হল একজন লোক তার পিতামাতাকে অভিশাপ দিচ্ছে।" তাকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হল: "একজন ব্যক্তি কি করে তার পিতামাতাকে অভিশাপ দিতে পারে?' তিনি (সা.) বললেন, **"সে যদি অন্য কারও পিতাকে অভিশাপ দেয় তবে তা তার নিজের পিতাকে অভিশাপ দিয়েছে বলে বিবেচিত হবে, অথবা একইভাবে সে যদি অন্য কারও মাতাকে অভিশাপ দেয় তবে তা তার নিজের মাতাকে অভিশাপ দিয়েছে হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।"** [আল-বুখারী]

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্নদের অভিশাপ দেয়ার অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে দলিল নিম্নরূপ:

"বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ এবং মরিয়ম তনয় ঈসার [জেসাস] মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং সীমালংঘন করত।" [সূরা মায়িদাহ্: ৭৮]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন।" [সূরা আল আহযাব: ৬৪]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যেমন করে অভিসম্পাত করেছি আছহাবে-সাব্তের উপর।" [সূরা আন নিসা: ৪৭]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের প্রতি আল্লাহ্'র অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আলি ইমরান: ৬১]

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহ্'র অভিসম্পাত রয়েছে।" [সূরা হুদ: ১৮]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"সেসব লোকের প্রতি আল্লাহ্'র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীরাও তাদের অভিসম্পাত দেন।" [সূরা আল বাক্বারা: ১৫৯]

সুন্নাহ্ থেকে দলিল হল: আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সা.) বলতে শুনেছি: **"আল্লাহ্'র অভিসম্পাত ইহুদী ও খ্রীস্টানদের প্রতি, কেননা তাদের নবীদের কবরকে তারা প্রার্থনার স্থানে পরিণত করেছে।"** [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্ ইহুদীদের অভিসম্পাত করেছেন, কেননা তিনি তাদের জন্য মৃতদেহের চর্বিকে হারাম করেছিলেন, কিন্তু তারা সেগুলোকে সুশোভিত করেছে ও বিক্রয় করেছে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্ এমন একজন চোরকে অভিসম্পাত করেন যে ডিম চুরি করেছে এবং তার হাত কাটতে হবে, অথবা সে একটি দড়ি চুরি করেছে এবং তার হাত কাটতে হবে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেসব মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা অন্যের চুল লম্বা করার জন্য আরেকজনের চুল জুঁড়ে দেয়, অথবা যে নিজের চুলের সাথে অন্যের মাথার চুল জুঁড়ে দেয়, যারা অন্যের শরীরে উল্কি আঁকে ও যারা নিজেদের শরীরে উল্কি আঁকায়।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেসব পুরুষ মানুষকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা নারীদের মত করে সাজে এবং সেসব নারীদের যারা পুরুষের মত করে সাজে।"

অপর একটি বর্ণণায়:

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অভিশাপ দিয়েছেন নারীভাবাপন্ন পুরুষদের (সেসব পুরুষ যারা নারীদের মতো আচরণ করে) এবং পুরুষের মতো আচরণকারী নারীদের এবং তিনি বলেন: "তাদেরকে তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে দাও।" [বুখারী]

ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসে তিনি বলেন: **"আল্লাহ্'র রাসূল (সা.) তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা পশুর মূর্তি তৈরী করে।"** [বুখারী]

ইবনে উমর (রা.) এটাও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন: **"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন যে জীবন্ত কোন কিছুকে আকাঙ্খার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে।"** [মুসলিম]

জাবির (রা.)-এর হাদীসে তিনি বর্ণনা করেছেন যে,

"আল্লাহ্ তাকে অভিশাপ দিয়েছেন যে সুদ গ্রহণ করে, যে সুদ প্রদান করে, যে এর হিসাব রাখে এবং এর সাক্ষীকে। এবং তিনি বলেন: এরা সবাই একইরকম...।" [মুসলিম]

ফ. <u>ছোটখাট গুনাহ্ করার ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা</u>

- সাহল বিন সা'দ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"ছোটখাট গুনাহের ব্যাপারে সাবধান হও যেগুলোকে প্রায়শই তুচ্ছ মনে করা হয়, কেননা তারা এমন একদল লোকের মত যারা একটি উপত্যকার নীচে তাবু পেতেছে। এদের একজন একটি লাঠি নিয়ে এল এবং আরেকজন আরেকটি লাঠি নিয়ে এল এবং এভাবে চলল যতক্ষণ না খাবার রাঁধার জন্য তা যথেষ্ট হয়। একজন লোককে যদি এসব গুনাহ্ হিসাব করার জন্য ডাকা হয়, তবে তা তাকে ধ্বংস করে দেবে।" [আহমাদ]

আল-হায়সামি বলেছেন যে এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আল-মুনজিরি বলেছেন যে, *সহীহ্* অনুসারে এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"ছোটখাট গুনাহ্'র ব্যাপারে সাবধান হও, কেননা কিছু কিছু লোক থাকবে যারা আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে এসব হিসেব করার জন্য অনুরোধ করবে...।" আন-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ ও ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে এটি বর্ণনা করেছেন। আল-হায়সামি বলেছেন যে, এর ইসনাদ *সহীহ্* এবং বর্ণণাকারীগণ বিশ্বাসযোগ্য।

- আনাস (রা.) বলেছেন:

"তোমরা এমন কিছু কাজ কর যা তোমাদের কাছে চুলের চেয়েও তুচ্ছ, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় আমরা এগুলোকে এতটাই গুরুত্ব দিতাম যেন সেগুলো একজন মানুষকে ধ্বংস করে দিতে পারতো।" [বুখারী]

ব. <u>যখন প্রাথী প্রাপ্য অধিকার দাবি করে তখন তা প্রদানের ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তির দীর্ঘসূত্রিতা</u>

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"অনন্তর কেউ যদি কাউকে বিশ্বাস করে তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার পক্ষে গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা উচিত" [আল বাক্বারাহ: ২৮৩]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করার ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তির বিলম্ব করা অবিচার, কিন্তু যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি ধনী ব্যক্তির কাছে ঋণী থাক তবে তা পরিশোধ করতে বিলম্ব করো না"/("Delay in payment by a rich man is injustice, but when one of you is referred for payment to a wealthy man, let him be referred.")। [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আশ-শারিদ বিন সুওয়াইদ আস-সাকাফি (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তির বিলম্ব করা তার সম্মানের জন্য ক্ষতিকর ও এর জন্য শাস্তি প্রদানকে ন্যায্য করে তোলে।"

এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে উল্লেখ করেছেন। আল-হাকীম এ হাদীসটিকে *সহীহ্* হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আজ-জাহাবি এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। এ হাদীসটি আহমাদ, আন-নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

- আবু জার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তিনটি বিষয় আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) খুব পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় খুব ঘৃণা করেন।" তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত বললেন যতক্ষণ না নীচের অংশে আসেন:

"তিনটি বিষয় যা আল্লাহ্ ঘৃণা করেন: একজন বৃদ্ধ লোক যে যিনা করে, একজন দরিদ্র লোক যে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে এবং একজন ধনী লোক যে অবিচারক।" ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হিব্বান তাদের *সহীহ্*তে এটা উল্লেখ করেছেন। আল-হাকিম এ হাদীসটিকে *সহীহ্* হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং আজ-জাহাবি এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

ভ. মন্দ প্রতিবেশী

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্'র কসম সে বিশ্বাসী নয়! আল্লাহ্'র কসম সে বিশ্বাসী নয়!, আল্লাহ্'র কসম সে বিশ্বাসী নয়!' জিজ্ঞেস করা হল, "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), কে সেই ব্যক্তি?' তিনি বললেন, **"সেই ব্যক্তি যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ অনুভব করে না।"** [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

সুরাই আল কা'বি (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল বুখারীও এটি বর্ণনা করেছেন।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ বিচারে বিশ্বাস করে, সে তার প্রতিবেশীর ক্ষতি করবে না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হে প্রভু, আমি তোমার কাছে আমার বসতবাড়ির মন্দ প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাই। কেননা একজন অস্থায়ী প্রতিবেশী চলে যেতে বাধ্য।"

এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও আল-হাকিম, আন-নাসাঈ এবং আল-বুখারী এটিকে আল-আদাব আল-মুফরাদ-এ উল্লেখ করেছেন।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"প্রতিবেশীর বিষয়ে অভিযোগ করার জন্য একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "যাও এবং ধৈর্যধারণ কর।" এভাবে ঐ ব্যক্তি তাঁর (সা.) কাছে দুই বা তিনবার আসল। সুতরাং তিনি (সা.) বললেন: "যাও তোমার জিনিসপত্র বের করে রাস্তায় নিয়ে রাখ।" লোকটি তাই করল যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) করতে বললেন। লোকেরা তার চারপাশে জমায়েত হল এবং জানতে চাইল তার সমস্যা কি। সে তাদের বলল যে, তার একজন মন্দ প্রতিবেশী রয়েছে যে তার ক্ষতি করেছে এবং এব্যাপারে সে রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) অবহিত করার পর তিনি (সা.) তাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। লোকেরা তখন সে মন্দ প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিল এবং আল্লাহ্'র কাছে প্রার্থনা করল যাতে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে

অসম্মানিত করেন। মন্দ প্রতিবেশীকে পুরো ঘটনা জানানো হল এবং সে সরাসরি সেই ব্যক্তির কাছে আসল এবং বলল, "তোমার বাড়িতে ফেরত যাও। আল্লাহ্'র কসম, যাই ঘটুক আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।"

এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে, আল-হাকিম ও আল-বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-এ এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

একজন ব্যক্তি বলল: "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), একজন মহিলা তার সালাত, রোজা ও দানের জন্য সমাধিক পরিচিত হলেও সে তার জবানের সাহায্যে প্রতিবেশীর ক্ষতিসাধন করে।" তিনি (সা.) বললেন, "সে জাহান্নামী।" এটি আহমাদ ও আল-বাজ্জার বর্ণনা করেছেন। আল-হায়সামি বলেছেন যে, এর বর্ণণাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে এটি বর্ণনা করেছেন। আল-হাকিম এটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে এর ইসনাদ *সহীহ্*। ইবনে আবু সাইবাহ্ এমন একটি ইসনাদ সহকারে এটি বর্ণনা করেছেন যা আল-মুনজিরি'র মতে *সহীহ্*।

- সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"চারটি জিনিষ আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে। আর চারটি জিনিষ দুঃখ আনে: মন্দ প্রতিবেশী, মন্দ স্ত্রী, মন্দ পাহাড়ী বাহন এবং সংকীর্ণ বসবাসের জায়গা।" এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*'তে এবং আহমাদ *সহীহ্* ইসনাদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

ম. <u>বিশ্বাসঘাতকতা</u>

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

" নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধোকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না।" [সূরা আল আনফাল: ৫৮]

"হে ঈমানদারগণ, খেয়ানত করো না আল্লাহ্'র সাথে ও তাঁর রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে।" [সূরা আল-আনফাল: ২৭]

- **'ইয়াদ বিন হিমার আল-মাজাশি'ঈ (রা.)** বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদা খুতবাতে বলেন:

"...দোযখের অধিবাসীরা পাঁচ ধরনের হবে...সেসব অসৎ লোক যারা তুচ্ছ বিষয়েও তাদের লোভকে সংবরণ করতে পারে না...।" [মুসলিম]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যখন আমানতদারী হারিয়ে যাবে তখন কেয়ামত দিবসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে।" তাঁকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হল: "কিভাবে আমানতদারী হারিয়ে যাবে?' তিনি (সা.) বলেন: "যখন কর্তৃত্ব এমন লোকের হাতে চলে যাবে যারা তার যোগ্য নয়, তখন কিয়ামত দিবসের জন্য অপেক্ষা কর।" [আল-বুখারী]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি, যখন সে কথা বলে সে মিথ্যা বলে, যখন সে ওয়াদা করে তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তার খেয়ানত করে।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাই; অবশ্যই এটি সবচেয়ে মন্দ সাথী। এবং আমি বিশ্বাসঘাতকতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই; অবশ্যই এটি মন্দ অনুসরণকারী।"

আবু দাউদ, আন-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ এবং আল-হাকীম এটি বর্ণনা করেছেন এবং আল-হাকীম এটিকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আন-নাওয়াবী রিয়াদুস সালেহীন-এ উল্লেখ করেছেন যে এর ইসনাদ *সহীহ্*।

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্ বলেন: যতক্ষণ না একজন অপরজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ততক্ষণ পর্যন্ত দুই অংশীদারের সাথে আমি তৃতীয়জন। সুতরাং কেউ যদি তার সাথীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে আমি নিজেকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেই।"

এটি আবু দাউদ ও আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন। আল-হাকীম এটিকে *সহীহ্* হিসেবে ঘোষনা করেছেন এবং আজ-জাহাবী এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

য. <u>গীবত করা ও অপবাদ দেয়া:</u>

গীবত করার অর্থ হলো কোন ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে পছন্দ করে না। আর যদি সেটি সত্যি না হয় তবে তা হচ্ছে অপবাদ দেয়া। নীচের দলিলসমূহের ভিত্তিতে উভয়ই হারাম:

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: **"কখনও একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। এবং আল্লাহ্'কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"** [সূরা হুজরাত: ১২]
- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:
  "অপবাদদানকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়" [সূরা কালাম: ১১]
- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তোমরা কি জান, গীবত কি?" তারা বললেন, "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।" তিনি বললেন, "তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।" জিজ্ঞেস করা হল, "যদি ভাই সম্পর্কে সত্যি বলি তবে কি হবে?" তিনি (সা.) বললেন, "যদি তুমি সত্যি বল তবে তা গীবত করলে এবং যদি সত্যি না হয় তবে তাকে অপবাদ দিলে।" [মুসলিম]

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"একজন মুসলিমের কাছে অপর মুসলিমের প্রতিটি জিনিষই পবিত্র- রক্ত, সম্মান ও সম্পত্তি।" [মুসলিম]

- আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন:

"অবশ্যই একে অপরের কাছে তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান পবিত্র, যেরকম পবিত্র আজকের দিন, যেরকম পবিত্র এই মাস ও যেরকম পবিত্র এই ভূমি। হে আল্লাহ্, আমি কি বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছি?" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাহাবীদের (রা.) বলেন:

"তোমরা কি জান আল্লাহ্'র দৃষ্টিতে সুদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট রূপ কোনটি?" তারা বললেন, "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভালো জানেন", রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উত্তরে বলেন, "সুদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট রূপ হচ্ছে একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত সম্মান নষ্ট করা।" এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন: "যারা বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের বিনা অপরাধে ক্ষতিসাধন করলো তারা নিজেদেরকে কলঙ্কিত করলো এবং সুস্পষ্ট গুনাহ্'র মধ্যে পতিত হলো।"

এটি আবু ইউলা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আল-মুনজিরি ও আল-হায়সামি বলেছেন যে এর বর্ণনাকারীগণ *সহীহ্*।

গীবত শোনা হারাম, কেননা আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যারা অনর্থক কথা-বার্তায় (নোংরা, মিথ্যা, মন্দ অনর্থক কথা, আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ সমস্ত কথাবার্তা) নির্লিপ্ত" [সূরা মু'মিনুন: ৩]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত হয় এবং যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।" [সূরা আল-আন'আম: ৬৮]

মুসলিমদের উচিত তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করা। কেননা এ ব্যাপারে মুসলিম কর্তৃক উল্লেখিত হাদীসে আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন,

"একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার প্রতি অবিচার করতে পারে না ও তাকে পরিত্যাগও করতে পারেনা।"

কোন মুসলিম সক্ষম হওয়ার পরেও যদি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা না করে তবে বুঝা যায় যে, সে তার ভাইকে পরিত্যাগ করেছে। আবু দাউদ কর্তৃক উল্লেখিত ও জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে এটি জানা যায়। আল-হায়সামি বলেছেন যে, এর ইসনাদ *সহীহ্*। এ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"একজন মুসলিম অপর মুসলিমকে এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করতে পারে না যেখানে তার মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে এবং তার সম্মানহানি হতে পারে, অন্যথায় আল্লাহ্ তাকে এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করবেন যখন সে তাঁর সাহায্য কামনা করবে; এবং এমন কোন মুসলিম নেই যে অপর মুসলিমকে মর্যাদা ও সম্মানহানিকর অবস্থায় সাহায্য করে কিন্তু সে এরূপ অবস্থায় পতিত হয়ে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করলে তিনি সাহায্য করা থেকে বিরত থাকেন।"

একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু দারদা (রা.), আসমা বিনতে ইয়াজিদ, আনাস, ইমরান বিন হুসাইন এবং আবু হুরাইরাহ্ (রা.)। এসবই আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভালবাসা ও ঘৃণা করা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। মু'আজ (রা.) তার ভাই কা'ব বিন মালিকের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যা করেছিলেন তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অনুমোদন করেছিলেন। কা'ব বিন মালিক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে তার অনুতাপ সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), সে তার পোষাক দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং পোষাকের ও নিজের মহব্বতে পড়ে গিয়েছিল। মু'আজ বিন জাবাল বললেন, "কতই না হতভাগ্য একটি মন্তব্য তুমি করলে! হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আমরা তার গুনাগুন সম্পর্কে কিছুই জানি না।"' অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নীরব থাকলেন। [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

আলেমগণ ছয়টি কারণে গীবত করাকে অনুমোদন দিয়েছেন: অভিযোগ করা, একটি মুনকার পরিবর্তনের জন্য সাহায্য চাওয়ার সময়ে, আইনসঙ্গত রায়ের ক্ষেত্রে, মুসলিমদেরকে মন্দের ব্যাপারে সাবধান করার জন্য যা নসীহা হিসেবে বিবেচিত, সে ব্যক্তির অপরাধকে তুলে ধরার জন্য যে প্রকাশ্যে তা করে এবং কাউকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। আন-নাওয়াবী তার আল-আজকার-এ বলেছেন: ঐকমত্য রয়েছে যে, এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের গীবত অনুমোদিত। তিনি বলেছেন: "এ ব্যাপারে *সহীহ্* ও মশূহুর হাদীস থেকে দলিল পাওয়া যায়।" তিনি এগুলো তার রিয়াদুস সালেহীন-এ উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি কিছু দলিল তুলে ধরেছেন। সুবুল আস-সালাম-এ আস-সানা'ই এ ব্যাপারে দলিল উল্লেখ করেছেন। আজ-জাখিরাহ্'তে আল-কুরাফি বলেছেন: "কিছু আলেম পাঁচটি বিষয়কে গীবত নিষিদ্ধতার আওতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন এবং সেগুলো হল: উপদেশ বা নাসীহা, সাক্ষী বা হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে নিন্দা বা সমর্থন জানাতে, যারা প্রকাশ্যে পাপ করে, যারা নতুন বিষয় আবিষ্কার করে বা বিদআত করে এবং পথভ্রষ্ট করার জন্য বই রচনা করে এবং একজন গীবত করার সময় আরেকজন যখন শুনে ফেলে, অর্থাৎ উভয়ই গীবতের বিষয় সম্বন্ধে জেনে যায়।

র. <u>মিথ্যা অপবাদ রটানো [আন-নামিমাহ্]:</u>

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"একজন নিন্দুক, অপবাদ রটনা করে।" [সূরা নূর: ১১]

- হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"মিথ্যা রটনাকারী ব্যক্তি কখনওই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"অবশ্যই এই কবরবাসীদের আযাব হচ্ছে এবং তা বড় কোন গুনাহ্'র কারণে নয়।" আল-বুখারীর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, **"বরং এটি অবশ্যই বড় কিছুর কারণে। প্রথম জনের ক্ষেত্রে: সে মন্দ কথা রটিয়ে বেড়াত এবং দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রে: সে নিজেকে নিজের পেশাব থেকে রক্ষা করত না।"** [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

ল. <u>সম্পর্কচ্ছেদ করা</u>

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"অতএব যদি তোমরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হও, তবে কি তোমাদের এ সম্ভাবনা আছে যে, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।" [সূরা মুহাম্মদ: ২২-২৩]

- আবু মুহাম্মদ জুবায়ের বিন মুতিম (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আবু আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করলেন, এবং যখন তিনি শেষ করলেন তখন রক্তের সম্পর্ক (অবিবাহযোগ্য নারী আত্মীয়) তৈরী হল এবং বলল, "আমি তোমার কাছে আল কাতি'আহ্ (আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কচ্ছেদ করা) থেকে পানাহ্ চাই।" এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ বলেন: "তুমি কি সন্তুষ্ট হবে যদি এ সম্পর্ক যারা বজায় রাখবে তাদের উপর রহমত বর্ষণ করি ও যারা ছিন্ন করবে তাদের উপর থেকে রহমত উঠিয়ে নেই।" তখন এটি বলল, "হ্যাঁ আমার রব।" তখন আল্লাহ্ বলেন: "তোমাকে এটি দেয়া হল।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- আল-বুখারী তার *সহীহ্*তে বর্ণনা করেছেন যে,

"আল-ওয়াসিল (যে আত্মীয়স্বজনের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে) সে নয় যে তার আত্মীয়দের সাথে প্রতিদানস্বরূপ ভাল আচরণ করে, তবে আল-ওয়াসিল হল সে ব্যক্তি যে তার সেসব আত্মীয়ের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখে যারা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।"

- আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"রাহিম (অবিবাহযোগ্য নারী আত্মীয়) আল্লাহ্'র আরশের সাথে যুক্ত এবং এটি বলে: "যে ব্যক্তি তার সাথে আমাকে যুক্ত রাখবে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন, আর যে আমার সাথে বিযুক্ত হবে আল্লাহ্'ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

শ. প্রদর্শনেচ্ছা (রিয়া) এবং নিজের ধার্মিকতার (তাসমি') কথা জাহির করা

আল্লাহ্'র নৈকট্য অর্জন করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি যখন লোকদের প্রশংসা কুড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করে তখন সেটিকে রিয়া বলা হয়। এটি হৃদয়ের বিষয়, এবং জবান বা শারীরিক কোন অঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত কোন কাজ নয়। এর বাস্তবতা হল যে এটি কথা বা কাজের পেছনের নিয়ত। সুতরাং, রিয়ার ক্ষেত্রে কোন কাজ আল্লাহ্'র ওয়াস্তে নয় বরং লোকদের দেখানোর জন্য করা হয়। সুতরাং আল্লাহ্'র নৈকট্য হাসিলের জন্য করা কোন কাজ বা কথা রিয়া নয় বরং এর উদ্দেশ্য রিয়া হতে পারে। রিয়া হল নিছক নিয়ত, কিন্তু লক্ষ্য নয়। কেননা এক্ষেত্রে লক্ষ্য হল লোকদের প্রশংসা কুড়ানো। যদি নিয়ত আল্লাহ্ ও লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়, তাহলে আল্লাহ্'র নৈকট্য অর্জনের জন্য এই ধরনের কাজ করা হারাম।

লোকদের নৈকট্য হাসিল করার মধ্যে রিয়া বিষয়টি সীমাবদ্ধ এবং প্রদর্শনেচ্ছা ছাড়া কোন কাজ রিয়া হবে না। যেমন: লোকদের সম্মুখে কোন বিক্রয় চুক্তি হওয়া বা অনুমোদিত কোন পোষাক পরিধান করে লোকদের সামনে আসা এবং এ জাতীয় আরও কিছু। লোকদের সন্তুষ্টি অনুসন্ধানের সংজ্ঞাকে সুনির্দিষ্ট করতে হলে এর মধ্যে অন্য কোন নিয়্যত থাকতে পারেনা, যেমন: হজ্জের মধ্যে উপকারিতা খোঁজা।

একজন ব্যক্তি ইবাদত বা অন্য কোন কিছুর মধ্যে আল্লাহ্'র নৈকট্য খুঁজে পেতে পারে। সুতরাং কেউ যদি লোকদের দেখার জন্য তার সিজদাহ্'কে প্রলম্বিত করে তবে সেটি রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। লোকদের দেখার জন্য কেউ যদি জিহাদে অংশগ্রহণ করে তবে সেটি প্রদর্শনেচ্ছা। কেউ যদি লোকেরা তাকে আলেম বলবে এই উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধ রচনা করে তবে তা প্রদর্শনেচ্ছা। লোকদের মুগ্ধ করার জন্য কেউ যদি বক্তৃতা দেয় তবে তা প্রদর্শনেচ্ছা। সে একজন খতিব এটি বলার জন্য কেউ যদি খুতবা দেয় তবে সেটি প্রদর্শনেচ্ছা। লোকেরা পবিত্র মানুষ বলবে এ ইচ্ছা থেকে কেউ যদি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে তবে সেটি প্রদর্শনেচ্ছা। লোকেরা বলবে সে সুন্নাহ্'র অনুসারী এ ইচ্ছা থেকে কেউ যদি বড় দাঁড়ি রাখে ও কাপড় গুটিয়ে পড়ে, তবে সেটি প্রদর্শনেচ্ছা। একজন ইবাদতকারী দেখানোর জন্য সবসময় মসুর ডাল খেলে এটি প্রদর্শনেচ্ছা। নিজেকে দয়ার্দ্র হিসেবে পরিগণিত করার জন্য কেউ যদি অনেক লোককে নিমন্ত্রন করে তবে সেটি প্রদর্শনেচ্ছা। লোকেরা দেখলে আল্লাহভীরু বলবে এ আশায় কেউ যদি রাস্তায় হাটার সময় মাথা ঝুঁকে হাটে তবে সেটি প্রদর্শনেচ্ছা। লোকেরা লক্ষ্য করুক এ আকাংখা থেকে কেউ যদি তার সাথে ছোট কুর'আন রাখে তবে তা প্রদর্শনেচ্ছা।

আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করি যেখানে প্রদর্শনেচ্ছায় কোন লজ্জা নেই। বরং অধিকাংশই এর বাস্তবতা ও হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ। কারণ আমরা এমন একটি সময়ে বসবাস করি যেখানে রিয়া'র ক্ষেত্রে কোনরূপ লজ্জাবোধ নেই এবং এটিই হল কালানিস আল-বুরুদ-এর উপস্থিতি, যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের অবহিত করেছেন। আজ-জুবাইদি এবং সাফি আল-কানজ-এ, আল-হাকিম আল-তিরমিযী আন-নাওয়াজিরে এবং আল হিলইয়া'তে আবু নু'আইম একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার ইসনাদ সম্পর্কে আল-হাকিম বলেছেন: আমি এ বিষয়ে কোন সমস্যা রয়েছে বলে জানি না।" তারা আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যখন কেয়ামত সন্নিকটে হবে তখন তেলাওয়াতকারীর সংখ্যা নগণ্য হবে। সুতরাং সেসময়ে যে ব্যক্তি জীবিত থাকবে তার উচিত আল্লাহ্'র কাছে অভিশপ্ত শয়তান ও তাদের মতো অন্যান্য হতে আশ্রয় খোঁজা এবং তারা হবে অতিশয় মন্দ দুর্গন্ধময়। তখন আল-কালানিস উল-বুরুদ (বাড়িতে পরিধেয় বস্তুর বর্ধিতাংশ যা মাথা ও ঘাড় ঢেকে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়) প্রচলন হবে, এবং তখন প্রদর্শনেচ্ছার (রিয়া) জন্য কোন লজ্জা থাকবে না। সে সময় যে ব্যক্তি দ্বীনকে ধারণ করবে সে যেন তার হাতে জ্বলন্ত কয়লা রাখল এবং সেসময় যে দ্বীনকে ধারণ করল সে তারই মত পঞ্চাশজন পূণ্যবানের সমপরিমাণ পুরষ্কার লাভ করবে।

তারা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: তারা কি তাদের পঞ্চাশজন নাকি আমাদের পঞ্চাশজনের সমান পুরস্কার লাভ করবে? তিনি (সা.) বললেন: তারা বরং তোমাদের পঞ্চাশজনের সমান হবে।"

কালানিস হল কুলুনসুওয়াহ্ (মাথা ও ঘাড়ের বস্ত্রাবরণ বিশেষ)-এর বহুবচন এবং বুরুদ হল বারদ্ [বাহিরের কাপড়]-এর বহুবচন। এটি যাজক সম্প্রদায়ের চিহ্ন, যারা কালানিস এবং বুরুদ দ্বারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় এবং এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কুলুনসুওয়াহ্ এবং বারদ্ পরিধান করলো তা বিবেচ্য বিষয় নয়। এ ধরনের পোষাকের বিষয়ে লেকেরা যা মূল্যায়ন করে তা হল রিয়া সংক্রান্ত লজ্জাহীনতার নিদর্শন।

তাসমি'র ক্ষেত্রে বলা যায়: এর অর্থ হল লোকদের খুশী করতে আল্লাহ্'র নৈকট্যের ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বলা। রিয়া এবং তাসমি'র মধ্যে পার্থক্য হল রিয়া কাজ করার সময়ে (ইবাদতরত অবস্থায়) কাজ করে, কিন্তু তাসমি কাজের পরে আসে। রিয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানতে পারেনা, অর্থাৎ লোকদের এটি যাচাই করার সুযোগ থাকে না। এমনকি যে রিয়া করছে সেও আন্তরিক না হলে নিজে তা বুঝতে পারবে না। আন-নববী আল-মাজমু-তে আশ-শাফী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: **"যে আন্তরিক সে ব্যতিত আর কেউই রিয়া বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না। আন্তরিকতা বা ইখলাসের জন্য প্রয়োজন আস্থার সাথে কষ্ট ও তিতীক্ষা এবং এটি করার ক্ষমতা দুনিয়ার মোহকে পরিত্যাগকারী ব্যক্তি ব্যতিত আর কেউ করতে পারবে না।"**

তাসমি এমন একটি কাজের ক্ষেত্রে হতে পারে যা হয়ত ধর্মীয় ভক্তি নিয়ে গোপনে সম্পাদিত হয়েছে, যেমন: গভীর রাতে সালাত আদায় করা এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে লোকদের সাথে কথা বলা, অথবা এমন একটি কাজ যা হয়ত ধর্মীয় ভক্তি নিয়ে প্রকাশ্যে সম্পাদিত হয়েছে ও অন্যকোন স্থানের লোকদের সাথে সে বিষয়ে কথা বলা এবং এসবই করা হয়েছে লোকদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

আবু ইউসুফ, আবু হানিফা হতে আতার-এ যা বর্ণনা করেছেন তা থেকে হিজরী প্রথম শতকের মুসলিমদের তাসমি' থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানা যায়- যেখানে আবু হানিফা, আলী বিন আল-আকমার হতে বর্ণনা করেছেন যে, **উমর বিন আল খাত্তাব (রা.) এমন একজন ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যিনি বাম হাতে খাচ্ছিলেন। উমর (রা.) লোকটিকে বললেন, "হে আল্লাহ্'র বান্দা, ডান হাত দিয়ে খাও।" লোকটি বলল, সে হাত ব্যস্ত। উমর দ্বিতীয়বার লোকটিকে অতিক্রম করার সময় একই কথা বললেন এবং লোকটিও একই উত্তর দিল। উমর তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, "কি সেটিকে ব্যস্ত রেখেছে?" লোকটি প্রত্যুত্তরে বলল, মুতা'র যুদ্ধের দিন সেটি কাটা পড়েছে। উমর আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন, তিনি বললেন: কে আপনার কাপড় ধুয়ে দেয় ও চুল আঁচড়ে দেয় এবং সেবা করে? তার এ ধরনের বিষয়সমূহ উমর আগাগোড়া জানলেন। অতঃপর তিনি (রা.) সে ব্যক্তির জন্য একজন নারী দাসী (জারিইয়াহ্), প্রচুর খাবার ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, লোকেরা বলেছিল: "আল্লাহ্ উমরকে এ উম্মাহ্'র জন্য সুশাসন উপহার দেয়ায় পুরস্কৃত করুন।"** এছাড়াও আবু মুসা (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে:

"আমরা ছয়জন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে একটি অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। আমাদের সাথে একটি উট ছিল; আমরা পালাক্রমে সেটিতে চড়ে বসছিলাম। আমাদের পা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল এবং আমার নখ পড়ে গিয়েছিল। আমরা আমাদের পায়ের পাতা ছেড়া কাপড় দিয়ে মুড়ে নিয়েছিলাম। আবু মুসা হাদীসটি বর্ণনা করলেও তিনি এর জন্য অনুতপ্ত ছিলেন। তিনি বলেন: "যদি আমি এটি উল্লেখ না করতাম!' তিনি একথা বলেছিলেন কারণ তিনি নিজের কাজ সম্পর্কে কোন কিছু প্রকাশ করাকে অপছন্দনীয় মনে করতেন।"

সন্দেহাতীতভাবে রিয়া ও তাসমি হারাম। এ ব্যাপারে প্রচুর দলিল রয়েছে:

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

" যারা লোক-দেখানোর জন্য উত্তম কাজ করে" [সূরা মা'উন: ৬]

- তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের আসা রাখে সে যেন নেক কাজ করে এবং তাঁর রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।" [কাহ্‌ফ: ১১০]

- আল-বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক উল্লেখিত জানদাব-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বক্তব্য:

"যদি কোন ব্যক্তি লোকদের শুনানোর জন্য কোন কাজ করে তবে আল্লাহ্ লোকদের তা শুনার ব্যবস্থা করে দেন এবং কোন ব্যক্তি যদি লোকদের দেখানোর জন্য কাজ করে তবে আল্লাহ্ লোকদের তা দেখার ব্যবস্থা করে দেন (অর্থাৎ, সে কেবলমাত্র তাই লাভ করবে যা সে অর্জন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্'র পুরষ্কার লাভ করবে না)। "

এটি আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন।

- ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যদি কোন ব্যক্তি লোকদের শুনানোর জন্য কোন কাজ করে তবে আল্লাহ্ লোকদের শুনার ব্যবস্থা করে দেন এবং কোন ব্যক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাতে করে লোকরা তাকে দেখতে পায়, তবে আল্লাহ্ লোকদের তা দেখার ব্যবস্থা করে দেন। (অর্থাৎ সে কেবলমাত্র তাই লাভ করবে যা সে অর্জন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্'র কাছ থেকে কোন পুরষ্কার পাবে না)।"

- আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে মুসলিম ও আন-নাসাঈ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বলেছেন যে: আমি রাসূলুল্লাহ্কে (সা.) বলতে শুনেছি:

"হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার হবে তিনি হলেন একজন শহীদ ব্যক্তি। তাকে সামনে নিয়ে আসা হবে এবং আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে তাঁর রহমত সম্পর্কে মনে করিয়ে দিবেন এবং সে ব্যক্তি তা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "তুমি এগুলো দিয়ে কি করেছ ?" সে বলবে, "এগুলো দিয়ে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করেছিলাম যতক্ষণ না শহীদ হয়ে যাই।" আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি শুধুমাত্র এ কারণে যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে সাহসী বলে, এবং লোকেরা তাই বলেছে।" অতঃপর তিনি সে ব্যক্তিকে মুখের উপর ভর দিয়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিবেন। এরপর এমন একজন ব্যক্তির বিচার হবে যে প্রচুর অধ্যয়ন করত এবং অন্যদের শিক্ষা দিত ও কুর'আন তেলাওয়াত করত। তাকে সামনে নিয়ে আসা হবে এবং আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে রহমত সম্পর্কে মনে করিয়ে দিবেন এবং সে ব্যক্তি তা স্বীকার করবে। অত:পর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "তুমি এগুলো দিয়ে কি করেছ ?" সে বলবে, "আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য প্রচুর অধ্যয়ন করতাম এবং অন্যদের শিক্ষা দিতাম ও কুর'আন তেলাওয়াত করতাম।" আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি এ কারণে অধিক অধ্যয়ন করতে যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে, এবং তুমি এ কারণে কুর'আন তেলাওয়াত করতে যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে, আর লোকেরা তাই বলেছে।" অতঃপর তিনি সে ব্যক্তিকে মুখের উপর ভর দিয়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিবেন। এরপর বিচার করা হবে এমন একজন ব্যক্তির যাকে আল্লাহ্ সব ধরনের সম্পদ প্রদান করেছিলেন। তাকে সামনে নিয়ে আসা হবে এবং আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে রহমত সম্পর্কে মনে করিয়ে দিবেন এবং সে ব্যক্তি তা স্বীকার করে নেবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "তুমি এগুলো দিয়ে কি করেছ?" সে বলবে, "আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তার পছন্দনীয় পথ ব্যতিত অন্য কোন পথে এ সম্পদ খরচ করিনি।" আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি

এগুলো খরচ করেছ যাতে লোকেরা তোমাকে দানশীল বলে এবং তারা সেটাই বলেছে।" অতঃপর তিনি সে ব্যক্তিকে মুখের উপর ভর দিয়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিবেন।"

- আল-বায়হাকি, আত-তাবারাণী, আহমাদ, আবু হিন্দ আদ-দারী-এর বরাত দিয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। নিচের

বর্ণনাটি আহমাদের। আবু হিন্দ আদ-দারী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) বলতে শুনেছেন:

"কোন ব্যক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ও নিজেকে জাহিরের জন্য অঙ্গভঙ্গি করলে আল্লাহ্ এমন ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে লোকেরা তাকে দেখে ও শুনে। (অর্থাৎ, সে তাই অর্জন করবে যা সে চায়, কিন্তু আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে পুরষ্কার পাবে না)"

আল-মুনজিরি বলেছেন যে এর ইসনাদ ভাল। আল-হায়সামি বলেছেন: আহমাদ ও আল-বাজ্জার-এর বর্ণণাকারীগণ এবং আত-তাবারাণীর একটি ইসনাদ নির্ভরযোগ্য।

- আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর বরাত দিয়ে আত-তাবারাণী ও আল-বায়হাকি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্কে (সা.) বলতে শুনেছেন:

"কেউ যদি চায় তার কাজ সম্পর্কে লোকজন শুনুক, তাহলে লোকেরা যাতে শুনে সে ব্যবস্থা আল্লাহ্ করে দেন এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সেই ব্যক্তিকে লোকদের কাছে ছোট করে দেন ও অপমানিত করেন।"

আল-মুনজিরি: আত তাবারাণীর একটি ইসনাদ *সহীহ্*।

- আউফ বিন মালিক আল আশজা'ঈ (রা.)-এর বরাত দিয়ে আত-তাবারাণী একটি হাসান ইসনাদ সহকারে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আউফ বিন মালিক আল আশজা'ঈ (রা.) বলেছেন যে: আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি:

"কেউ যদি চায় তার কাজ লোকজন দেখুক,তাহলে আল্লাহ্ লোকদের তা দেখার ব্যবস্থা করে দেন (অর্থাৎ, সে তাই অর্জন করবে যা সে চায়, কিন্তু আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে পুরষ্কার পাবে না) এবং কেউ যদি চায় তার কাজ সম্পর্কে লোকজন শুনুক, তাহলে আল্লাহ্ লোকদের তা শুনার ব্যবস্থা করে দেন।"

- মু'আজ বিন জাবাল (রা.)-এর বরাত দিয়ে আত-তাবারাণী *হাসান* ইসনাদ সহকারে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"এই দুনিয়ায় এমন কোন বান্দা নেই যার মনে করা উচিত যে লোকেরা তাকে শুনবে ও তাকে দেখবে, বান্দা শুধুমাত্র কেয়ামত দিবসে সকল সৃষ্টির সামনে তার কাজ সম্পর্কে লোকদের জানাবে।"

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইব্নে মাজাহ্ ও আল-বায়হাকি একটি *হাসান* ইসনাদ সহকারে হাদীসটি যেখানে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রা.) বলেছেন যে: রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের কাছে আসলেন যখন আমরা মাসিহ উদ-দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বলেন:

"আমি তোমাদের জন্য মাসিহ উদ-দাজ্জালের চেয়ে বেশী ভয়াবহ যে জিনিষটিকে মনে করি তা কি বলব না? আমরা বললাম: হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! **তিনি বললেন: এটি হল গোপন শিরক, আর তা হল, যখন একজন ব্যক্তি নামাজের জন্য দাঁড়ায়, তখন সে সুন্দরভাবে আদায় করে, কারণ আরেকজন ব্যক্তি তার দিকে লক্ষ্য করছে।"**

ইবনে মাজাহ্, আল-বায়হাকি, আল-হাকিম কর্তৃক উল্লেখিত একটি হাদীসে জায়েদ বিন আসলাম তার বাবা হতে বর্ণনা করেছেন যে, **"উমর (রা.) একদা মসজিদে গিয়ে দেখলেন মু'আজ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কবরে দাড়িয়ে কাঁদছেন। তিনি (উমর)**

বললেন: কি তোমাকে কাঁদতে বাধ্য করছে? তিনি (মু'আজ) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে থেকে একটি হাদীস শুনেছি, যেখানে তিনি বলেছেন:

"সামান্য প্রদর্শনেচ্ছা (রিয়া) হল শিরক। এবং যে আল্লাহ্'র বন্ধু বা আউলিয়ার প্রতি বিরূপ আচরণ করল সে যেন আল্লাহ্'র বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করল। ধার্মিক, পবিত্র এবং গোপনে ইবাদতকারীদের আল্লাহ্ ভালবাসেন, অনুপস্থিত থাকলে তাদের অভাব বোঝা যায় না এবং উপস্থিত থাকলে তারা সবার কাছে সুপরিচিত হয় না। তাদের হৃদয় আলোক বর্তিকার শিখার মতো এবং তারা প্রতিটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূমি হতে উদিত হয় (কোন সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়)"

আল-হাকিম বলেছেন যে, এই হাদীসটি সহীহ্ এবং এর কোন ত্রুটি তার জানা নাই। রিয়া সেই কাজের মধ্যে প্রবেশ করে যেটির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহ্'র নৈকট্য লাভ করতে চায়। এধরনের কাজকে এমনভাবে অবৈধ করা হয়েছে যে, এটা শুধুমাত্র গুনাহ্'র কাজ তা নয় বরং কাজটি যেন সংঘটিতই হয়নি। এ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায় আবু হুরাইরাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত ও মুসলিম কর্তৃক উল্লেখিত হাদীস থেকে যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"সাহায্যকারীদের মধ্যে আমি (আল্লাহ্) সর্বশ্রেষ্ঠ যার কোন সহযোগীর প্রয়োজন নেই। যদি কেউ একটি ইবাদত সম্পাদন করে এবং এতে আমার সাথে কাউকে শরীক করে, তবে আমি তাকে ও তার অংশীদারকে পরিত্যাগ করব।"

শিরকের রিয়া যে কোন ইবাদতকে অবৈধ করে দেয় বিধায় বৃহত্তর কারণে একটি কাজ অবৈধ হয়ে যায়, যদি কাজটি কেবলমাত্র প্রদর্শন (রিয়া খালিস্) করার জন্য হয়ে থাকে। একটি হাসান ইসনাদ সহকারে উবাই বিন কাব (রা.)-এর বরাত দিয়ে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"এই উম্মাহ্'কে জৌলুস, উচ্চ মর্যাদা, বিজয় ও শক্তিক্ষমতার সুসংবাদ দাও। তাদের মধ্যে যে দুনিয়ার জন্য আখিরাতের কাজ করবে, তার জন্য আখিরাতে কোন পুরষ্কার থাকবে না।"

লা বা'সা বিহি ইসনাদ সহকারে আদ-দাহাক বিন কায়েস (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল-বায়হাকি ও আল-বাজ্জার একটি হাদীস বর্ণনা করেন যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"সৌভাগ্যবান ও সুমহান আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: আমি শ্রেষ্ঠ শরীক, সুতরাং যে আমার সাথে অন্য অংশীদার গ্রহণ করবে, তাকে সেই শরীকের কাছেই ছেড়ে দেয়া হবে। হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের সৎকাজসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহ্'র জন্য কর, কেননা আল্লাহ্ সেই সৎকাজকে গ্রহণ করেন না যদিনা তা কেবলমাত্র তাঁর জন্য করা হয়। এবং, বলোনা যে এই ভাল কাজটি আল্লাহ্'র জন্য ও রাহিম (অবিবাহযোগ্য নারী আত্মীয়)-এর জন্য, কেননা মূলত এটি রহিম-এর জন্য এবং এতে আল্লাহ্'র জন্য কিছুই নেই। আর এরকমও বলো না যে, এ ভাল কাজটি আল্লাহ্ ও তোমাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য, এবং মূলত এটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জন্যই এবং এতে আল্লাহ্'র জন্য কিছুই নেই।"

আত-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, ইবনে হিব্বান এবং আল-বায়হাকি এবং আহমাদ একটি *হাসান* ইসনাদ সহকারে আবু সাঈদ আবি ফিবালা (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন:

"যখন আল্লাহ্ শেষ বিচারের দিন প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিকে সমবেত করবেন, যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তখন একজন আহ্বানকারী বলতে থাকবে: যারা কাজের মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাউকে শরীক করেছ তারা সেগুলোর কাছে প্রতিদান অনুসন্ধান কর। কেননা আল্লাহ্'র এ ধরনের সহযোগীর প্রয়োজন নেই।"

ভাল কাজ যথাসম্ভব গোপনে করা হল সুন্নাহ্, যেমন: দান, নফল নামাজ, নফল সুন্নাহ্, দু'আ, ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং কুর'আন তেলাওয়াত করা। এ ব্যাপারে দলিল অনেক, তবে আমরা এখানে *সহীহ্* ইসনাদের মাধ্যমে আহমাদ কর্তৃক উল্লেখিত ও আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস তুলে ধরব- যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

বাতাস রহমতপুষ্ট। এটি বলে, "হে প্রভূ! তোমার সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে কি?" আল্লাহ্ বলেনঃ "হ্যাঁ, সেই আদম সন্তান যার ডান হাত কিছু দান করলে বাম হাত তা জানতে পারেনা।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে গোপন শিরক থেকে বেঁচে থাকা যায়। আহমাদ, আত-তাবারাণী এবং আবু ইউলা, আবু মুসা আল-আশা'আরী'র বরাত দিয়ে একটি *হাসান* ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি (রা.) তার খুতবাতে উল্লেখ করেছেন যে, **"হে লোকেরা, শিরক সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, কেননা এটি একটি পিপড়ার নিঃশব্দ চলার চেয়ে গোপন থাকে। আবদুর রহমান বিন হাজান এবং কায়েস বিন আল-মুদহারিব উঠে দাড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহ্'র কসম, আপনি যা বলেছেন, তা উঠিয়ে নিতে হবে, অন্যথায় ওমর অনুমতি না দিলেও আমরা তার সাথে দেখা করতে যাব। তিনি [আবু মুসা] বলেনঃ তার চেয়ে বরং আমি যা বলেছি তা ব্যাখ্যা করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদা আমাদের নৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এবং সেখানে তিনি বলেনঃ**

"হে লোকেরা, শিরককে ভয় কর, কেননা এটি পিপড়ার নিঃশব্দ পথ চলার চেয়েও গোপনে থাকে।" আল্লাহ্ যাদেরকে প্রশ্নকারী হিসেবে ইচ্ছা করলেন তারা জিজ্ঞেস করলো: **"হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আমরা এটি কীভাবে এড়িয়ে চলব যখন তা পিপড়ার নিঃশব্দ পথ চলার চেয়েও গোপন থাকে? তিনি (সা.) উত্তরে বললেনঃ বল, "আল্লাহুম্মা ইন্না না'উযুবিকা আন নুস্‌রিকা বিকা সাই'আন না'লামুহ, ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা লিমা লা না'লামুহ (হে আল্লাহ্, আমরা আপনার কাছে, আপনার সাথে কোন কিছু শরীক করা থেকে আশ্রয় চাই-যা সম্পর্কে আমরা জানি এবং আমরা তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাই যা আমরা জানি না)"**

কোন কাজ বা ইবাদতকে বাতিল করে দেয়ার ক্ষেত্রে তাসমিঈ রিয়ার মত নয়, যদিও উভয়ই হারাম। তাসমিঈ এমন একটি কাজ হতে পারে যা রিয়ার সাথে মিশ্রিতও থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্র তাসমি'ঈ হওয়ার আগেই কাজটি বাতিল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে তাসমিঈ পাপকে বাড়ায়, কিন্তু বাতিল হওয়ার উপর কোন প্রভাব ফেলে না। অথবা, কাজটি যেহেতু কেবলমাত্র আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে সেহেতু কাজটি সঠিক ও ভাল থেকে যায়। তবে যে ব্যক্তি তাসমি'ঈতে জড়িয়ে পড়ে সে অবশ্যই পরবর্তীতে গুনাহ্গার হবে। এ গুনাহ্'টি এমন প্রকৃতির যে এর জন্য সে অনুতপ্ত হতে পারে ও মাফ চাইতে পারে। সে ব্যক্তির মৃত্যুর আগে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিংবা বিচার দিবসে গুনাহ্টি গোপন রাখতে পারেন, অথবা সেটি মিজানের পাল্লায় স্থাপন করা হবে যা তার সওয়াব কমিয়ে দিবে। তবে এটি কাজটিকে বাতিল করে দেয় না, কেননা তা কেবলমাত্র আল্লাহ্'র ওয়াস্তেই করা হয়েছিল। তাসমিঈ এর ব্যাপারে দলিলসমূহ কেবলমাত্র এর নিষিদ্ধতার বিষয়টিই প্রকাশ করে, কিন্তু কাজটিকে রিয়ার মত বাতিল করে দেয় না। রিয়া হল শিরক, রিয়া থেকে কৃত যে কোন কাজকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) প্রত্যাখান করবেন এবং যে ব্যক্তি রিয়ায় প্রবৃত্ত হবে তাকে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর সাথে যাকে শরীক করা হয়েছে তার কাছ থেকে পুরষ্কার গ্রহণ করতে বলবেন, অর্থাৎ রিয়া থেকে কৃত কাজ যেন অস্তিত্বহীন এবং অন্যদিকে কোন কাজ যখন আল্লাহ্'র ওয়াস্তে করা হয় এবং পরবর্তীতে তাসমিঈ হয় তখন কাজটি অস্তিত্বশীল থাকে ও এর জন্য পুরষ্কার পাওয়া যায়, কিন্তু সে ব্যক্তি তাসমিঈ এর জন্য গুনাহ্গার হবে। হাদীসের ভাষায়, "আল্লাহ্ সেটি শুনার ব্যবস্থা করে দেবেন", "তিনি তার সব সৃষ্টিকে সেটি শুনার ব্যবস্থা করবেন", "তিনি সব সৃষ্টির সামনে শুনার ব্যবস্থা করে দেবেন।" তারা তাসমিঈ এর ভিত্তিতে শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু রিয়ার মত এখানে কাজটিকে বাতিল করে দেয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি।

কাজটি বাতিল হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রিয়া ও তাসমিঈ একইরকম নয়। এর কারণ হল, রিয়া মিশ্রিত কাজকে এমন মনে করা হয় যেন কাজটি সংঘটিতই হয়নি, সুতরাং সেটি বাতিল হয়ে যায়। তবে কেবলমাত্র আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য কেউ যদি কাজ করে এবং পরবর্তীতে তাসমিঈ সংঘটিত হয়, তাহলে কাজটি সঠিকভাবেই হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। সুতরাং, যা ভুলভাবে করা হয়েছে তার সাথে যথাযথভাবে আল্লাহ্'র নৈকট্য হাসিল করার প্রচেষ্টাকে তুলনা করা হয় না।

ষ. <u>গর্ব ও দাম্ভিকতা:</u>

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) হতে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"কারও হৃদয়ে যদি এক অণু পরিমাণ "কিবর" (অহংকার ও দাম্ভিকতা) থাকে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" একজন লোক জানতে চাইল, "কোন লোক যদি ভাল জামা ও জুতা পরিধান করে তবে কি সে অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে?" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ব্যাখ্যা দিলেন: "আল্লাহ্ সুন্দর ও তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। তবে "কিবর" (ঔদ্ধত্য) অর্থ হল সত্যকে উপহাস করা ও প্রত্যাখ্যান করা এবং অন্য লোকদের ছোট করে দেখা।"

বাতারাল হাক্ব বা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হল, যে হক্ব কথা বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা। ঘামত আন-নাস-এর অর্থ হল ছোট করা ও অবজ্ঞা করা।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মম্ভরিতা"। [সূরা মু'মিন: ৫৬]

দাম্ভিকতার ক্ষেত্রে বলা যায়, একজন ব্যক্তি তখনই দাম্ভিক হয় যখন সে নিজেকে এমন এক পর্যায়ের মনে করে যার জন্য সে উপযুক্ত নয়। গর্ব এবং দাম্ভিকতার মধ্যে পার্থক্য হল দাম্ভিকতা অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। সুতরাং, দাম্ভিকতার কারণে একজন ব্যক্তি অন্যান্য লোকদের মধ্যে অবস্থান করার সময়ে কিংবা একাকী থাকা অবস্থায় নিজের জন্য গর্ব অনুভব করে। তবে গর্বের (কিবর) ক্ষেত্রে সে লোকদের উপর গর্ব ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং অন্যদের উপর অহংকারের কারণে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে... গর্ব ও ঔদ্ধত্য উভয়ই হারাম। এ ব্যাপারে দলিলসমূহ নিম্নরূপ:

- আল-বুখারী, গর্ব বিষয়ক অধ্যায়ে মুজাহিদ বলেছেন:

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"অহংকারবশত সে ঘাড় ঘুড়ায়।" [সূরা আল হাজ্জ: ৯]

- আল হারিসা বিন ওয়াহাব আল-খুজা'ই-এর বরাত দিয়ে আল-বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আমি কি তোমাদের জান্নাতের অধিবাসীদের সম্পর্কে অবহিত করব না। এটি হল সে দূর্বল ব্যক্তি যে দূর্বলতা প্রকাশ করে, কিন্তু সে যদি আল্লাহ্'র নামে কোন শপথ করে তবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তার জন্য তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদের দোযখের অধিবাসী সম্পর্কে অবহিত করব না? এটি হল প্রত্যেক উগ্র, উদ্ধত ও অহংকারী ব্যক্তি।"

- (Muslim reported in the *sahih* and al-Bukahir in *al-Adab al-Mufrad* on the authority of Abu Hurayrah (ra) and Abu Sa'eed (ra) that they said that the Messenger of Allah (saw) said: **"Might is My cloak and pride is My garment. Whoever vies with Me for either of them, Iwill punish him."**)/আবু হুরাইরাহ্ (রা.) এবং আবু সাঈদ (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম তার *সহীহ্*তে এবং আল-বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-এ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"শক্তি হল আমার আচ্ছাদন এবং অহংকার হল আমার পোষাক। যে আমার সাথে এর যে কোন একটি নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে, আমি তাকে শাস্তি দিব।"

- আত-তিরমিযী, আন-নাসাঈ, ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে, ইবনে মাজাহ্ এবং আল-হাকিম আল-মাসতাদরাক-এ একটি

হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আল-হাকিম সাওবান (রা.)-এর বরাত দিয়ে এটিকে *সহীহ্* বলেছেন যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"অহংকার, বিশ্বাসঘাতকতা ও ঋণমুক্ত অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

- আল-বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-এ এবং আত-তিরমিযী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাকে তিনি *হাসান সহীহ্* হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আহ্মাদ ও আল-হুমাইদি তাদের মুসনাদ-এ এবং ইবনে মুবারাক আয-যুহ্দ-এ আমর বিন সুরাইহ্ (রা.) হতে, যিনি তার বাবার কাছ থেকে এবং তিনি তার দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"বিচার দিবসে অহংকারকে একজন মানুষের প্রতিচ্ছবির মধ্যে বীজের মতো উত্থিত করা হবে এবং সব দিক থেকে তাদেরকে অপমানের চাদর দ্বারা ঢেকে দেয়া হবে।"

- আল-বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-এ, আল-হাকিম আল-মাসতাদরাক-এ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেটিকে তিনি *সহীহ্* হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন, এবং আহমদ্ এটিকে ইবনে উমর (রা.)-এর বরাত দিয়ে তার মুসনাদ-এ বর্ণনা করেছেন, এটি সম্পর্কে আল-হায়সামি বলেছেন যে এর বর্ণণাকারীগণ *সহীহ্*, হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে উদ্ধত্যভাব পোষণ করে এবং অহঙ্কারবশত রাস্তা দিয়ে হেটে যায়, সে আল্লাহ্'র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যখন তিনি তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় থাকবেন।"

- আনাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল-বাজ্জার জায়িদ ইসনাদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তোমরা যদি পাপ না করতে তাহলে আমি এর চেয়ে ভয়াবহ কিছুর ভয় করতাম: আর তা হল দম্ভ।"

- রাওদাত আল-উকালা'তে ইবনে হিব্বান, আহ্মাদ এবং আল-বাজ্জার একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-মুনজিরি বলেছেন যে,

এর বর্ণনাকারীগণ বৈধ এবং *সহীহ্*তে তা উল্লেখিত হয়েছে। এ হাদীসে উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র জন্য নিজেকে লাঞ্ছিত করে, আল্লাহ্ তার প্রজ্ঞাকে বাড়িয়ে দেন এবং বলেন পুনরুজ্জীবিত হও, আল্লাহ্ তোমাকে অনুপ্রাণিত করুন। সে নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবতে পারে, কিন্তু লোকদের দৃষ্টিতে সে অনেক মহান। কিন্তু বান্দা যদি গর্ব করে ও তার সীমাকে অতিক্রম করে, তবে আল্লাহ্ তাকে প্রবলভাবে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন: বিতাড়িত হও, আল্লাহ্ তোমাকে নিন্দিত বানিয়ে দেন। সে নিজেকে মহান মনে করে, কিন্তু লোকদের দৃষ্টিতে সে খুব ক্ষুদ্র।"

- আদাব আদ-দুনিয়া এবং দ্বীন-এ আল-মাওয়ার্দী বর্ণনা করেছেন যে, আল-আহনাফ বিন কায়েস বলেন: "আমি বিস্মিত হয়ে যাই যে, যাকে দু'বার প্রস্রাব করতে হয় সে কী করে গর্বিত হতে পারে?'
- আল-মাজমু'তে আন-নাওয়বী বর্ণনা করেছেন যে, আশ-শাফী বলেছেন: কেউ যদি তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চায়, তবে আল্লাহ্ তাকে তার মূল্যের চেয়েও নীচে নামিয়ে আনবেন। তিনি বলেছেন: লোকদের মধ্যে সেই সবচেয়ে দামী যার মূল্য প্রকাশিত নয়, সবচেয়ে গুনবান সেই ব্যক্তিই যার গুন দৃষ্টিগোচর হয় না।

১৫. আলোচনার আদব

ক. শিক্ষার আদবঃ

- শিক্ষা প্রদানের সময় বিরতি দেয়া উচিত যাতে করে শিক্ষার্থীগণ বিরক্ত না হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের নসিহা করতেন। একজন লোক তাকে জিজ্ঞেস করেছিল:

"হে আবু আব্দুর রহমান, আমরা তোমার বক্তব্য পছন্দ করি এবং আমরা চাই তুমি প্রতিদিনই আমাদের শিক্ষা দাও।" তিনি বললেন: "আপনারা বিরক্ত না হলে কোন কিছুই আমাকে এরূপ করা থেকে বিরত রাখতে পারত না। শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করি যিনি আমাদের শিক্ষা দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমরা বিরক্ত না হই।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন:

"প্রতি শুক্রবার একবার লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখ। এর চেয়ে বেশী চাইলে সপ্তাহে শুধুমাত্র দুই বা তিনবার। এই কুর'আন নিয়ে লোকদের বিরক্ত করো না। এছাড়াও, লোকেরা যখন কথা বলছে তখন তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলা শুরু করো না এবং তাদের বিরক্ত করো না বরং তোমাদের নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। যদি শুনতে চায় তবে তারা যখন ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখন কথা বলো। দু'আ'র মধ্যে ছন্দযুক্ত গদ্য অবতারণার ক্ষেত্রে সতর্ক হও, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ-এর সময়ে ছিলাম এবং তারা এরূপ করতেন না।" [আল-বুখারী]

- মসজিদের ভেতরে লোকদের শিক্ষা দেয়ার জন্য উপযুক্ত স্থান ও সময় বাছাই করতে হবে যাতে করে অন্যদের ইবাদতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না হয়। যদি মসজিদটি বড় হয় তাহলে এমন স্থান পছন্দ করতে হবে যেন সেটি লোকদের ইবাদতের জায়গা থেকে দূরে এবং যদি মসজিদটি ছোট হয়, তাহলে এমন সময় বেছে নিতে হবে যখন সালাত আদায় করা মাকরূহ, যেমন: ফজরের বা আসরের সালাতের পর। আবু সা'ঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে 'ইতিকাফরত ছিলেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের (রা.) উচ্চস্বরে কুর'আন তেলাওয়াত করতে শুনলেন, বিধায় তিনি পর্দা সরিয়ে বললেন, "তোমরা প্রত্যেকেই প্রভূর সাথে কথা বলছ, সুতরাং তোমরা একজন অপরজনের তেলাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করো না, অথবা অপরজনের চেয়ে উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করো না, অথবা হয়তো তিনি বলেছেন সালাতের মধ্যে," আল-বায়াদি বর্ণনা করেছেন যে,

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) লোকদের নিকট গেলেন যখন তারা সালাত আদায় করছিল। তারা উচ্চস্বরে কুর'আন তেলাওয়াত করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের বললেন, "সালাতরত ব্যক্তি তার রবের সাথে কথা বলতে থাকে, সুতরাং সে যা বলছে তার উপর তাকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে দাও এবং কুর'আন তেলাওয়াত করার সময় একজনের স্বর অপরজনের উপর চড়া করো না।"

এ দু'টি হাদীস ইবনে আব্দ আল-বার তার আত-তামহীদ-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: আল-বায়াদি ও আবু সা'ঈদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলো *সহীহ্*। আল-বায়াদির হাদীসটি আহ্মাদ বর্ণনা করেছেন এবং আল-ইরাকি বলেছেন যে, এর ইসনাদ *সহীহ্*। আল-হায়সামি বলেছেন যে এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বাসযোগ্য। আবু সা'ঈদ (রা.)-এর হাদীসটি আবু দাউদ ও আল-হাকিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আল-হাকিম বলেছেন যে এর ইসনাদ *সহীহ্*, যদিওবা আল-বুখারী ও আল-মুসলিম এগুলো বর্ণনা করেননি। ইবনে খুজাইমাও ইবনে উমর থেকে একই অর্থ বহনকারী হাদীসটি তার সহীহ্'তে বর্ণনা করেছেন। এ দুটি হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নামাজরত ব্যক্তির নিকটবর্তী একজন ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কুর'আন তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ, কারণ এর ফলে তার নামাযে ব্যাঘাত হয়। আর বিষয়টি যদি এরকম হয় তবে বৃহত্তর কারণে কোন শিক্ষকের নামাজরত ব্যক্তির পাশে

শিক্ষা প্রদান করা উচিত নয়। অথবা, শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বড় মসজিদের মতো এই মসজিদটিও যদি এত বড় হয় যে লোকেরা জামাতের নামাজ বা অন্য নামাজের জন্য সেখানে যায়, তবে মসজিদের ভেতরে এমন একটি জায়গা পছন্দ করতে হবে যাতে নামাজ পড়তে আগ্রহী কোন ব্যক্তি যেন খালি জায়গা পায়। আর মসজিদটি ছোট হলে তাকে এমন একটি সময় বেছে নিতে হবে যখন সালাত আদায় করা মাকরূহ, যেমন: ফজর বা আসরের পর।

- আল্লাহ্'র করুণা, তাঁর প্রদত্ত বিজয় ও সুরক্ষা সম্পর্কে হতাশ না হয়ে আশাবাদী হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেছেন:

"রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন এবং বললেন: লোকদের দাওয়াহ্ করবে এবং তাদেরকে সুসংবাদ দেবে, কিন্তু তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়ো না...।" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেছেন:

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেছেন যে একজন ব্যক্তি বলেছিল: আল্লাহ্ অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। এর প্রেক্ষিতে মহান এবং মর্যাদাবান আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: কে সেই ব্যক্তি যে আমার ব্যাপারে দিব্যি দিয়েছে যে, আমি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করব না; আমি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছি ও তোমার সৎকাজসমূহকে মুছে দিয়েছি [অর্থাৎ যে ব্যক্তি কসম খেয়েছে যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করব না]।" [মুসলিম]

আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"যদি একজন ব্যক্তি বলে যে লোকেরা অভিশপ্ত, তবে সে তাদের ধ্বংস করে দিল।"

আশার বাণী এমনভাবে ছড়াতে হবে যাতে যার উদ্দেশ্যে তা বলা হচ্ছে সে যেন সেটি বুঝতে পারে ও প্রভাবিত হয়। কিতাব ও সুন্নাহ্ ছাড়া আর কিছুই এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। আমরা যদি বিশেষ বাস্তবতার সাথে দলিলকে সম্পর্কযুক্ত করতে পারি তবে সেটি ব্যক্তির উপর সবচেয়ে বড় ও গভীরতম প্রভাব বিস্তার করবে, যেমনটি আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

"তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।" [সূরা আলি-ইমরান: ১১০]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।" [সূরা আর-রূম: ৪৭]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।" [সূরা মু'মিন: ৫১]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন।" [সূরা আন-নূর: ৫৫]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প, এবং ভূমিতে পরাজিত অবস্থায় পতিত হয়েছিলে; ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে যে তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অত:পর তিনি তোমাদিগকে নিরাপদ আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন...।" [সূরা আনফাল: ২৬]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আর বিজয় শুধুমাত্র পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে।" [সূরা আলি ইমরান: ১২৬]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না।" [সূরা আলি ইমরান: ৯]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"আল্লাহ্'র চাইতে অধিক সত্যবাদী কে?" [সূরা আন-নিসা: ১২২]

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তাদের বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। এবং বহুসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।" [সূরা ওয়াক্বিয়া: ৩৯-৪০]

সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমাদের রয়েছে এমন হাদীস যা এই উম্মাহ্'র সর্বশেষ প্রজন্মের মধ্যে থাকা খায়ের বা কল্যাণের প্রমাণ বহন করে; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আমার উম্মতের তুলনা অনেকটা বৃষ্টির মত; যার কল্যাণ শুরুতে না শেষে সে সম্পর্কে জানা থাকে না।"

"কী অপূর্ব আমার ভাইয়েরা!"

"গুরাবাগণ [অপরিচিতরা] রহমতপুষ্ট।"

"আল্লাহ্'র এমন কিছু বান্দা রয়েছে যারা নবী কিংবা শহীদ নন...।" এছাড়া, নবুয়্যতের আদলে খিলাফত ফিরে আসা, রোম জয় করা, ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করা ও তাদেরকে হত্যা করা, পবিত্র ভূমিতে খিলাফত ফিরে আসা- এসব ব্যাপারে আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে।

এখানে মুসলিমদের ইতিহাসের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেমন: বদর, খন্দক, কাদিসিয়্যাহ, নাহাওয়ান্দ, ইয়ারমুক, আজনাদিন এবং তস্তরসহ আরও অগণিত যুদ্ধে বিজয় লাভ করা। আমাদের সেসব যুদ্ধে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত যেগুলোতে মুসলিমগণ সংখ্যা ও প্রস্তুতির বিচারে তাদের শত্রুর চেয়ে পিঁছিয়ে ছিল, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একজনমাত্র ব্যক্তিকে যে অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সেটিতেও তাঁকে বিজয়ী করেছিলেন। আমাদের জিহাদের দিকে পুনরায় মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত এবং মুসলিমদের মনে জিহাদ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়া উচিত এবং তাদের মনকে শান্তি, আপস আলোচনা, নিন্দা বা অসমর্থন জানানোর মতো যেকোন প্রতারণাপূর্ণ স্থুল পদক্ষেপের প্রভাব হতে মুক্ত করতে হবে এবং নিজেদেরকে নগণ্য হিসেবে মেনে নেয়াকে পরিহার করতে হবে।

এটি করার আগে আমাদেরকে হুকুমের ভিত্তি হিসেবে আক্বীদাকে হৃদয়ের গভীরে স্থাপন করতে হবে এবং দেখতে হবে যে এই আক্বীদা কিভাবে গোত্রীয় সংঘাত, অন্যায় স্বার্থ অনুসন্ধান ও গোত্রীয় বিভিন্ন বিষয়ে মোহাবিষ্ট থাকা সেই জাহেলী যুগের আরবদের পরিবর্তন করেছিল, যা তাদেরকে শক্তিশালী উম্মাহ্'তে পরিণত করেছিল; দ্বীন ও আখিরাতের ভিত্তিতে তারা শক্তিশালী হয়েছিল, মানবতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত হয়েছিল, কল্যাণের দিকে বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদান করেছিল এবং স্রষ্টার নির্দেশে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে এসেছিল-যা ছিল সর্বশক্তিমান ও সব প্রশংসার যোগ্য এক সত্তার পথ।

খ. আলোচনায় প্রাণপ্রাচূর্যতা নিশ্চিত করতে হলে মানুষজন যে বাস্তবতায় বসবাস করে সেটা অনুযায়ী আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা উচিত। যদি সে বুঝতে পারে যে, লোকদের সাথে কোন একটি বিশ্বাসের বিষয় নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন, তবে তার তাই করা উচিত; যদি সে দেখে যে তারা কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক অবস্থার কারণে প্রতারিত হচ্ছে তবে তাকে সে বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে। যদি সে লক্ষ্য করে যে, লোকেরা কোন ভুল চিন্তা বা রীতির উপর রয়েছে তবে তাকে তা ব্যাখ্যা করতে হবে এবং সঠিক চিন্তাটি পরিষ্কার করতে হবে, অথবা যেভাবে শায়খ তাকিউদ্দিন আন-নাবাহানি [র.] বলতেন সেভাবে বলতে হবে: "আমাদের উচিত বাঁকা রাস্তার পরে সরল রাস্তাটি দেখিয়ে দেয়া।" এটি অবশ্যই প্রতারণামূলক ও নিন্দাজনক হবে

যদি আলোচনা হয় খুল-এর [স্ত্রীকে একেবারে তালাকা দেয়া] বিষয়ে, যখন আমেরিকা বাগদাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে; কিংবা বিষয় যদি হয় নারীদের গাড়ি চালানো অনুমোদিত কিনা! যখন শত্রুদের হাতে আল-আকসা কারাবন্দী; অথবা আলোচনা যদি হয় নারীদের সংসদ সদস্য হওয়া ঠিক কিনা, যখন আমেরিকার সৈন্যরা দখলকৃত ভূমির সমুদ্রতটে গোসল করছে; বা তা'জিয়া মিছিলে [শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সান্তনার জন্য জমায়েত] অংশগ্রহণ করার হুকুমের বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি যখন আমাদের পেট্রোল লুট হয়ে যাচ্ছে; কিংবা চুলের হুকুম নিয়ে আলোচনা করছি যখন মসজিদ আল-হারামের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে, ইত্যাদি।

- অজ্ঞ ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করা যা শারী'আহ্'র হুকুমের গুরুত্বকে খাটো করে দেয় এবং একজন জ্ঞানী পন্ডিতের অজুহাত খোঁজা যার মতামতের সাথে শিক্ষকের মতামতের ভিন্নতা রয়েছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে উদাহরণ হল নীচের হাদীসটি যা আব্দুল্লাহ্ বিন আল-মুগাফ্ফাল (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং তার মতে এটি *সহীহ্*:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নুড়ি-পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।" [এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের ভিড়ের মধ্যে নুড়ি বা পাথর নিক্ষেপ করা, কিংবা আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে ছুঁড়ে মারা, বা গুলতি ব্যবহার করে তা নিক্ষেপ করা]। বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন আল-মুগাফফাল (রা.) একজন ব্যক্তিকে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখলেন এবং তখন তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু আমি তোমাকে আবারও পাথর নিক্ষেপ করতে দেখছি। আল্লাহ্'র কসম, এরকম করলে আমি আর কখনও তোমার সাথে কথা বলব না।"

আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াসার (রা.)-এর বরাত দিয়ে আহ্মাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে দ্বিতীয়টির ব্যাপারে উদাহরণ পাওয়া যায়, যার বিষয়ে আল-হায়সামি বলেছেন যে, এর ইসনাদে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ রয়েছেন। আমর বিন হারিসের বরাত দিয়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যাতে তিনি [আমর বিন হারিস] আলী [রা.]-কে বলেছেন: আপনি শবযাত্রার সাথে যাওয়ার ব্যাপারে কী বলেন, আমাদের কী এর পেছনে নাকি সামনে হাঁটা উচিত? আলী (রা.) বলেন: এর সামনে হাঁটার চেয়ে পেছনে হাঁটাই অধিকতর পছন্দনীয়, যেভাবে একা ফরয নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতে নামাজ পড়া অধিকতর পছন্দনীয়।" আমর বললেন: "আমি আবু বকর ও উমরকে শবযাত্রার আগে হাঁটতে দেখেছি। আলী বলেন: এটি একারণে যে, তারা লোকদের অসুবিধায় ফেলতে অপছন্দ করেন [অর্থাৎ, লোকেরা যাতে এরকম মনে না করে যে শবযাত্রার সামনে হাঁটা হারাম]।

- যে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করে তার কথা শোনা। আবু নু'আইম তার আল-হিলইয়াহ্-তে, রাওধাত আল-ওকালাত-এ ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন যে, "...মু'আজ বিন সা'দ আল-আ'ওয়ার বলেছেন: আমি 'আতা বিন রাবাহ-এর সাথে বসেছিলাম এবং এক ব্যক্তিকে একটি হাদীস শুনাচ্ছিলাম। অন্য এক ব্যক্তি এ হাদীসটিকে অপর একটি হাদীস দ্বারা বিরোধিতা করেছিল, ফলে তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন, এটি কি ধরনের ব্যবহার? একটি হাদীস সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমি এমনভাবে একজন লোকের কাছ থেকে হাদীস শুনি, যেন আমি সেটা সম্পর্কে কিছুই জানি না।
- কথা বলার সময় শ্রোতা যদি চুপ না থাকে তাহলে কথা চালানো যায় না। জারির (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন:

"লোকদের নীরব থাকতে বল....." এছাড়া, আল-ফাকিহ ওয়াল মুতাফাকিহ্'তে খতিব উল্লেখ করেছেন যে, আবু আমর বিন আল-'আলা বলেছেন: "এটি ভাল আচরণ নয় যে, তুমি এমন কাউকে উত্তর দিচ্ছ যে প্রশ্ন করেনি, কিংবা এমন কাউকে প্রশ্ন করো না যে উত্তর দেয় না, অথবা এমন কারও সাথে কথা বল না যে তোমার কথা শুনে না।"

- আহকাম শারী'আহ্ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে এরূপ কাওয়া'ইদ বা মূলনীতি হতে হুকুম বের করা থেকে বিরত থাকা উচিত, যেমন: বিশেষ প্রয়োজনের মূলনীতি যেটিকে বিশেষ প্রয়োজনের মর্যাদা দেয়া হয় এবং লোকদের জন্য সবকিছুকে সহজ করা বা তাইসির-এর মূলনীতি যা কোনরূপ সীমারেখা ছাড়া প্রয়োগ করা হয়। এর উদাহরণ হল: বাড়ি কেনার জন্য সুদসহ বন্ধকী ঋণ নেয়া; একজন খ্রীস্টানের মালিকানাধীন দোকানে বেকন [লবণে জারিত শুষ্ক শূকরমাংস] বিক্রি করা; এমন এক সেনাবাহিনীতে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া যেটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে; কোন একটি দেশে মুসলিম নারী খিমার পরিধান না করে বাসা থেকে বাইরে বের হয়, কেননা খিমার পরিধান না করলে সেদেশে বিচারের সম্মুখিন হতে হয় না, অতএব সে তা পরিত্যাগ করতে পারে। বিচারক পদে কাজ করা যেখানে আল্লাহ্'র আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার পরিচালনা করতে হয় এবং এজাতীয় আরও অনেক কিছু।
- যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে জ্ঞান আছে বলে ভান করা হতে বিরত থাকা। উমর (রা.) বলেছেন:

"আমাদেরকে জ্ঞানের ব্যাপারে ভান করতে নিষেধ করা হয়েছে।" [বুখারী]

মাসরুক বলেছেন: আমরা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)-এর কাছে আসলাম এবং তিনি বললেন,

"হে লোকেরা! যদি কেউ কিছু জানে তবে সে তা বলতে পারে, আর যদি সে না জানে তবে তার বলা উচিত: **"আল্লাহ্ ভাল জানেন।" কোন কিছু সম্পর্কে বলার জন্য জ্ঞান থাকার বিষয়ে এটি একটি নির্দেশনা। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর রাসূলকে (সা.) বলেন: "বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আর আমি লৌকিকতাকারীও নই।** [সূরা সোয়াদ : ৮৬]" [মুত্তাফিকুন আলাইহি]

- বিতর্ক ও বোকা লোকদের সাথে তর্ক পরিহার করা: এটি বর্ণিত আছে, জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"জ্ঞান অর্জন করো না এই উদ্দেশ্যে যাতে তোমরা আলেমদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারো, এবং বোকা লোকদের সাথে কুতর্ক করতে পারো, এবং উচ্চপদে আসীন হতে পারো: আর যে এরকম করে তার স্থান জাহান্নাম, জাহান্নাম।" এটি ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে বর্ণনা করেছেন। আল-হাকিম এটিকে *সহীহ্* বলেছেন ও আজ-জাহাবি এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। এটি ইবনে মাজাহ্, আল-বায়হাকী, ইবনে আবদ আল-বার তার জামি বায়ান আল-ইলম ওয়া ফাদলিহিতে'ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

- রিয়া, তাসমিঈ, ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করা। এটি আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি।
- লোকদের সাথে তাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুসারে কথা বলা উচিত। এটি বর্ণিত আছে যে, আলী (রা.) বলেছেন:

"লোকদের সাথে এমনভাবে কথা বল যাতে তারা তা স্বীকৃতি দেয়। তোমরা কি চাও যে, তারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে পরিত্যাগ করুক?" [আল বুখারী]। ইবনে হাজার আত-ফাতহ'তে বলেছেন: "যাতে তারা তা স্বীকৃতি দেয়", অর্থাৎ: "যেভাবে তারা বুঝতে পারে'। ইবনে মাস্উদ (রা.) বলেছেন:

"তোমাদের কোন লোকের সাথে এমন বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিত হবে না যা তারা বুঝতে পারে না, কেননা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা ফিতনার কারণ হয়।" [মুসলিম]

ইবনে আব্বাস বলেছেন:

"পবিত্র, অমায়িক ও আইনজ্ঞ [বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন] হও, সেই ব্যক্তিই রাব্বানি যে কঠিনভাবে নয় বরং সহজ জ্ঞানের মাধ্যমে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়। [আল-বুখারী]

খ. খুতবার আদবঃ

- আম্মার (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে জুম'আ'র খুতবা সংক্ষিপ্ত করতে হবে: তিনি (রা.) রাসূলুল্লাহ্‌কে (সা.) বলতে শুনেছেন:

"নামাজকে দীর্ঘায়িত করা ও খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করা থেকে একজন ব্যক্তির ঈমানের উপলব্ধি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। সুতরাং নামাজকে দীর্ঘায়িত কর ও খুতবাকে সংক্ষিপ্ত কর। অবশ্যই যথাযথ খুতবার মধ্যেই মুগ্ধতা নিহিত রয়েছে।"

এবং জাবির বিন সুমরাহ্-এর হাদীসটি নিম্নরূপ:

"আমি সাধারণত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সালাত আদায় করতাম এবং তাঁর সালাত ও খুতবা উভয়ই দৈর্ঘ্যের দিক থেকে পরিমিত ছিল।" [মুসলিম]

আল-হাকাম বিন হুজেন আল-কালফি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন:

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে জুম'আর নামাজ আদায় করছিলাম যেখানে তিনি একটি লাঠি কিংবা ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু অসাধারণ ও রহমতপুষ্ট শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্'র প্রশংসা ও মাহাত্ম বর্ণনা করেন।" এটি ইবনে খুজাইমা তার *সহীহ্*তে বর্ণনা করেছেন। এটি আহমাদ ও আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার বলেছেন যে, এর ইসনাদ হাসান। এছাড়াও আবদুল্লাহ্ বিন আবু আওফা বর্ণনা করেছেন যে:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিকির বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা কমিয়ে দিয়েছিলেন, সালাতের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন। তিনি কোন দাস কিংবা বিধবার সমস্যা সমাধানের বিষয় হতে নিজেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে চলাফেরা করতে অস্বীকার করেননি।

আল-হাকিম বলেছেন যে, দুই শায়খের শর্ত অনুসারে হাদীসটি *সহীহ্*। ইবনে হিব্বান তার *সহীহ্*তে এটি উল্লেখ করেছেন এবং আল-ইরাকী এটিকে *সহীহ্* হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ইবনে আবু আওফা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি একই ধরনের বর্ণনাকারী সহকারে আবু উমামার বরাত দিয়ে আত-তাবারাণী বর্ণনা করেছেন। আল-হায়সামি বলেছেন যে এর ইসনাদ *হাসান*।

অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, সালাত ও খুতবা পরিমিতিকরণ বলতে বুঝায় যে সালাত খুতবার চেয়ে প্রলম্বিত হবে। ইবনে আবি আওফা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সালাতকে দীর্ঘায়িত করতেন ও খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করতেন। অতএব, শুক্রবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাত খুতবার চেয়ে দীর্ঘ হত। আমরা যদি তাঁর সালাতের দৈর্ঘ্যকে পরিমাপ করতে পারি তাহলে খুতবার দৈর্ঘ্য বের করতে পারব, কেননা খুতবা সালাতের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জুমু'আর সালাত সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা.) সূরা জুমুআহ্ ও সূরা মুনাফিকুন তেলাওয়াত করতেন। নোমান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা.) সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল্ আ'লা এবং হাল আতাকাল হাদীসুল ঘাসিয়াহ্ পড়তেন। ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও সূরা জুমু'আহ্ ও সূরা মুনাফিকুন তেলাওয়াত করার কথা উল্লেখ আছে। এ তিনটি হাদীসই মুসলিম উল্লেখ করেছেন। সূরা জুমু'আহ্ ও মুনাফিকুন তেলাওয়াত করতে যে সময় লাগে এবং তার সাথে সূরা ফাতিহা দু'বার তেলাওয়াত করা, দু'বার রুকু করা, চারটি সিজদাহ দেয়া, তাশাহুদ পড়ার জন্য বসা ও দূরুদে ইবরাহীম পড়ার সময় যোগ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সবচেয়ে দীর্ঘ জুমার নামাজের সময় বের করা যেতে পারে। এটিই জুমু'আর সবচেয়ে দীর্ঘ সালাত। আর, সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল্ আ'লা এবং হাল আতাকাল হাদীসুল ঘাসিয়াহ্'র তেলাওয়াতের সাথে উপরে উল্লেখিত বাকি বিষয়গুলো পালন করার সময় যোগ করে সবচেয়ে সংক্ষিপ্তটি পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং,

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সালাত খুতবার চেয়ে দীর্ঘ হওয়ার কারণে খতিব সাহেব তার খুতবা দেয়ার সময় এ সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে পারেন।

- একজন ব্যক্তি মিম্বারে দাঁড়িয়ে পাঠদান বা লেকচার দেয়ার ভঙ্গিতে, কিংবা প্রবন্ধ বর্ণনা অথবা কবিতার আদলে বক্তব্য দেবে না বরং মৌখিকভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেয়ার মত করেই সে বলবে। মৌখিকভাবে প্রকাশ্য বক্তব্য দেয়ার রীতি কিরকম হবে তা বুঝতে হলে তাকে সে বিষয়বস্তুর উপর ভাষা বিষয়ক বই পড়তে হবে।
- ব্যক্তিকে অবশ্যই ব্যাকরণগত ভুল পরিহার করতে হবে। খতিবের এ ধরনের ভুল অশালীন দেখাবে এবং আরও কদর্যপূর্ণ হবে যদি তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করার সময় এ ভুল করেন।

গ. বিতর্কের আদব

আল-জাদাল শব্দের অর্থ বিতর্ক বা মতবিরোধ, যা আমরা নিম্নোক্ত আয়াতে দেখতে পাই:

"আল্লাহ্ তার কথা যথার্থই শুনেছেন, যে (খাওলা বিনতে ছা'লাবা) তার স্বামী (আওস বিন আস-সামিত)-এর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহ্'র দরবারে ফরিয়াদ করে যাচ্ছিল, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ উভয়ের কথাবার্তা শুনেছেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু দেখেন।" [সূরা মুজদালাহ: ১] এই আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'তাহাউর' শব্দটি 'আল-জাদাল'কে নির্দেশিত করে ব্যবহার করেছেন। এর সংজ্ঞা হচ্ছে: যে বিষয়ে বিতর্ক করা হচ্ছে তার স্বপক্ষে প্রমাণাদি কিংবা প্রমাণাদি সদৃশ্য কিছু উপস্থাপন করা। এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষের (উপস্থাপিত) প্রমাণাদিকে সঠিক প্রমাণাদি দ্বারা ভুল প্রমাণিত করে সত্য দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করানোর ব্যাপারে তার বুদ্ধিবৃত্তিক মনকে আশ্বস্ত করা।

সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যাকে দূরীভূত করার লক্ষ্যে কিছু কিছু বিতর্ককে শারী'আহ্'তে ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বক্তব্য থেকে এ ব্যাপারে দলিল পাওয়া যায়:

"[হে মুহাম্মদ(সা.)] আপন পালনকর্তার পথের (তথা ইসলাম) প্রতি (মানবজাতিকে) আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও সুষ্ঠু উপদেশের দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়।" [সূরা আন-নাহল: ১২৫] এছাড়াও,

"[হে মুহাম্মদ (সা.)] বলে দিন, প্রমাণাদি হাজির কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" [সূরা আল বাক্বারা: ১১১]

এছাড়াও, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কার মুশরিক, নাজরানের খ্রীষ্টান ও মদীনার ইহুদীদের সাথে বিতর্ক করেছেন। দাওয়াহ্ বহনকারীগণ কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে ও ভুল চিন্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। একটি ফরয দায়িত্ব পালনের জন্য বিতর্ক করা যদি উপযোগী রীতি হয় তাহলে "একটি ফরয দায়িত্ব পালনের জন্য যা কিছু অপরিহার্য তাও ফরয" মূলনীতি অনুসারে সেটিও ফরয হয়ে যায়।

এমন কিছু বিতর্ক রয়েছে যা শারী'আহ্ নিষিদ্ধ করেছে এবং এগুলো কুফর হিসেবে বিবেচিত। যেমন আল্লাহ্ ও তাঁর নিদর্শন নিয়ে অহেতুক বিতর্ক করা:

"তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতন্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী এবং শাস্তিদানে কঠোর।" [সূরা আর-রা'দ: ১৩]

"কাফিররাই কেবল আল্লাহ্'র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে।" [সূরা গাফির: ৪]

"যারা তাদের নিজেদের কাছে আগত কোন দলিল প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্'র আয়াতসমূহ নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তারা আল্লাহ্ ও মুমিনদের কাছে খুবই অসন্তোষের কারণ বলে বিবেচিত।" [সূরা গাফির : ৩৫]

"এবং যারা আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে বিতর্ক করে তারা যেন জেনে রাখে, তাদের কিন্তু পলায়নের কোনো জায়গা নেই।" [সূরা আশ-শূরা: ৩৫]; অবিশ্বাসীরা (সত্যকে) অস্বীকার করে এবং (সত্যকে) মেনে নেয় না। কারণ অস্বীকারকারীরা সত্যকে ভুল প্রমাণিত করতে চায় এবং যে (সত্যকে) মেনে নেয় সে সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যাকে খণ্ডন করার জন্য তর্ক করে:

"এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য তারা অন্যায়ভাবে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল।" [সূরা গাফির: ৫]

"প্রকৃতপক্ষে, এরা কেবল বিতর্কের উদ্দেশ্যেই এসব কথা উপস্থাপন করে বরং এরা তো কলহপরায়ণ জাতি বটে।" [সূরা যুখরুফ: ৫৪]

কুর'আন কোন মু'জিযা নয় বা এটি আল্লাহ্'র কাছ থেকে আসেনি-এটি প্রমাণ করার জন্য বিতর্ক করাও অবিশ্বাস [কুফর]। আবু হুরাইরাহ্ (রা.)-এর বরাত দিয়ে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"কুর'আন নিয়ে বিতর্ক করা হচ্ছে অবিশ্বাস [কুফর]।" ইবনে মুফলিহ্ বলেছেন যে, এর ইসনাদ জায়িদ এবং আহমাদ সাকির একে *সহীহ্* ঘোষণা করেছেন। সত্য পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তা নিয়ে বিতর্ক করা মাকরূহ হতে পারে:

"তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পরও; তারা যেন দেখতে দেখতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে।" [সূরা আনফাল: ৬]

দলিল অথবা সম্ভাব্য দলিল [সুবহাত দলিল] নিয়ে একজন বিতর্ক করতে পারে, কিন্তু এগুলো ব্যতিত বিতর্ক কেবলমাত্র ঝগড়া বা বিভ্রান্তি তৈরী করবে। সুবহাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, "একটি অংশ এটিকে সত্য মনে করছে যদিওবা তা সত্য নয়।" এটি হল ইবনে উকাইল-এর সংজ্ঞা। ইবনে হাজম বিবাদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, "একটি মিথ্যা বিষয়কে মিথ্যা দলিলসহ উপস্থাপন করলে তা মিথ্যার দিকেই নিয়ে যায় এবং এটিই কুতর্ক।" ইবনে উকাইল বলেছেন: "যদি কেউ আলেমগণের পদ্ধতি অনুসরণ করতে চায় তবে তাকে দলিল অথবা সম্ভাব্য দলিলসহ [সুবহাহ্] কথা বলতে হবে, আর কলহ হচ্ছে মতবিরোধকারী লোকদের মধ্যকার বিভ্রান্তি।" কেউ হয়তো কলহ করাকে যুক্তি-তর্ক হিসেবে গণ্য করতে পারে যার কোন দলিল বা সম্ভাব্য দলিল নেই।

বিতর্কের নিয়ম ও আদব বিষয়ে মুসলিম উলামাদের উপদেশসমূহ কিছু সমন্বয় সহকারে নিম্নরূপ:

- আল্লাহ্ ভীতিকে প্রাধান্য দেয়া উচিত যাতে করে তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হুকুম মানার মাধ্যমে নৈকট্য হাসিল করা ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।
- প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করা, অবদমন করা ও পরাজিত করা নয়, বরং সত্য প্রতিষ্ঠা করা ও মিথ্যার যুক্তি খন্ডনের মানসিকতা

থাকা উচিত। আশ-শাফি'ঈ বলেছেন: "হক্বের পথে কাউকে সাহায্য করা এবং সঠিক দিকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কোন কারণে আমি কখনও কোন ব্যক্তির সাথে তর্ক করিনি, এবং আল্লাহ্'র কাছে সে ব্যক্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য দু'আ করেছি। আমার কথা দ্বারা তাকে, অথবা তার কথা দ্বারা আমাকে আল্লাহ্ সত্য দেখাবেন- এ উদ্দেশ্য ছাড়া কারও সাথে কথা বলিনি। ইবনে উকাইল বলেছেন: কোন বিতর্কের উদ্দেশ্য যদি সত্যকে সাহায্য করা না হয়, তবে এতে সম্পৃক্ত ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ।"

- পদমর্যাদা, পদবি, স্বার্থ, তর্ক অথবা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বিতর্ক করা উচিত নয়।

- বিতর্ককারীর অবশ্যই আল্লাহ্, তাঁর দ্বীন ও প্রতিপক্ষের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা উচিত, কেননা দ্বীন হল নসিহা [সত্যিকারের নিষ্ঠা]।
- আল্লাহ্'কে ধন্যবাদ প্রদান করে ও তাঁর প্রশংসা করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সালাম ও দুরূদ প্রেরণের মাধ্যমে শুরু করা উচিত।
- বিতর্ককারীর আশা করা উচিত যে, আল্লাহ্'কে সন্তুষ্ট করে এরকম কোন কিছু অর্জনের ব্যাপারে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাকে সাহায্য করবেন।
- বিতর্কের ধরণ ও প্রকাশভঙ্গি আকর্ষণীয় হতে হবে। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"হক্ব উপদেশ, মাধূর্যপূর্ণ ব্যবহার, সুচিন্তিত পর্যালোচনা ও পরিমিতিবোধ হল নুবয়্যতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ' [আহমাদ ও আবু দাউদ]। ইবনে হাজার তার ফাত আল-বারীতে উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটির একটি *হাসান* ইসনাদ রয়েছে। এই হাদিসটিতে একটি বর্ণণা সহকারে উল্লেখ আছে যে, ইবনে মাস্উদ বলেছেন:

"জেনে রেখো যে, শেষ জমানায় কিছু ধর্মীয় কাজের চেয়ে পথ প্রদর্শনের উত্তম পদ্ধতি অধিকতর শ্রেয়।" ইবনে হাজার তার ফাত আল-বারী-তে উল্লেখ করেছেন যে, এর সনদ *সহীহ্*।

- বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ হলে তা অন্যদের বুঝতে সহজ হবে এবং সেটি সর্বাঙ্গীন ও কার্যকর হবে। বড় বাক্য মানুষের বিরক্তির উদ্রেক করে এবং এটি ভুল করার প্রবনতার দিকে নিয়ে যায় বললে অত্যুক্তি হবে না।
- তার এমন একটি মূলনীতি ঠিক করে নিতে হবে যাতে করে উভয়ই সেটির ভিত্তিতে আলোচনা করে। একজন অবিশ্বাসীর

সাথে সেটি হবে বুদ্ধিবৃত্তিক, কিন্তু মুসলিমদের সাথে এটি হতে পারে বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা দলিলভিত্তিক। বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোতে চিন্তা হল ভিত্তি, কিন্তু আইনগত বিষয়ে ভিত্তি হল কিতাব, কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর।" [সূরা নিসা: ৫৯]; অর্থাৎ, কুর'আন ও সুন্নাহ্।

- কাফিরের সাথে শারী'আহ্'র শাখা-প্রশাখার [ফুরু] বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়, কেননা সে এগুলোর ভিত্তিকেই বিশ্বাস করে না। তার সাথে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা, মেয়েদের স্বাক্ষী দেয়া, জিযিয়া, উত্তরাধিকার, মদ নিষিদ্ধ হওয়া এবং এধরনের অন্যান্য হুকুম নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। আলোচনার বিষয়বস্তু দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে হতে হবে যার যৌক্তিক প্রমান রয়েছে। কারণ, বিতর্কের উদ্দেশ্য হল তাকে মিথ্যা থেকে হক্বের পথে নিয়ে আসা, পথভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথে নিয়ে আসা এবং যদি আমরা তাকে কুফর থেকে ঈমানে আনতে না পারি তবে তা সম্ভব হবে না। একইভাবে বৌদ্ধ বা ইহুদী ধর্মের ব্যাপারে যুক্তি খন্ডন করে খ্রীস্টানের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এধরনের আলোচনাকে বিতর্ক হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। একজন খ্রীস্টান ব্যক্তি বৌদ্ধ বা ইহুদী নয় যে তাকে এসব বিশ্বাসের ভ্রান্তিসমূহ উন্মোচন করতে হবে, বরং তার সাথে তার ভুল বিশ্বাসের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে যাতে করে সে তা পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে আমরা একথা বলি না যে, আমরা সে জিনিস নিয়ে বিতর্ক করি যাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং যা আমরা বিশ্বাস করি না তা পরিত্যাগ করি, কেননা এগুলো নিয়ে আমরা বিতর্ক করতে বাধ্য। আর বিতর্ক কখনও এমন বিষয়ে হতে পারে না যে বিষয়ে আমরা একমত পোষণ করি। একজন খ্রীস্টান বা একজন পুঁজিবাদী যদি একজন মুসলিমের সাথে বৌদ্ধধর্ম, কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র যে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে

অসার সে বিষয়ে একমত পোষণ করে এবং সে এ বিষয়ে কথা বলে তবে সেটিকে বিতর্ক বা বাদানুবাদ বলা যাবে না। বরং যতক্ষন না ঐ ব্যক্তির নিকট ইসলামকে উপস্থাপন করা হবে ততক্ষন পর্যন্ত ঐ মুসলিম তার উপর অর্পিত বিতর্ক করার ফরয দায়িত্ব হতে রেহাই পাবে না। একইভাবে, আমরা বলতে পারি না যে আমরা কাফিরদের সাথে যেসব ব্যাপারে একমত তা নিয়ে আলোচনা করব এবং যেসব বিষয়ে একমত হতে পারব না তা বিচার দিবসের জন্য ছেড়ে দেব, সেদিন আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সেই বিষয়ে তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ইচ্ছানুযায়ী রায় দেবেন এবং তিনি আমাদের মধ্যকার বিষয়ে মধ্যস্থতা করবেন। আমরা এটা বলতে পারি না, কারণ যেসব বিষয়ে আমরা একমত নই সেসব বিষয়ে বিতর্ক করা বাধ্যতামূলক এবং আমরা যদি তা না করি তবে কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করা হবে। তবে অবশ্যই এ দুনিয়া ও আখেরাতে বিচারের মালিক আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা), কিন্তু আমাদের উপর যে দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন সে বিষয়ে আল্লাহ্'র কাজ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হওয়ার অবকাশ নেই। এ ধরনের প্রমাণ অসমর্থনীয়। অবশ্যই এটি এমন একটি যুক্তি যে ব্যাপারে কোন দলিল বা সম্ভাব্য দলিল নেই।

- প্রতিপক্ষের সামনে উচ্চকণ্ঠ বা চিৎকার করা উচিত নয়, বরং শোনার জন্য যতটুকু যথেষ্ট ততটুকু জোরে বলতে হবে। এটি বর্ণিত আছে যে, আবদ আস-সামাদ নামে একজন ব্যক্তি আল-মামুনের সাথে কথা বলছিল এবং উচ্চ কণ্ঠে কথা বলছিল। আল-মামুন বললেন, হে আবদুস-সামাদ, গলা উঁচু করো না। কেননা অধিকতর হক্বের মধ্যে শুদ্ধতা নিহিত, অধিকতর শক্তি প্রয়োগের মধ্যে নয়। আর ভাল বক্তা [খতিব] আল-ফাকিহ [যে জ্ঞান দেয়] এবং মুতাফাকিহ [যে জ্ঞান গ্রহণ করে]-এর জন্য উত্তম।
- প্রতিপক্ষকে খাট করে দেখা, বা ছোট করা উচিত নয়।
- যদি উদ্ধত আচরণ না করে, তাহলে যুক্তি উপস্থাপন করার সময় ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। আর উদ্ধত হলে তার সাথে বিতর্ক করা বা যুক্তি উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা উচিত।
- রাগ করা বা বিরক্ত হওয়া থেকে তার বিরত থাকা উচিত। ইবনে সিরেন বলেছেন: "আল হিদ্দা [উদ্ধত আচরণ] জাহেলিয়াতের অপর নাম।" অর্থাৎ এ ঘটনাটি যখন বিতর্কের সময় ঘটে। ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে আত-তাবারাণী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোকেরা ক্রোধাক্রান্ত থাকবে।" এ হাদীসের বর্ণনা সনদে সালাম বিন মুসলিম আত-তাবিল নামে একজনের নাম পাওয়া যায় যার বর্ণনা প্রত্যাখাত [মাক্রক]। আলী বিন আবি তালিবের বরাত দিয়ে আত-তাবারাণী উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সেসব ক্রোধান্বিত ব্যক্তি, যারা ক্রোধাক্রান্ত হবার পর আবার শান্ত অবস্থায় ফিরে আসে।"

এর বর্ণনা সনদের মধ্যে না'ঈম বিন সালিম বিন কানবার রয়েছে, যে একজন মিথ্যাবাদী।

কোন ব্যক্তি তার চেয়ে জ্ঞানবান কারও সাথে বিতর্ক করার সময় বলা উচিত নয় যে, আপনি ভুল করেছেন অথবা আপনি যা বলেছেন তা ভুল। বরং তার বলা উচিত: যদি কেউ এরূপ ও এরূপ বলে আপত্তি করে তবে আপনি কি বলবেন, কিংবা তার এমনভাবে আপত্তি করা উচিত যাতে মনে হয় যেন সে সঠিক পথের খোঁজ করছে, উদাহরণস্বরুপ: এরূপ বলাটা কি সঠিক নয়?

- প্রতিপক্ষ যা বলছে তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং বুঝতে হবে যাতে করে সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা যায়। প্রতিপক্ষকে শেষ করার সুযোগ না দিয়ে নিজে কথা বলার জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। ওয়াহাব বলেছেন: আমি শুনেছি যে, মালিক বলেন: "না বুঝে উত্তর দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই, এবং প্রতিপক্ষের কথা বলার সময় বাধা

প্রদান করা ভাল আদবের লক্ষণ নয়।" যদি এটা বুঝা যায় যে, প্রতিপক্ষ নিজেকে জাহির করছে ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য খেলছে তবে বাস্তবিকভাবে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। যদি আলোচনার সময় এ ধরনের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তাহলে তাকে নসীহা করতে হবে। আর যদি সে ব্যক্তি নাসীহা গ্রহণ না করে তাহলে আলোচনা সেখানেই বন্ধ করে দিতে হবে।

- প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়া উচিত এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে সেদিকে লক্ষ্য করা উচিত নয় এবং এক্ষেত্রে তারা তার সাথে একমত পোষণ করুক বা না করুক তা বিচার্য বিষয় নয়। যদি প্রতিপক্ষ এরকম করে তবে তাকে নসীহা করা উচিত। যদি সে এতে কর্ণপাত না করে তবে বিতর্ক বন্ধ করে দিতে হবে।
- একগুয়ে বা আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির সাথে বিতর্ক করা উচিত নয়। কেননা এমন ব্যক্তি কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে না।
- এমন কোন জায়গায় কোন ব্যক্তির আলোচনা করা উচিত নয় যেখানে সে আলোচনায় ভীত, উদাহরণস্বরূপ: স্যাটেলাইট চ্যানেল বা জনসমক্ষে, যদি না সে তার দ্বীনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী থাকে ও আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু ভয় না করে এবং সাহসের সহিত বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কারাবরণ বা মৃত্যুকে সে মেনে নিতে রাজি থাকে। হামজা (রা.)-এর মত শহীদ হওয়ার ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকলে এমন সভায় তার বিতর্ক করা ঠিক হবে না যেখানে আমীর বা শাসক উপস্থিত রয়েছে। অন্যথায় তার জন্য নীরবতা উত্তম। কেননা এধরণের পরিস্থিতিতে সে দ্বীন ও আলেম ব্যক্তিদের সন্মানহানি করতে পারে। এক্ষেত্রে সে ইমাম আহমাদ ও ইমাম মালিকের মত বড় মাপের আলেমদের অবস্থান এবং সুন্নাহ্ পরিত্যাগকারী গাদ্দাফীর সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া মুসলিমদের অবস্থানের কথা স্মরণ করতে পারে।
- এমন কারও সাথে বিতর্ক করা উচিত হবে না যে তাকে ঘৃণা করে, এক্ষেত্রে ঘৃণা তার পক্ষ থেকে নাকি প্রতিপক্ষের তরফ থেকে তা বিচার্য বিষয় নয়।
- ইচ্ছাকৃতভাবে জমায়েতের মধ্যে প্রতিপক্ষের চেয়ে উপরে কোন জায়গায় বসা উচিত নয়।
- প্রতিপক্ষের জানা থাকলে কোন বিষয় অযথা দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়, তার প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তিকে দূর্বল না করে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে হবে, অর্থাৎ বিতর্কের বিষয়বস্তু।
- যে ইলম ও আলেমকে খাট করে তার সাথে কথা বলা উচিত হবে না, অথবা যারা বিতর্ক ও বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এমন বোকাদের সাথে কথা বলা ঠিক হবে না। মালিক বলেন: "জ্ঞানের অপমান ও অসম্মান তখনই করা হয় যখন কেউ জ্ঞানের বিষয়ে এমন কারও সাথে কথা বলে যে তাকে মানতে চায় না।"
- প্রতিপক্ষ সত্য কথা বললে ঔদ্ধত্যের কারণে তা প্রত্যাখান করা উচিত হবে না। মিথ্যা বহন করার চেয়ে সত্যে প্রত্যাবর্তন করা উত্তম এবং এর মাধ্যমে সে যাতে যেসব ব্যক্তি কিছু শুনে ও সেগুলোর মধ্য হতে সর্বোত্তমটি অনুসরণ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
- এমন কোনো বিকৃত উত্তর প্রদান করা যাবে না যা প্রশ্নের সঙ্গে সাঙ্ঘর্ষিক। উদাহরণস্বরূপ:

  প্রশ্ন: সৌদি আরব কি একটি ইসলামী রাষ্ট্র?

  উত্তর: এর বিচারব্যবস্থা ইসলামী।

এটি ইচ্ছাকৃত বিকৃতিকরণ। তার বলা উচিত: হ্যাঁ অথবা না, কিংবা আমি জানি না। এ ধরনের উত্তরই প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

- কখনওই তার সুস্পষ্ট বাস্তবতাকে অস্বীকার করা উচিত নয়, অন্যথায় সে ঔদ্ধত্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন: কেউ যদি অস্বীকার করে যে কাফিররা মুসলিমদের ঘৃণা করে, অথবা মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান সরকারসমূহ হচ্ছে কুফর সরকার, অর্থাৎ তারা ইসলাম দ্বারা শাসন করে না।
- তার এমন কোন সাধারণ বক্তব্য দেয়া উচিত নয় যা পরবর্তীতে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ: যদি শুরুতে সে বলে যে, আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু, কিন্তু পরবর্তীতে সে বলে যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ও তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আমেরিকা তাদের সাহায্য করছে, কারণ এটি স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার পছন্দ করে। অথবা, তার এটা বলা উচিত হবে না যে আমেরিকা ইরাককে অত্যাচার ও স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করার জন্য এসেছে।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য প্রমাণ হাজির করার ক্ষেত্রে তার বিরত হওয়া উচিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ: সুদের ভিত্তিতে পশ্চিমা দেশে বাড়ি কেনার অনুমোদন দেয় এই যুক্তিতে যে, নির্দিষ্ট প্রয়োজনকে নির্দিষ্ট অপরিহার্যতা বা জরুরত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কিন্তু সে সুদের ভিত্তিতে অন্যান্য প্রয়োজনকে অনুমোদন দেয় না, যেমন: খাবার, পোষাক, বিয়ে ইত্যাদি। প্রয়োজনের যুক্তি দেখিয়ে সে যদি এসব কিছুর অনুমোদন দেয়, তাহলে তাকে আরও অনেক হারাম বিষয়কে অনুমোদন দিতে হবে এবং সব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে যদি তার প্রমাণ ও মূলনীতি প্রয়োগ না করে, তাহলে সে স্ববিরোধিতার জন্ম দিবে।

১৬. গুরাবাগণের (অপরিচিত/আগন্তুক) উপর রহমত বর্ষিত হোক, লোকেরা যা বিকৃত করে ফেলেছে তারা তা সংশোধন করবে

আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-এর বরাত দিয়ে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছিল অপরিচিতরূপে, এবং এটি আবার ফিরে আসবে অপরিচিতরূপে, সুতরাং সেইসব অপরিচিতদের/আগন্তুকদের জন্য সুসংবাদ।"

যারা নিজেদের জাতি ও জন্মভূমি থেকে দূরে বসবাস করে তারাই অপরিচিত/আগন্তুক। আবদুল্লাহ্ বিন মাস্উদের বরাত দিয়ে আদ-দারিমী, ইবনে মাজাহ্, ইবনে আবি শায়বা, আল-বাজ্জার, আবু ইউ'লা এবং আহমাদ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছিল অপরিচিতরূপে, এবং পূর্বের মত একইভাবে এটি আবার ফিরে আসবে অপরিচিতরূপে, সুতরাং অপরিচিতদের/আগন্তুকদের জন্য সুসংবাদ।" কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, "আগন্তুক কারা?" তিনি (সা.) বললেন: "যারা তাদের লোকদের [শাব্দিকভাবে গোত্র থেকে ইসলামের জন্য বিছিন্ন হবে] থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।" এই বর্ণনাটি ইমাম আহমাদ-এর বর্ণনার মতো।

নীচে এই আগন্তুকদের বিষয়ে আরও কিছু প্রশংসাসূচক বর্ণনা উল্লেখ করা হল:

<u>লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তাদের সংশোধন করবে যারা</u>: আমর বিন আউফ বিন জায়েদ বিন মুলহাহ্ আল-মুজানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"সাপ যেভাবে সংকুচিত হয়ে তার গর্তে ফিরে আসে ইসলামও সেভাবে সংকুচিত হয়ে হিজাজে ফিরে আসবে, এবং পাহাড়ী ছাগল যেভাবে পর্বতের শীর্ষে আশ্রয় পায় দ্বীনও সেভাবে হিজাজে আশ্রয় খুঁজে পাবে। নিশ্চয়ই দ্বীনের যাত্রা শুরু হয়েছিল অপ্রচলিত ও অদ্ভুতভাবে এবং এটি অপ্রচলিত ও অদ্ভুতভাবে ফেরত আসবে। সুতরাং, আগন্তুকদের জন্য তুবা [সুসংবাদ], যারা আমার পরে আমার সুন্নাহ্'কে বিকৃত করে ফেলার পর তা ঠিক করবে।"

আবু ইসা বলেছেন: এটি *হাসান* হাদীস এবং এই আগন্তুকগণ সাহাবা নন, কেননা তারা আসবেন মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহ্ বিকৃত করার পর। সাহাবাগণ (রা.) রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ্কে বিকৃত করেননি, অথবা তাদের সময়ে এটি বিকৃত হয়নি। সাহল বিন সা'দ আস-সা'ইদি কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়, সেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছিল অপরিচিতরূপে এবং এটি পুনরায় ফিরে আসবে অপরিচিতরূপে, সুতরাং অপরিচিতদের/আগন্তুকদের জন্য সুসংবাদ।" তখন জিজ্ঞেস করা হল, "কারা সেই আগন্তুক, ইয়া রাসূলুল্লাহ্?" তিনি (সা.) উত্তরে বলেন: "যখন লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে তখন তারা সুন্নাহ্'কে ঠিক করবে।" হাদীসটি আল-কাবির-এ আত-তাবারাণী এভাবে বর্ণনা করেছেন। আল-আউসাত আস-সাগীরের বর্ণনায় আমরা পেয়েছি যে:

"লোকেরা যখন [ইজা] বিভ্রান্ত হবে তখন তারা তাদের সংশোধন করবে।" এখানে ইজা বা যখন শব্দটি দ্বারা ভবিষ্যতের কথা বুঝানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, সাহাবীদের পরে বিভ্রান্তি শুরু হবে। আল-হায়সামি এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন: এই হাদীসটি তিনটি কাজের মধ্যে আত-তাবারাণী কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে এবং এটির বর্ণনাকারীগণের মধ্য হতে বকর বিন সালিম ব্যতিত অন্যান্যরা সহীহ্ কাজ সমূহের মধ্যে নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত, যদিওবা তিনিও [বকর বিন সালিম] বিশ্বস্ত।

তারা সংখ্যায় কম হবে : আবদুল্লাহ্ বিন আমর-এর বরাত দিয়ে আহমাদ ও আত-তাবারাণী বর্ণনা করেন যে, তিনি [আবদুল্লাহ্ বিন আমর] বলেছেন: সূর্য উদিত হওয়ার সময় আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলাম যখন তিনি (সা.) বলেন:

"বিচার দিবসে একদল লোক আসবে যাদের আলো হবে সূর্যের আলোর মত। আবু বকর বললেন: সে লোকগুলো কি আমরা হব হে রাসূলুল্লাহ্? তিনি (সা.) বললেন: না, তোমাদের জন্য রয়েছে বড় পুরষ্কার, কিন্তু তারা হবে কিছু সংখ্যক দরিদ্র অভিবাসী যারা পৃথিবীর সব প্রান্ত হতে উত্থিত হবে। অতঃপর তিনি বললেন: রহমতপ্রাপ্ত সেই আগন্তুকেরা, রহমতপ্রাপ্ত সেই আগন্তুকেরা, এবং রহমতপ্রাপ্ত সেই আগন্তুকেরা। তাঁকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হল: কারা সেই আগন্তুক? তিনি বললেন: তারা বহু মন্দ লোকের মধ্যে কিছু সংখ্যক সৎকর্মপরায়ণ লোক; তাদের কথা অমান্যকারীদের সংখ্যা তাদেরকে মান্যকারীদের চেয়ে বেশী হবে।" আল-হায়সামি বলেছেন: আল-কাবীরে এর কিছু ইসনাদ রয়েছে কিন্তু একটি সনদের বর্ণনাকারীগণ *সহীহ্* হওয়ার জন্য বিশ্বাসযোগ্য। এ বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ যে, অপরিচিতের মর্যাদা সাহচর্যের মর্যাদা হতে অধিক নয়। আগন্তুকগণ সাহাবাগণের চেয়ে উত্তম নন। কিছু সংখ্যক সাহাবীর "সাহাবী" মর্যাদা ছাড়াও কিছু বিশেষ পার্থক্যকারী গুণাবলী ছিল যা তাদেরকে আবু বকরের চেয়ে উত্তম বানাতে পারেনি। ওয়ায়েস আল-কারণীর ছিল বিশেষ এক গুণ যা তাকে সাহাবীগণের চেয়ে উত্তম বানাতে পারেনি এবং তিনি ছিলেন তাবে'ঈ। একই বিষয় আগন্তুকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকবে না: নীচের হাদীসটি আল-হাকিম তার আল-মুসতাদরাক-এ ইবনে উমরের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এর বর্ণনা *সহীহ্*, যদিওবা এটি আল-বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়নি। হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্'র এমন কিছু বান্দা রয়েছে যারা নবী কিংবা শহীদ নন, যদিও নবী ও শহীদগণ হাশরের ময়দানে তাদের মর্যাদা ও আল্লাহ্'র নৈকট্যকে বুঝতে পারবেন।" অতঃপর একজন বেদুঈন তার হাঁটু গেড়ে বসে বলল: "হে রাসূলুল্লাহ (সা.), আমাদের কাছে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিন।" তিনি (সা.) বলেন: "তারা এক জাতির লোক নয়, বরং বিভিন্ন জাতির। তারা আল্লাহ্'র ওয়াস্তে একজন আরেকজনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে ও পরস্পরকে ভালবাসবে। হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ তাদের জন্য নূরের মঞ্চ প্রস্তুত করবেন যেখানে তারা আসন গ্রহণ করবে। লোকেরা ভয় পাবে, কিন্তু তারা ভয় পাবে না। তারা আল্লাহ্ আজ ওয়া জাল্লা-এর বন্ধু (আউলিয়া), তারা ভীত হবে না, অনুতপ্তও হবে না।" লিসান আল-আরব-এ উল্লেখ আছে যে: আফ্না অর্থ হল মিশ্র লোকজন। এ বৈশিষ্ট্যটি আহমেদ কর্তৃক উল্লেখিত ও আবু মালিক আল-আশ'আরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়:

"তারা স্বীয় জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ভিন্ন লোক।" আত-তাবারাণী আল-কাবির-এ এটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন:

"বিভিন্ন ভূমি থেকে।"

যারা আল্লাহ্র করুণা লাভের আশায় পরস্পরকে ভালবাসে: অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর শারী'আহ্, অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক বন্ধনের ভিত্তি ইসলামী আদর্শ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তারা বংশগত, রক্তের সম্পর্ক, স্বার্থ অথবা দুনিয়াবী লাভের আশায় একত্রিত হবে না। আবু দাউদ উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.)-এর বরাত দিয়ে *সহীহ্* বর্ণনাকারীদের সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"আল্লাহ্'র বান্দাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা নবী নয়, শহীদও নয়; হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ্ তাদের যে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করবেন তা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষান্বিত হবেন।" তারা [লোকেরা] জিজ্ঞেস করল: "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.),

আমাদেরকে বলুন তারা কারা?" তিনি (সা.) প্রত্যুত্তরে বললেন: "তারা একজন অপরজনকে আল্লাহ্'র ওয়াস্তে ভালবাসবে যদিও তাদের পরস্পরের মধ্যে রক্তের বা সম্পদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমি আল্লাহ্'র নামে কসম করে বলছি যে, তাদের চেহারা জ্বলজ্বল করতে থাকবে ও তারা নূরের মিনারে আসীন থাকবে। সেদিন যখন লোকেরা ভয় পেতে থাকবে তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং যখন লোকেরা অনুতপ্ত হবে তখন তারা অনুতপ্ত হবে না। অতঃপর তিনি কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন:

"জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বন্ধুদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে"। [সূরা আল ইউনুস: ৬২]

আল-হাকীমের বর্ণনায় ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত উপরের হাদীসে নীচের কথাগুলো যোগ হয়েছে:

"আল্লাহ্'র ওয়াস্তে তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ ও পরস্পরকে ভালবাস।"

এছাড়াও, আহমাদের বর্ণনায় আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নীচের শব্দসমূহ সহকারে এটি পাওয়া যায়:

"তাদের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক থাকবে না। তারা আল্লাহ্'র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসবে এবং পরস্পরের প্রতি সৎ থাকবে...."

এবং আত-তাবরাণী'র বর্ণনায় মালিক হতে বর্ণিত হাদীসে নীচের শব্দসমূহ সহকারে পাওয়া যায় যে:

"আল্লাহ্'র জন্য ব্যতিরেকে তাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের পরস্পরের মধ্যে দুনিয়াবী কোন বিষয়ে লেনদেন নেই। আল্লাহ্'র রহমতের আশায় তারা একে অপরকে ভালবাসে।"

আমর বিন আবাসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে আত-তাবারাণী এমন একটি সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যেটি [সনদটি] সম্পর্কে আল-হায়সামি বলেছেন যে এর বর্ণণাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ও আল-মুনজিরি বলেছেন যে: এটি *লা বাস্ বিহি* পর্যায়ের কাছাকাছি। আমর বলেছেন: আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী হতে আসবে, তারা সবাই আল্লাহ্'র স্মরণে একত্রিত হবে এবং ফলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে রসালোটি লোকেরা যেভাবে পছন্দ করে সেভাবে তারাও সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করবে।" 'আল্লাহ্'র স্মরণে' একত্রিত হওয়া ও "আল্লাহ্'র স্মরণের জন্য' একত্রিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি তাদের মধ্যকার এমন একটি বন্ধনের প্রতি নির্দেশ করে যা তারা একত্রে অবস্থান করলেও বজায় থাকে কিংবা আলাদা থাকলেও বজায় থাকে, এবং পরেরটির অর্থ হল জমায়েত শেষ হয়ে গেলে বন্ধনেরও সমাপ্তি ঘটে। আবু দারদা (রা.)-এর বরাত দিয়ে আত-তাবারাণী এমন এক ইসনাদ লিপিবদ্ধ করেছেন যাকে আল-হায়সামি এবং আল-মুনজিরি *হাসান* হিসেবে ঘোষণা করেছেন যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন:

"তারা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি যারা আল্লাহ্'র ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে। তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ভিন্ন ভিন্ন ভূমি হতে উত্থিত হবে এবং আল্লাহ্র স্মরণে একত্রিত হবে।" অর্থাৎ তাদের মধ্যে বন্ধন হল আল্লাহ্'র স্মরণ এবং উপরোক্ত হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুসারে এটা হচ্ছে আল্লাহ্'র রহমত।

শহীদ হওয়া ব্যতিরেকে তারা এ মর্যাদা অর্জন করবে: এটি একারণে যে, শহীদগণ তাদের উচ্চ মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হবেন। এর অর্থ এই নয় যে, তারা নবী ও শহীদদের চেয়ে উত্তম, বরং তাদের মধ্যে রয়েছে বিশেষ স্বাতন্ত্র। আত-তাবারাণী একটি ইসনাদ সহকারে আল-কাবীর-এ বর্ণনা করেছেন এবং এ ইসনাদকে আল-হায়সামি *হাসান* হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এর বর্ণনাকারীদের সনদ *সহীহ্*, আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: যখন নীচের আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ছিলাম:

"হে মু'মিনগণ! এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের নিকট পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। [সূরা মায়ি'দাহ্: ১০১]

এতদসত্ত্বেও আমরা যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তিনি (সা.) বলেছিলেন:

"অবশ্যই আল্লাহ্'র কিছু বান্দা রয়েছে যারা নবী বা শহীদ নন, কিন্তু বিচার দিবসে নবী ও শহীদগণ তাদের অবস্থান ও আল্লাহ্'র নৈকট্যের ব্যাপারে উচ্চ মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হবেন।" লোকদের মধ্যে একজন বেদুঈন ছিল যে নিজের হাটুর উপর বাঁকা হয়ে দাঁড়াল এবং তার বাহু প্রসারিত করে বলল: "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে বলুন তারা কারা?" আমি দেখলাম যে এ প্রশ্নের কারণে তাঁর (সা.) চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি (সা.) বললেন:

"তারা বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন স্থান থেকে উঠে আসা আল্লাহ্'র কিছু বান্দা, তাদের পরস্পরের মধ্যে রক্তের কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা আল্লাহ্'র ওয়াস্তে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। তারা বৈষয়িক কোন সম্পদ নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবে না। আল্লাহ্ আজ ওয়া জাল-এর ওয়াস্তে তারা একে অপরকে ভালবাসবে। আল্লাহ্র রহমতে তাদের চেহারা আলোকচ্ছটায় জ্বলজ্বল করতে থাকবে, এবং সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর নিকটে তাদের জন্য মিম্বর তৈরী করে দেবেন। লোকেরা আতঙ্কিত হলেও তারা আতঙ্কিত হবে না, এবং যখন লোকেরা ভয় পেতে থাকবে তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না।"

এসকল বর্ণনা এই বিষয়ে একমত যে, নবুয়্যত বা শাহাদাতের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য নয়, বরং উপরোক্ত বিবরণের ভিত্তিতে তারা এই মর্যাদা অর্জন করবে।

এগুলো হচ্ছে তাদের সম্পর্কে বর্ণনার কিছু অংশ। আল্লাহ্'র দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং এগুলো পূণরায় উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। এসব গুণাবলী যার মধ্যে বিদ্যমান তার দ্রুত অগ্রসর হওয়া উচিত যাতে করে সে আর-রহ্মান (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর নিকটস্থ মিম্বরে নিজের জায়গা করে নিতে পারে, যাতে করে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তার মধ্যে গুরাবার বৈশিষ্ট্যের কারণে তার উপর দয়া করেন এবং তার আকাঙ্খাঁকে অনুধাবন করেন।

এবং, আমাদের সর্বশেষ দু'আ হল: সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)।

(অধ্যায় ১৬ সমাপ্ত)